ANNUAL REPORT 2016

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ANNUAL REPORT
2016

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 88-02-9552562, 9554383, Fax: 88-02-9560830, 9550103
Email: info@dhakachamber.com, URL: www.dhakachamber.com

ISO 9001
International Standards Certifications
The First ISO Certified Chamber in Bangladesh

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৫
২.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০১৬	০৬
৩.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ	১৩
৪.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৬	১৬
৫.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	৫২
৬.	ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৬০
৭.	ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম	৬৫
৮.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০১৫-১৬	৬৭
৯.	ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত	৮৯
১০.	NEW ECONOMIC THINKING: BANGLADESH 2030 AND BEYOND	১৪১
১১.	বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিত্ব	১৪৫
১২.	ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার	১৫৩
১৩.	ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)	১৭৩
১৪.	DCCI Business Institute (DBI) College	১৭৭
১৫.	DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo (E2K) Project	১৭৯
১৬.	সংবাদপত্রে ডিসিসিআই	১৮৫
১৭.	দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব সমূহ	১৮৮
১৮.	ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা	১১৪
১৯.	অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০১৫-১৬	২২৮

Hossain Khaled
President
Dhaka Chamber Commerce & Industry (DCCI)

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
Dhaka Chamber of Commerce & Industry
The Best of Bangladesh is Business®

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০১৬/১৩৩৩ ৭ ডিসেম্বর, ২০১৬

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ (৮ পৌষ, ১৪২৩ বাংলা) বৃহস্পতিবার, দুপুর ০৩:০০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম, "ঢাকা চেম্বার ভবন" (৬ষ্ঠ তলা), ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচি:

১। গত ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

২। ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

৩। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (**Audit Report**) অনুমোদন;

৪। ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের পরিচালক এবং ২০১৭ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৫। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (**Auditor**) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

এএইচএম রেজাউল কবির
মহাসচিব

The First ISO Certified Chamber in Bangladesh
DHAKA CHAMBER BUILDING
65-66, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA, G.P.O. BOX NO. 2641, DHAKA- 1000, BANGLADESH
PABX: 88-02-9552562, 9554383 (Hunting), Fax: 88-02-9560830, Email: info@dhakachamber.com, Website : www.dhakachamber.com

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৬

হোসেন খালেদ
সভাপতি

হুমায়ুন রশিদ
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
পরিচালক

এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান
পরিচালক

আসিফ এ চৌধুরী
পরিচালক

হোসেন আখতার
পরিচালক

কামরুল ইসলাম, এফসিএ
পরিচালক

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির
পরিচালক

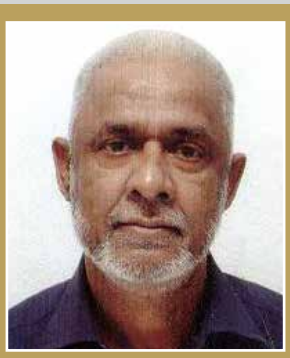

কে জি করিম
পরিচালক

মামুন আকবর
পরিচালক

মোঃ আলাউদ্দিন মালিক
পরিচালক

মোক্তার হোসেন চৌধুরী
পরিচালক

ওসমান গনি
পরিচালক

রিয়াদ হোসেন
পরিচালক

সেলিম আখতার খান
পরিচালক

এস রুমি সাইফুল্লাহ
পরিচালক

সামির সাত্তার
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র
পরিচালনা পর্ষদ ২০১৬

সামনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশিদ, সভাপতি হোসেন খালেদ, মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সামির সাত্তার এবং মোক্তার হোসেন চৌধুরী।

পিছনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সেলিম আখতার খান, মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, হোসেন আখতার, মামুন আকবর এবং ওসমান গনি।

ছবিতে যারা অনুপস্থিত ঃ সর্বজনাব সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, আসিফ এ চৌধুরী, খন্দকার আব্দুল মোক্তাদির, কে জি করিম এবং রিয়াদ হোসেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৫-এর

উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৫-এর

উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বারের ২০১৬ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত

নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ড

নির্বাচন বোর্ড

সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্
চেয়ারম্যান

আহমেদ হোসেন মজুমদার
সদস্য

এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়্যা
সদস্য

নির্বাচন আপীল বোর্ড

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
চেয়ারম্যান

এম এ বাতেন
সদস্য

মাহাবুব আনাম
সদস্য

খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি

১।	**জনাব হুমায়ুন রশিদ** ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	আহবায়ক
২।	**খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ** সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৩।	**জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৪।	**জনাব মামুন আকবর** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৫।	**জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৬।	**জনাব ওসমান গনি** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি

নাম	সাল
মরহুম সাখাওয়াৎ হোসেন	১৯৫৯-১৯৬০
মরহুম আবু নাসির আহমেদ	১৯৬০-১৯৬১
মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী	১৯৬১-১৯৬২
মরহুম নূরুল হুদা	১৯৬২
মরহুম মোহাম্মদ আইয়ুর	১৯৬২-১৯৬৩
মরহুম সাখওয়াৎ হোসেন	১৯৬৩-১৯৬৪
মরহুম আহাম্মদ হোসেন	১৯৬৭
মরহুম কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক)	১৯৬৭-১৯৬৮
মরহুম এ কাশেম	১৯৬৮
মরহুম আখলাক আহাম্মদ	১৯৬৮-১৯৬৯
মরহুম মতিউর রহমান	১৯৬৯-১৯৭২
মরহুম কে এ সাত্তার	১৯৭২-১৯৭৬
মরহুম মির্জা গোলাম হাফিজ	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-১৯৭৯
মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ	১৯৭৯-১৯৮২
জনাব এম এ সাত্তার	১৯৮২-১৯৮৪
মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ	১৯৮৪-১৯৮৫
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-১৯৮৬
মরহুম আবু সায়ীদ মাহমুদ	১৯৮৬-১৯৯০
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-১৯৯২
মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ	১৯৯২-১৯৯৩
জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-১৯৯৪
জনাব এ রব চৌধুরী	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
জনাব আলী হোসেন (হাসান)	১৯৯৬
জনাব এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
জনাব এম এইচ রহমান	১৯৯৯
জনাব আফতাব উল ইসলাম	২০০০
জনাব বেনজির আহমেদ	২০০১
জনাব মতিউর রহমান	২০০২-২০০৩
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
জনাব সাইফুল ইসলাম	২০০৫
জনাব এম এ মোমেন	২০০৬
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৭-২০০৮
জনাব জাফর ওসমান	২০০৯
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১০
জনাব আসিফ ইব্রাহীম	২০১১-২০১২
জনাব মোঃ সবুর খান	২০১৩
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১৪
জনাব হোসেন খালেদ	২০১৫-২০১৬

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব এইচ এম সেকিল	১৯৬৭-১৯৬৮
জনাব এ সাত্তার কারাওয়াদিয়া	১৯৭০-১৯৭২
জনাব খোরশেদ আলম	১৯৭৩
জনাব এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
মরহুম এম এ হক	১৯৭৬
মরহুম এম এ হক	১৯৭৭-১৯৭৮
মরহুম এম এ খালেক	১৯৭৮-১৯৭৯
মরহুম এম রেজা	১৯৭৯-১৯৮২
মরহুম শামছুজ্জোহা খান	১৯৮২-১৯৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-১৯৮৫
জনাব মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-১৯৮৬
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-১৯৮৮
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-১৯৯০
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯১-১৯৯২
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯২-১৯৯৩
সৈয়দ জামালউদ্দিন হায়দার	১৯৯৩-১৯৯৪
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব হোসেন আখতার	১৯৯৫
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
জনাব আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৯
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০০
জনাব মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
জনাব সাব্বির আহমেদ খান	২০০২
জনাব জাফর ওসমান	২০০৩
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
মরহুম মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন)	২০০৫
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৬
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০০৭
জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্	২০০৮
জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১০
জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	২০১১
জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	২০১২
জনাব নেসার মাকসুদ খান	২০১৩
জনাব ওসামা তাসীর	২০১৪
জনাব হুমায়ুন রশিদ	২০১৫-২০১৬

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব ইসহাক মোহাম্মদ	১৯৬৭-১৯৬৮
মরহুম মুখলেছুর রহমান	১৯৭০-১৯৭২
মরহুম মুখলেছুর রহমান	১৯৭৩
মরহুম এম এ হক	১৯৭৫
জনাব এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
জনাব মোশাররফ হোসেন	১৯৭৭-১৯৭৮
জনাব এম এ রাজ্জাক মিয়া	১৯৭৮-১৯৭৯
জনাব মজিবুর রহমান	১৯৭৯-১৯৮২
জনাব এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-১৯৮৪
জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির	১৯৮৪-১৯৮৫
মরহুম সায়েদুর রহমান	১৯৮৫-১৯৮৬
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-১৯৮৮
মরহুম এম এ খালেক	১৯৮৯-১৯৯০
মরহুম মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯১-১৯৯২
মরহুম মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯২-১৯৯৩
জনাব খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-১৯৯৪
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব সৈয়দ তৌফিক আলী	১৯৯৫
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
জনাব মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জনাব জাফর ওসমান	১৯৯৮
জনাব নাসির হোসেন	১৯৯৯
জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
জনাব হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
জনাব এম আবু হোরায়রাহ	২০০৪
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০০৬
আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯-২০১০
জনাব নাসির হোসেন	২০১১
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০১৩
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০১৪
জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	২০১৫
খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ (বাম থেকে সপ্তম) এর সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে অষ্টম) এর নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে দশম), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে নবম), পরিচালক সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে অষ্টম), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে ষষ্ঠ), আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে সপ্তম), হোসেন আখতার (বাম থেকে চতুর্থ), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বামে), খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির (ডান থেকে তৃতীয়), কে জি করিম (বাম থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (বাম থেকে ষষ্ঠ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে পঞ্চম), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), এস রুমি সাইফুল্লাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়), সামির সাত্তার (বাম থেকে পঞ্চম) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৬

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ
২০১৬ সালের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ
ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন

২০১৬ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আমাদের প্রিয় সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানাচ্ছি। পরিচালনা পর্ষদ এবং আমার পক্ষ হতে গত এক বছরে চেম্বারের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনায় আমার উপর আস্থা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার ফলে, ঢাকা চেম্বার ২০১৬ সালে তার সদস্যদের সেবার মান উন্নয়ন এবং দেশে একটি ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়নে কাজ করেছে।

২০১৬ সালে ডিসিসিআই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এর সুনাম কে অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে বিস্তৃত পরিসরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। সরকারের নীতি নির্ধারক মহলের সাথে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আলোচনা সাপেক্ষে ডিসিসিআই একটি ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আজকের ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে এ কর্মচঞ্চল ও সর্বাধিক ও গুরুত্বপূর্ণ চেম্বারের সভাপতি হিসেবে আমার মেয়াদকাল শেষ হবে। সুতরাং, আজ আমি আপনাদের সামনে বিগত এক বছরে চেম্বারের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরবো যা আমার পর্ষদের সহকর্মীবৃন্দ, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বার সচিবালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থা উত্তরণের পাশাপাশি বেসরকারিখাতে আর্থিক ঋণের সুদের উচ্চহার, জ্বালানি তেলের মূল্যের নিম্নগতি এবং বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমানের ক্রমাগত উঠানামা থাকা সত্বেও ২০১৬ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধীরগতি, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অস্থিরতা, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর রাজনৈতিক টানাপোড়ন এবং মধ্যপ্রাচ্য, ইউক্রেন, দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলোর ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি তার কাঙ্খিত গতিতে অগ্রসর হতে পারেনি।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা থাকা সত্বেও বাংলাদেশ ৭.১১% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। রপ্তানির প্রবাহ বৃদ্ধি, রেমিটেন্স আহরণের উচ্চ হার, আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, মূল্যস্ফীতির নিম্নহার এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এ ধারা অর্জন সম্ভব হয়েছে। আশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে, বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

আমাদের অর্থনীতি বেশি মাত্রায় তৈরি পোষাক খাতের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থার প্রভাবের কারণে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উৎসের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে বেসরকারিখাতের সহযোগিতায় সরকার দেশের অর্থনীতির অবস্থাকে আরোও সুদৃঢ় করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চামড়া ও পাদুকা, ঔষধ, জাহাজ নির্মাণ, তথ্য-প্রযুক্তি, পাট, কৃষি এবং হিমায়িত খাদ্য প্রভৃতি খাতের অগ্রগতির ফলে আমাদের অর্থনীতি সামনের দিনগুলোতে আরোও সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry for the Year 2016

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI);
Respected Former Presidents and Business Leaders;
My dear Colleagues in the Board of Directors-2016;
Distinguished Ladies and Gentlemen.

Assalamu Alaikum and a very good afternoon.

I welcome all of you to the 55th Annual General Meeting (AGM) of DCCI. On behalf of the Board of Directors of DCCI and on my own behalf, I would like to take this opportunity to thank you all for the cooperation and trust that you did bestow on me.

With your wholehearted cooperation, DCCI accomplished its glorious journey in 2016, through upgrading its services, framing new ideas and policy recommendations in order to promote enabling environment for sustainable private investment and business.

In 2016, DCCI has undertaken wide-ranging, focused and target-oriented activities to scale up its reputation and image to new height as one of the prominent chambers both locally and internationally. All of these activities were carried out to extend and broaden interaction with the members of DCCI, business community and policy makers with an effort to creating competitive business environment.

With this 55th AGM, my tenure of presidency of this vibrant and prestigious Chamber will come to an end today. In this occasion, it is my great pleasure to present the summary of activities held and performed during the year with timely support and guidance of my colleagues in the Board, unprecedented engagement of DCCI's members and secretariat.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The global macroeconomic landscape in 2016 stepped in whirlpool driven by weak demand in advanced economies, tepid economic data emerging from the US, return to deflation to Europe, large public debt of Japan and sluggish economic growth of China. Brexit fear and sliding oil prices contribute to unfold extent of uncertainty spilling strain to the prospect of global economy.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

With the economy growing about 7.11%, Bangladesh is growing faster than other emerging economies despite slow global growth. The remarkable progress is propelled by growing export earnings, remittance growth, domestic consumption, easing inflation and stable macroeconomic and political state. Based on impressive economic growth, Bangladesh is steadily moving up towards the league of Middle Income Countries with the aspiration of elevating its economic status.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The economy of the country is heavily dependent on RMG posing a concentration risk arising from external shock. With the view to off-set the economic concentration through diversifying the economic base, business community in collaboration with Government has made strides to upgrade the economic profile of the country. Our economy has started to enjoy the dividend of diversified endeavors which is evident from progressive performance of diversified industries such as Leather & Footwear, Pharmaceuticals, Shipbuilding, ICT, Jute, Agro sector and frozen food.

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

২০১৬ সালে বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলদেশ ৩৪.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এ আশাতীত সাফল্য অর্জনের পিছনে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাণিজ্য সহযোগী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

২০১৬ সালে ব্যাংকিং খাত, জ্বালানি খাতে ভর্তুকি প্রদানের পাশপাশি সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্বেও বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে হ্যাকিং-এর মাধ্যমে ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার ঘটনাটি আর্ন্তজাতিক মহলে আলোচিত হয়েছে এবং বিষয়টি ব্যাংলাদেশ ব্যাংক-এর প্রযুক্তি নিরাপত্তা কে প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে। তবে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের কারনে উল্লেখযোগ্য পরিমান টাকা আবার ফেরৎ আনা সম্ভব হয়েছে এবং একই সাথে প্রযুক্তি নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপরদিকে, স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে অলস টাকার পরিমান বেড়েছে, বেসরকারিখাতের অর্থপ্রবাহে ধীরগতি এবং ব্যাংক ঋণের উচ্চ হারের কারনে দেশে কাঙ্খিত পর্যায়ে বিনিয়োগ আনা যায়নি।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহুমুখীকরনের গতি, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগের প্রবাহ এখনও কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। অবকাঠামোগত সমস্যা, ব্যবসায় ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানি ও বিদ্যুতের অপ্রতুলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার করুন দশা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারেনি, পাশাপাশি বাংলাদেশ এখনও তার সম্ভাবনাময় শিল্পখাত সমূহের বহুমুখীকরণ করতে পারেনি। উপরন্তু, সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতার অভাব এবং নীতিমালা বস্তবায়নের ধীরগতির কারণে বাংলাদেশের জিডিপিতে বেসরকারি বিনিয়োগের অবদান ২২% আটকে রয়েছে।

২০১৬ সালে ঢাকা চেম্বার দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে স্বপ্রনোদিত ভাবে ব্যবসায় ব্যয় হ্রাস, নীতিমালায় বিদ্যমান জটিলতার সহজীকরণ, সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্ক সমূহের উন্নয়ন, শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি অপ্রতুলতার নিরসন, ব্যবসায় পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তাদের বৈশ্বিক ব্যবসায় যোগাযোগে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সক্রিয় ভাবে কাজ করেছে।

সম্মানিত উপস্থিতিবৃন্দ,

ভিশন ২০২১ এবং এসজিডিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য টেকসই শিল্প উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, ব্যবসা-বাণিজের পরিবেশ উন্নয়ন, বেসরকারিখাতের উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার সরকারের সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের বেসরকারিখাতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করছে।

সমসাময়িক জাতীয় ও বৈশ্বিক অর্থনীতি, জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ, প্যাকেজ ভ্যাট, পাট ও পাটজাত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ, ব্রেক্সিট পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাব, বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে ঢাকা চেম্বার গবেষণা পরিচালনা করেছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন যে, ঢাকা চেম্বার সারা বছরব্যাপী "৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়নে সমস্যা এবং সম্ভাবনা", "শিল্পনীতি ২০১৬", "বৃহৎ জ্বালানি প্রকল্পগুলো'তে অর্থায়ন জটিলতা", "বাংলাদেশে শিল্পখাতে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়ন", "ব্লু ইকোনোমির সম্ভাবনা" এবং "এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে। এছাড়াও "New Ecnomic Thinking : Bangladesh 2030 and Beyond" একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করেছে। ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বার্থে ডিসিসিআই সরকার কর্তৃক ভ্যাট হার বাড়ানো এবং জাতীয় বাজেট ২১৬-১৭ বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Bangladesh has showcased outstanding success in terms of achieving export growth in 2016. It is inspiring that export of Bangladesh has reached to a new height by earning $ 34.24 billion in the FY2015-16. Export diversification effort has contributed to achieve the record-breaking growth stepping into nontraditional market and strengthened ties with trade partners.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

In 2016, Banking sector, the supply of fund to fuel trade, business and investment has come across a turbulent year facing many odds. About $81 million reserve hacking from Bangladesh bank's account with the Federal Reserve Bank of New York drew international attention revealing the vulnerability of the central bank's IT insecurity. Despite the governments' effort to regain the stolen money has seen an immense progress and a remarkable amount is recovered. On the other hand, local commercial banks burdened with swelling idle money, failed to buoyancy private sector credit growth and lowering bank lending rate to single digit as desired by the business community.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Despite remarkable economic development, the pace of economic diversification, business expansion and investment momentum are not surging to its full potential. The multi-pronged challenges such as infrastructure bottlenecks, fiscal measures, increasing cost of doing business and, above all lack of access to factors of production energy and power, transportation weaked absorbing capacity of Bangladesh grabbing local investment, foreign investment and technology to its diversified and emerging industrial units. In addition, issues of governance and the absent of slow policy implementation challenge the private investment limiting its growth around 22% of GDP.

DCCI, in 2016, has initiated proactive, focused endeavors with a view to take our business next level by advocating and suggesting solid measures to rationalize increasing cost of doing business, eliminate complex policy regime, improve of supply chain networks, find solution to growing industrial energy crisis, promote sustainable practices in business, promote and mentor SMEs and new entrepreneurs aiding them to link with global business value chain.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

In order to achieve the Vision 2021 and localize the global agenda SDG 2030, DCCI has been supporting relentlessly the government efforts in sustainable industrial, trade, business, private sector, employment and socio-economic development. In addition, DCCI also persistently supports Government to address the private sector business and Industry challenges with the ambit of SDG.

DCCI scaled up substantially its research focus on contemporary national and global economic issues spanning from energy tariff escalation, package VAT and anti-dumping duty on jute, post Brexit economic repercussion, China and investment, potential business and market integration development.

Distinguished Members,

You are aware that, throughout the year, DCCI organized a number of important events on challenges for business and Industries in seventh five-year-plan, Industry policy 2016, financial closure of large and mega power projects, energy efficiency in Industrialisation in Bangladesh, potential of Blue economy, SME women congregation, International Conference on futuristic economic perspective of Bangladesh titled New Economic Thinking: Bangladesh 2030 and Beyond as well as press conferences on pressing and contemporary issues especially VAT in national budget of FY2016-17 in order to protect the greater interests of members of DCCI and business community as a whole on the ever changing complex global business environment.

ঢাকা চেম্বার প্রদত্ত "বাংলাদেশ ২০৩০" ভিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য আমাদের অর্থনীতির গতিকে আরোও বেগবান করতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ডিসিসিআই "New Economic Thinking : Bangladesh 2030 and Beyond" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এর আয়োজন করেছে, যেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী দেশি-বিদেশি অর্থনীতিবিদ, সরকারের নীতিনির্ধারক, বেসকাররিখাতের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশপাশি যৌথ বিনিয়োগ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর এবং বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিল্প-কারখানাগুলোকে শিল্পাঞ্চলে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে চলতি বছর ঢাকা চেম্বার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশসমূহ, সিসিপিআইটি, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনায় মিলিত হয়েছে। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধির জন্য ঢাকা চেম্বার প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশপাশি বিনিয়োগ বোর্ড, পিপিপি কার্যালয়, বেপজা, বেজা এবং বাংলাদেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই অংশগ্রহণ করেছে।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়বৃন্দ

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করার পূর্বে গত এক বছরে যাঁদের আমরা হারিয়েছি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরীর ছোট ভাই মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি নূরুউদ্দিন আহমেদ-এর ছেলে আশফাক আহমেদ, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক ও চাঁদ গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সালেহ আহমেদ, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক মোহাম্মদ নূরুল আলম, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম ও পরিচালক জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর ভাই ও প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক আনোয়ারুল ইসলাম, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক জনাব মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)-এর শ্বশুর জামাল আহমেদ নোমানী, ঢাকা চেম্বারের নবনির্বাচিত পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আকবর হাকিম-এর মাতা আনোয়ারি বেগম, নবনির্বাচিত পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান এর মাতা মিসেস কামরুন্নাহার আলম, ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান শেলী-এর স্ত্রী সুফিয়া রহমান, এবং ডাচ-বাংলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি হাসান খালেদ-এর মৃত্যুতে ঢাকা চেম্বার হতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট-এ জঙ্গি হামলার ঘটনায় ২০জন বিদেশি নাগরিক সহ, পুলিশ কর্মকর্তা ও বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু, শোলাকিয়ায় ঈদ-উল ফিতর নামাজে জঙ্গি হামলায় নিহত এবং ফ্রান্স, জার্মানী'র মিউনিখ এবং তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক বিমানবন্দরে জঙ্গি হামলায় নিহত হওয়ার ঘটনায় ডিসিসিআই পক্ষ হতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়াও কিংবদন্তী মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী এবং থ্যাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল আসুলাদেজ এবং কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো-এর মৃত্যুতেও ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে শোকবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি ডিসিসিআই হিসাব শাখার সিনিয়র অফিসার মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি মহোদয়-এর একান্ত সচিব জনাব রিয়াজ উদ্দিন খান-এর বাবা মাফসুর উদ্দিন খান, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন কর্মচারী মোঃ মমতাজ আলী, ডিসিসিআই'র কর্মচারী মোঃ হারুন-উর রশিদ-এর বাবা গোলাম মোস্তফা-এর মৃত্যুতে ঢাকা চেম্বার হতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

২০১৬ সালে ঢাকা চেম্বার তার কার্যক্রম ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের বেসরকারিখাতের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এখন আমি, ঢাকা চেম্বারের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার পূর্বে ২০১৬ সালে ডিসিসিআই কতিপয় অর্জন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

Alongside, to highlight the unexploited economic potentials and trend of economic advancement in line with the vision 2030 and 2041, DCCI held an International conference graced by Hon'ble Prime Minister of Bangladesh Her Excellency Sheikh Hasina and prestigious economists, strategists, policy leaders from home and aboard who portrayed and spotlighted the deep aspirations, required dynamics, mobility and crucial policy, strategy framework and resource synchronization focusing private and foreign investment mobilization in highly promising industries. It is worth mentioning that DCCI also organized another event titled 'Next Billion Dollar investment opportunities' attracting Investment in seven thrust promising sectors back in 2015.

DCCI relentlessly made effort to promote to bring in wide ranging investment through relocation, joint venture and other bilateral agreements. In pursuance of investment effort, DCCI received various Investment and trade delegations mostly from East Asian countries i.e. South Korea, China, Thailand, Asia pacific countries, CCPIT China, Austria, Belgium in several occasions alongside our local communication with PPP Office, BEZA, BIDA as well as represented Bangladesh in different global investment summit and conferences in Asia.

Ladies and Gentlemen,

Let me with a heavy heart expresse solemn condolence and pay homage on behalf of DCCI family to the departed souls who have left us during this year and sympathy to their all grieved and shocked family members.

DCCI expressed deep shock at the demise of Mr. Mosharof Hossain Chowdhury, younger brother of Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI, Mr. Ashfaq Ahmed son of DCCI former President Mr. Nuruddin Ahmed, Al-Haj Saleh Ahmed, Chairman, Chand Group of Industries and Former Director, DCCI, Mohammad Nurul Alam, Former Director, DCCI and Brother in Law of Mr. Mahbubur Rahman, President, ICC-B and former President, DCCI & FBCCI, Mr. Anwarul Islam, Former General Manager, Pragoti Industries Limited and bother of Mr. Aftabul Islam, Former President, DCCI and Mr. Kamrul Islam, FCA, Director, DCCI, Mr. Jamal Ahmed Nomani, Father-in-law of Mr. Md. Iftekharuddin (Naushad), former Director of DCCI, Mrs. Anwari Begum mother of Engr. Akbar Hakim, Director (elect), DCCI, Mrs. Kamrun Nahar Alam, mother of Kh. Rashedul Ahsan, Director (elect), DCCI, Mrs. Sufia Rahman wife of Dr. Mizanur Rahman Shelley, Chairman, DCCI Review Advisory Board and Mr. Md. Hassan Khaled, President Duch-Bangla Chamber of Commercer & Industry (DBCCI).

DCCI also shared its solidarity for the members of the bereaved families who lost their beloved ones at the killing of 20 innocent and unarmed foreign and Bangladeshi nationals at Holy Artisan Restaurant in Gulshan, killing at Eid-ul-Fitr prayer gathering in Sholakia and merciless killing of innocent people through tragic gun fires and bomb explosions in France, Munich, Kemal Ataturk International Airport in Istanbul.

DCCI also shares its sympathy for the death of Boxing legend Mr. Muhammad Ali, H M King Bhumibol Asuladej, the longest monarch of Thailand and former President of Cuba and revolutionary Mr. Fidel Castro.

Dhaka Chamber also expressed deep shock at the demise of Mr. Mohammad Mojibur Rahman, Senior Officer, DCCI Accounts Department, Mr. Mafsur Uddin Khan, Father of Mr. Riaz Uddin, PS to the President, DCCI, DCCI Former Employee Mr. Md. Momtaz Ali and Mr. Ghulam Mustafa, Father of Mr. Md. Harun-Or Rashid, staff of DCCI.

Distinguished Members,

Before going into the details of our activities, I would like to share some of the activities and achievements of the Chamber in 2016.

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এবং নলেজ সেন্টার-এর কার্যক্রম

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) ট্রেনিং ক্যালেন্ডার ২০১৬-১৭ প্রস্তুত ও মুদ্রণ করে ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি অন্যান্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। মডুলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম)(পি)-কোর্সের ১৯তম ব্যাচ ২০১৬ সালের জানুয়ারী-জুন মাসে এবং ২০তম ব্যাচ ২০১৬ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে চালু করা হয়েছে, যেখানে যথাক্রমে ৪৩ ও ৫০জন অংশগ্রহণ করেছেন।

এএমএলস-এসসিএম(পি) এ্যাডভান্স কোর্সে যথাক্রমে ২১ ও ১৮জন অংশগ্রহণ করেছেন। এমএলএস-এসসিএম(পি) ডিপ্লোমা কোর্সে ১৪ ও ১৩জন অংশ নিয়েছেন। এ ট্রেনিং কোর্সের ক্লাস সমূহ শুক্রবার ও শনিবারে আয়োজন করা হয়, যার ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে পারছেন। এএমএলস-এসসিএম(পি) নিয়মিত কোর্সের কার্যক্রম ২০১৬ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাঝে চালু করা হয়েছে। এপ্রিল, আগস্ট ও অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত মডুলার পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২৩, ২৩২ এবং ১৮৪ জন। ডিবিআই আয়োজিত পরীক্ষাসমূহে আইটি, জেনেভা কর্তৃক প্রণীত নিয়ামাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬টি স্বলমেয়াদী ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা হয়, যেখানে ২৬১ জন অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতি কোর্সে গড়ে ১৬.৩১ জন অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪টি দিনব্যাপী ট্রেনিং কোর্স ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হয়, যেখানে ১৮৮ জন অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতি কোর্সে গড়ে ১৩.৪২ জন অংশগ্রহণ করেন।

ডিবিআই কলেজ-এর কার্যক্রম

বিবিএ কলেজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য ডিবিআই গভার্নিং বডি, স্ট্যান্ডিং কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি এবং ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিবিএ কলেজে ৫টি ব্যাচ চালু রয়েছে এবং ষষ্ঠ ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করার পাশাপাশি এখানে গ্রুপ আলোচনা, গ্রুপ প্রেজেনটেশন, কেইস স্টাডি এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ছাত্র/ছাত্রীদের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্ঠা চালানো হচ্ছে। শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা-বর্হিভূত কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিবিএ কলেজ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে ক্লাস মনিটরিং কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, বিতর্ক কমিটি, কাউন্সিলিং কমিটি এবং গণমাধ্যম ও যোগাযোগ বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কলেজের কাউন্সিলিংয় কমিটি প্রতিনিয়িত পাঠ্যক্রম বিষয়ক সমস্যা নিরসন ও নৈতিক শিক্ষা বিকাশে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিনিয়ত ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে। বিবিএ কলেজের ১ম ব্যাচের ৪জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশ ব্যাংক-এ ইন্টার্নশীপ করার সুযোগ পেয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পক্ষ হতে এ ধরনের সুযোগ প্রদান করায় বিবিএ কলেজের পক্ষ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর মহোদয় কে ধন্যবাদ পত্র প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও উক্ত কলেজের শিক্ষার্থীরা মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, সিটি ব্যাংক লিঃ, ন্যশনাল ব্যাংক লিঃ, উত্তরা ব্যাংক লিঃ সহ কিছু আইটি কোম্পানীতে ইন্টার্নশীপ করার সুযোগ পেয়েছে।

এ কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর সাথে জড়িত সকল পেট্রন কলেজের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ কলেজ কর্তৃক বিবিএ কোর্স পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ত আশাবাদী।

Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre (KC)

As recommended by the Standing Committee, the DBI Training Calendar 2016-17 (April-March) was prepared, published and distributed among the target groups. Regarding Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM(P), 19th batch (January-June, 2016) and 20th batch (July-December, 2016) of Certificate Course were successfully started with forty three (43) and fifty (50) participants respectively. In addition, 21 and 18 participants have registered for Advanced Certificate and 14 and 13 participants for Diploma courses respectively in 2016. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them increase their knowledge, efficiency and advance better job opportunities.

Examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in April, August and October, 2016 successfully. Total number of examinees were 223 modules/participants in April, 232 modules/participants in August and 184 modules/participants in October, 2016. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction. As to short training courses from January to September, 2016, Sixteen (16) training courses were held. In these courses 261 (two hundred and sixty one) trainees participated with an average of 16.31 participants per course. During the same period fourteen (14) daylong workshops were held by Knowledge Center and 188 (One hundred and eighty eight) trainees participated in the workshops with an average of 13.42 participants per workshop.

Activities of DBI College

DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors since its inception. At present, 5 batches are under academic activities at a time and DBI College is taking necessary steps to welcome its 6th batch.

Besides, class lectures- individual and group presentation, case study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students' potential. Much efforts have been taken to enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity. Fortunately, DBI College has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. Accordingly, Class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee, Media and Communication Committee have been developed.

Under Counseling Committee, students are counseled regularly to resolve their issues regarding academic and morality. As a result, their self-motivation process has been improved. In addition to that four of our students of 1st batch have been selected as Interns at Bangladesh Bank and to express its gratefulness DBI College has conveyed a thanks letter to the Bangladesh Bank. Besides, other students have also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Merchentile Bank Ltd., The City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd., & some other IT firms.

Steps have been underway to attract and retain good students in large group. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals but with a cautions disposition, even though National University has shown confidence the ability of DBI College for running the BBA Professional Programme successfully.

ডিবিআই লাইব্রেরি

ডিসিসিআই'র একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি রয়েছে। এটি ডিসিসিআই এবং ডিবিআই কলেজের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বছর ঢাকা চেম্বারের লাইব্রেরি থেকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ, গবেষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ, ঢাকা চেম্বারে সদস্যবৃন্দ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে ৫২৯৩ টি রেফারেন্স বই, ডিরেক্টরি এবং বিবিএ কোর্স সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। এবছর ১৫৭টি টেক্সট বই, ১০৬০টি রেফারেন্স বই, ৭৮২টি টেন্ডার ডকুমেন্ট, ২৯টি ট্রেনিং ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও লাইব্রেরির আকাইভ শাখায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসায়িক জার্নাল সংরক্ষিত রয়েছে। ডিসিসিআই সদস্যবৃন্দ আন্তর্জাতিক দরপত্র সংগ্রহ করে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ১৫-২০ জন ডিসিসিআই'র সদস্য এবং ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থী, ৪-৬ জন ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং ৮-১০ জন চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দ এ লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর কার্যক্রম

২০১১ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর উদ্যোগে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং চট্রগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পার্টনাশিপে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যেখানে এসএমই ফাউন্ডেশন এমওইউ পার্টনার হিসেবে যোগদান করে। বর্তমানে বিল্ড ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট আইনের আওতায় নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যেটি স্বাক্ষরিত ট্রাস্ট চুক্তির আওতায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক যেটি বেসরকারিখাতের উন্নয়নের জন্য পেশাগত ও আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান করছে।

সম্মানিত উপস্থিতি,

আপনারা অবগত আছেন যে, চেম্বারের এ সীমিত সম্পদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত সকল সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিসিসিআই দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় প্রতিবছর ডিসিসিআই কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়। এ ধরনের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে চেম্বার অত্যন্ত ভালো মানের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে যা ডিসিসিআই এককভাবে প্রদান করতে সক্ষম নয়। নিচে এমন কিছু প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হলো ঃ

১. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ই টু কে) ঃ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় সারা দেশে "২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ই টু কে)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ঃ

১. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের উন্নয়ন;

২. উদ্যোক্তাদের জন্য এমন একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা যেখানে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে;

৩. "আইডিয়া শপ" প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথ্য আদান প্রদান করা এবং নতুন উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৪. দেশে ও বিদেশে ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী/ ঘটনা এবং success story নতুন উদ্যোক্তাদের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;

৫. দেশের স্বনামধন্য চেম্বার ও ট্রেড বডি, খাত-ওয়ারী এসোসিয়েশন, এনজিও এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্যোক্তা তৈরিতে উৎসাহিত করা;

৬. দেশের শিল্প নীতিমালার পুনঃমূল্যায়ন এবং উদ্যোক্তা সহায়ক শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন;

৭. নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে চাকুরি খোঁজার প্রবনতা হ্রাস করা।

Activities of DBI Library

DCCI has a well equipped library with a collection of 5293 books, journals, magazines and publications. It helps learning and development of DBI college students and DCCI members. DCCI members use it particularly for International Tenders and consulting International Directories. A good number of users often visit the library. During 2016, 157 Text Books, 1060 Reference Books (Directories, Magazines, Journal), 782 Tender Documents, 29 Training materials have been sourced and retained in the Library. It has also an enriched archive with rare collection including government and non-government publications, National & International business and commercial Publications with space for study. On an average 15-20 business member, 40-50 students, 4-6 faculty members, 8-10 in house service and others use the library everyday during the year.

Activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Business Initiative Leading Development (BUILD) was established in 2011 by the initiative of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in partnership with Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI) and Chittagong Chamber of Commerce & Industry (CCCI) to provide services to the private sector as a platform of public and private sector representative. SME Foundation has joined with BUILD as MoU partner. BUILD is now registered under the Trust Act 1882 for the purpose of carrying out its activities under the Trust Deed. It is a milestone for a Public Private Partnership (PPP) for extending professional and global level services to the private sector.

Distinguished Members,

Perhaps you are aware that with the limited resources of the Chamber, it is not possible to conduct all necessary specialized services besides rendering its traditional services. In some cases DCCI takes support from the donor organizations to render its services to the members. Every year DCCI takes some important projects with the help from donor organizations. All these projects helped the Chamber to initiate several high-profile technical activities which sometimes become beyond the capacities of DCCI individually. Some of these important projects are very briefly mentioned below:

1. Creating 2000 new Entrepreneurs (E2K)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in cooperation with Bangladesh Bank has taken up an ambitious and a mega project namely “Creation of 2000 New Entrepreneurs (E2K)” across the country. The activity of the project has started since April 2013 and the project is being operated by DCCI under the guidance of Bangladesh Bank.

The aims of the project are:

- Create and foster 2000 new entrepreneurs.
- Initiate a platform for the new and innovative entrepreneurs for network building
- Disseminate information to establish an Idea- Shop and help enhancing capacities of the new entrepreneurs.
- Share inspired stories and journeys of successful entrepreneurs.
- Encourage age-old reputed chambers, trade bodies, sectoral associations, NGOs and Public and private universities/educational institutions for creation of new entrepreneurs in the country.
- Encourage policy makers to modify education policy and curriculum for pro-entrepreneurship education system in the country.
- Reduce dependency on searching jobs and generating employment through entrepreneurship development.

নতুন উদ্যোক্তাদের যে সব সেবা প্রদান করা হবে, সেগুলো হলো ঃ

১. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তাদের মটিভেশন, নেতৃত্ব, ব্যবসার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনুধাবন, ব্যবসা পরিচালনা, এইচআর নীতিমালা, পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং ব্রান্ডিং স্ট্রাটেজি নির্ধারন, নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ ও বিনিয়োগ এবং কর নীতিমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষন প্রদান;

২. নতুন নতুন ব্যবসায়িক ধারণাকে আরো বাস্তবমুখী ও ব্যবসা সফল করার লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রদান;

৩. প্রকল্পের কপিরাইট, আরজেএসসি রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্সুরেন্স সেবা প্রদান;

৪. নিজ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যার তৈরি এবং প্রযুক্তি বিষয়ক অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান;

৫. এইচআর বিষয়ক সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং নীতিমালা প্রণয়ন;

৬. বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন;

৭. ঢাকা চেম্বারের হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান;

২. এনটিএফ থ্রি বাংলাদেশ প্রজেক্ট

২০১০ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত চলমান "দি নেদারল্যান্ডস ট্রাষ্ট ফান্ড টু (এনটিএফ টু)" নামক একটি প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে "দি নেদারল্যান্ডস ট্রাষ্ট ফান্ড থ্রি (এনটিএফথ্রি)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানিক মার্কেটিং দক্ষতা উন্নয়ন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) যৌথভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে একযোগে কাজ করবে। এনটিএফ থ্রি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে আইটি এবং আইটি এ্যানেবল সার্ভিসেস খাতের ৪০টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করেছে এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলো টেলিযোগাযোগ, ওয়েব এবং ইমেজ প্রসেসিং সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য সমূহ হলো ঃ নির্বাচিত কতিপয় খাতের উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারকদের আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নতুন নতুন খাত তৈরির মাধ্যমে আরো বেশি সুবিধা প্রদান, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো সুদৃঢ় করা, বিভিন্ন খাতের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে মালিকানা বৃদ্ধি করা, রপ্তানির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাপোর্ট সার্ভিস বাড়ানোর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানো ও বাজার সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানীকারকদের সাথে একযোগে কাজ করা।

পূর্ববর্তী প্রকল্পের সাফেল্যে এবং উদ্ভাবনের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাতের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতগুলোর উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে এনটিএফ থ্রি বাংলাদেশ প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ হলোঃ বাংলাদেশের আইটি এবং আইটি-এ্যানাবল সার্ভিসেস খাতের রপ্তানির দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যার মাধ্যমে এ খাত হতে আরো বেশি হারে রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির এ লক্ষ্য অর্জনে প্রথমঃ এ খাতের বাণিজ্য সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে, যার মাধ্যমে আইটি এবং আইটি-এনঅ্যাবল সার্ভিসেস রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা প্রদান করা যাবে। দ্বিতীয়ঃ আইটি এবং আইটি-এনঅ্যাবল সার্ভিসেস খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। তৃতীয়তঃ সম্ভাবনাময় বাজারে পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩. সুইচ-এশিয়া-টু

সুইচ এশিয়া-টু পোগ্রামের আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) "রিসোর্স এফিসিয়েন্সি সাপ্লাই চেইন ফর মেটাল প্রডাক্টস ইন বিল্ডিং সেক্টর ইন সাউথ এশিয়া (মেটাবিল্ড)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যেখানে শ্রীলংকা, নেপাল, ভারত এবং বাংলাদেশ সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৭টি কনসোরটিয়াম এবং এশিয়া অঞ্চলের পার্টনারদের সহযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে ২০১৬-২০২০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় মেটাল সেক্টরের এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত সহয়তা প্রদানের পাশপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূষণ কমানো, পরিবেশ সুরক্ষা, উৎপাদন ব্যায় কমানো এবং সম্পদের ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়ন করা হবে। এছাড়াও প্রকল্পে বাংলাদেশের নির্মান শিল্পে মেটাল ইন্ডাস্ট্রি-এর সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

The Support Services to the 2000 Entrepreneurs:

- Training on: motivation, leadership, understanding business, business operation, HR policy, marketing and branding strategy, use of technology, banking, investment, revenue etc.
- Orientation for the development of new projects and ideas to make them more business oriented and profitable.
- Support services for copy right, RJSC registration and insurance etc.
- Developing business website, software and other technological solution
- HR recruitment and Necessary marketing and branding materials/policies
- Establishment of business incubator
- DCCI Help Desk for instant support from DCCI

2. NTF III Bangladesh project:

The NTF III Bangladesh project is part of the Netherlands Trust Fund phase III program and builds on the achievements of the project deployed in Bangladesh under the previous Netherlands Trust Fund phase II (NTFII) program (NTF II Bangladesh project), which took place between October 2010 and June 2013. The NTF III Project will continue to strengthen institutional marketing capacities, including the B2B capacity of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS) and both on and offline and working with foreign trade representatives as relays for promotion. NTF III Project Bangladesh has already recruited 40 companies in selected growth segments of the IT & ITES industry, such as mobile, web and image processing among other areas. The NTFIII Bangladesh project aims to increase the income of Bangladeshi IT & ITES exporters by enhancing the competitiveness of the sector, ultimately contributing to sustainable economic development i.e. create and maintain jobs.

NTF III Bangladesh project will take into account the achievements of the previous project and also expand in new areas of intervention, taking into account the current landscape of other development projects benefiting the industry. To achieve this outcome, the project will: Firstly, improve the capacity of beneficiary Trade Support Institutions (TSIs) in providing services to export-oriented SMEs in the IT & ITES industry. Secondly, increase the export competitiveness of IT & ITES SMEs. Thirdly, the project will expand business linkages in selected target markets.

Already through the project 40 Bangladesh companies are recruited in the selected growth segments like mobile, web and image processing. The project increases export capacities of selected enterprises through a training on how to develop export marketing plans, which has been tailored to the sector and is deployed through local trainers at the BASIS Training Institute. Finally, the project provides training on quality –certification planning and advises them on growth strategies.

3. SWITCH-Asia II

The European Union (EU) has initiated a project on “Resource efficient supply chain for metal products in building sector in South Asia (METABUILD)” of Switch Asia II under the purview of European Union (EU), implementing in 4 countries Sri Lanka, Nepal, India and Bangladesh by a consortium of 7 EU and Asian project partners between 2016 to 2020 under this project, resource efficiency of the SMEs in the metal sector will be improved with the technical support of the international experts to increase process efficiency through waste, emission and resource inefficiency cut while decreasing environmental impacts and the cost. The project will aim metal industry supply chain of the construction sector in Bangladesh.

এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ঃ

ক) বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং শ্রীলংকা'র মেটাল খাতের উৎপদানের দক্ষতা উন্নয়ন

খ) প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত এলাকায় পরিবেশের সুরক্ষা

গ) দূষণ কমানোর মাধ্যমে কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নে বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় ৩টি সহযোগি দেশের সাথে বাংলাদেশে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্র (ডিসিসিআই) "মেটাবিল্ড সুইচএশিয়া টু" নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যেখানে সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের মেটাল খাতের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন, সাপ্লাইন চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

আমার সম্মানিত উত্তরসূরি

আপনি অবগত আছেন যে, সেমিনার, আলোচনা সভা, কর্মশালা এবং ব্রেইন স্ট্রর্মিং সেশন আয়োজন করা ঢাকা চেম্বারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিসিসিআই বেসরকারি খাতের বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও বিদ্যমান পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকে। ডিসিসিআই কর্তৃক বছরব্যাপী আয়োজিত এ সব অনুষ্ঠানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত এ ধরনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরনী নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৫৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে "সেলিব্রেটিং বিজনেস" শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) যৌথভাবে "দি রুল অব সারকো এজ এন আরবিট্রেশন সেন্টার ইন দি রিজিওয়ান" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প খাতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৪। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সোশাল রেসপনসিবিলিটি (এসআর) এশিয়া বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ)" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন্স প্রজেক্ট (ডিএআই) যৌথভাবে আয়োজিত "আম বাজারজাতকরনে সহায়ক নীতি পরিবেশ" শীর্ষক জাতীয় ডায়ালগ অনুষ্ঠিত।

৬। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ক্যানচেম বাংলাদেশ (কানাডা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি) যৌথভাবে আয়োজিত "২০১৫ সালে বাংলাদেশ ও কানাডা'র মধ্যকার ২ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন" বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৭। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৮। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "পাইকারী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ই-কমার্স ব্যবসায় সম্ভাবনা ও সচেতনতা তৈরি" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৯। বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৬ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন ঃ সরকার ও নিয়ন্ত্রকদের নীতি নির্ধারণে সহায়তার ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটেশন একটি বৈশ্বিক হাতিয়ার" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

Objectives of the Project are:

1. Improved production process in metal components for building sector in Bangladesh, India, Nepal and Sri Lanka
2. Improved Environment quality in target location and
3. Improved working and living condition through emission reduction and resource efficiency throughout the entire supply chain management process focusing metal components.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) is the implementing partner of the multinational project METABUILD SWITCHASIA II of EU in Bangladesh alongside three other partner countries in order to assisting technical cooperation, resource and cost efficient manufacturing techniques for cleaner and more efficient productivity in metal industry in future.

Distinguished Successor,

You are aware that organizing seminars, discussion meetings, workshops, brain-storming sessions are some of the most important events of the Chamber. With this operation, DCCI proposes several pro-private sector development measures, guidance, reform propositions to create business and investment friendly environment. Hon'ble Members of Parliament and representative from concerned Government agencies, ministries participated in those Seminars, Workshops, and Programs organized by DCCI. I would like to focus some of excerpts of those events held:

DCCI's events during December 2016

1. On the occasion of 58th anniversary of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), DCCI organizes an event titled "Celebrating Business" at Utshab Banquet Hall, Radisson Blu Water Garden Hotel, Dhaka, Bangladesh.
2. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) and SAARC Arbitration Council (SARCO) jointly organized a Seminar on "The Role of SARCO as an Arbitration Center in the Region".
3. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on "Prospects & Challenges for Industries in Energy and Power sector of 7th five year plan" at DCCI
4. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and SR Asia jointly organize a seminar on "Material Flow Cost Accounting (MFCA)" at DCCI.
5. National Dialogue on "Enabling Policy Environment for Safe Mango Marketing" Jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and USAID Bangladesh Agricultural Value Chains (AVC) Project.
6. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Canada Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (CanCham Bangladesh) jointly organized a luncheon meeting to celebrate "The Achievement of 2 Billion Dollars in Bi-lateral Trade between Bangladesh and Canada in 2015" at DCCI.
7. Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) organized a discussion meeting on 'role of businessmen & law enforcement agencies in controlling price spiral in the month of Ramadan' at DCCI.
8. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar on, "Making Awareness on the Possibility of Commerce for Small and Medium Enterprise on E-Commerce" at DCCI.
9. Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Bangladesh Accreditation Board (BAB) jointly organized a seminar on 'Accreditation: a global tool to support public policy' marking the World Accreditation Day 2016 at DCCI.

১০। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক "জ্বালানি খাতের মেগা প্রকল্পে অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১১। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্লু ইকোনোমি ঃ বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ ঃ বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১৩। ডানিডা'র অর্থায়নে পরিচালিত দি এনার্জি এফিশিয়েন্ট প্রকল্প'র সহায়তায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং নরডিক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এনসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশ ঃ শিল্পখাতে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়নে সুযোগ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১৪। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "বাংলাদেশের পাট পণ্য রপ্তানিতে ভারতের আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি ঃ প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাব্য সমাধান" শীর্ষক সেমিনার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "New Economic Thinking : Bangladesh 2030 and Beyond" আন্তর্জাতিক সম্মেলন রাজধানী রেডিসন হোটেলে অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী এবং এফসিসিআই সভাপতি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

এ বছর আমার নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রীবর্গ এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দেশে ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে গঠনমূলক সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। এ ধরনের কিছু অনুষ্ঠানের বিবরণী সংক্ষিপ্তভাবে নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ-এর সাথে বঙ্গভবনে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠত।

২। মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে অর্থনৈতিক বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

৩। মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়।

৫। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র সাথে পাকিস্তানের মুলতান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতির সাক্ষাৎ।

টিভি টক শোতে অংশগ্রহণ

১। ডিসিসিআই সভাপতি কালারস্ এফ এম আয়োজিত টক শোতে যোগদান করেন।

২। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর চ্যানেল ৭১ প্রচারিত টক শোতে যোগদান।

৩। চ্যানেল ২৪ সরাসরি সম্প্রচারিত টক শোতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর অংশগ্রহণ।

৪। এনটিভি-তে পুঁজিবাজার বিষয়ক টক শোতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর অংশগ্রহণ।

৫। জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭ উপলক্ষ্যে বাংলা ভিশন আয়োজিত সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে বেসরকারিখাতের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণ।

10. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar on “Issues & Challenges of Financial Closure of Large and Mega Power Projects” at DCCI.
11. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on “New Investment Horizon: Blue Economy” at DCCI.
12. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on “National Industrial Policy-2016: Opportunities of Industrialisation and Investment in Bangladesh" at DCCI.
13. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and the Energy Efficient Engagement (3e) Programme of DANIDA in collaboration with Nordic Chamber of Commerce & Industry (NCCI) organized a seminar on “Bangladesh A Great Potential for Energy Efficient Industry.”
14. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on “anti-dumping duty on imports of jute products from Bangladesh by India: challenges and potential way out” at Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka on 15 November, 2016.
15. Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), as on one of the prime and leading chambers in the country organized an International Visionary Conference titled “New economic thinking for Bangladesh: 2030 and beyond” on December 21, 2016. Honorable Prime Minister, Government of the People’s Republic of Bangladesh Her Excellency Sheikh Hasina was present as Chief Guest on the occasion.

DCCI Board of Directors/ President, DCCI Called on

1. Distinguished Members of the Board of Directors of DCCI led by President, DCCI called on the Honorable President, Peoples Republic of Bangladesh Mr. Md. Abdul Hamid at Bangabhaban.
2. DCCI President Mr. Hossain Khaled and members of the board called on Hon’ble Finance Minister, Government of the People’s Republic of Bangladesh Mr. Abul Maal Abdul Muhith, M.P. at Ministry of Finance.
3. DCCI President Mr. Hossain Khaled and members of the board called on Engineer Mosharraf Hossain, Hon’ble Minister, Ministry of Housing and Public Works, Government of Bangladesh at Bangladesh Secretariat.
4. DCCI President Mr. Hossain Khaled and members of the board called on Chairman of National Board of Revenue, Mr. Md. Nojibur Rahman at NBR.
5. DCCI President Mr. Hossain Khaled and members of the board had a by bilaterl meeting with Multan Chamber of Chamber of Commerce & Industry

TV Talk Show

1. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended a talk show at Radio Colours FM Studio.
2. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended a TV Talk Show at Channel 71 Studio.
3. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended RTV Live Show at RTV Studio.
4. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended a Live Talk Show on Share Market issues at NTV Studio.
5. Live Telecast of national Budget Session 2016-17 was held at DCCI. Private TV channel Bangla Vision Ltd. broadcast the live budget session discussion from DCCI Board room. DCCI President, Mr. Hossain Khaled along with the Directors and concerned members were present.

২০১৬ সালে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত বৈঠক সমূহের বিবরণী

১। ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভূটানের রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ করেন।

২। ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে রহিম আফরোজ'র প্রতিনিধি জনাব মুনাফ মঈন সাক্ষাৎ করেন।

৩। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র সাথে বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরাম-এর সভাপতি জনাব মোঃ শরীফ-এর সাথে সাক্ষাৎ।

৪। ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি মহোদয়ের সাথে গ্রামীণফোন লিমিটেড-এর প্রতিনিধি জনাব আজিজুল আবেদিন-এর সাক্ষাৎ।

৫। ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত।

৬। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পলিসি সামিট ২০১৬ আয়োজন উপলক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড এবং বিল্ড-এর প্রস্তুতিমূলক সভা ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার অনুষ্ঠিত।

৭। ডিসিসিআই সভাপতি'র সাথে এক্সেস টেল প্রিন্সিপাল-এর প্রতিনিধি সাক্ষাৎ।

৮। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ।

৯। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার আয়োজিত বেঞ্চমার্কিং ট্রেনিং ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১০। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ ব্রান্ডিং বাংলাদেশ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১। ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্রান্ডিং কমিটির ২য় সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হোসেন আখতার এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে আইআইইডি-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. পল-এর সাক্ষাৎ।

১৩। ডিসিসিআই সভাপতি'র সাথে এসআর এশিয়া'র প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ।

১৪। প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট্রি বোর্ড-এর ৩য় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৫। "এসএমই এন্টাপ্রেনিউরশীপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মামুন আকবর সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৬। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ ব্রান্ডিং বাংলাদেশ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৭। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ, প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর-এর সাথে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জনাব আশফাক আহমেদ এর সাক্ষাৎ।

বিদেশি ডেলিগেশনের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান

এ বছর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী ও কুটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ আলোচনা সভা গুলোতে বিদেশি প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সভার বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ এবং ইরানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

২। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে চীনের ইউনান প্রদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ।

৩। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে চীনের প্রতিনিধিদলের বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত।

During the year December 2016 the following Meetings were held:

1. Mr. Hossain Khaled, President, Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended a meeting with Bhutan Ambassador at DCCI Gulshan Centre.
2. DCCI President Mr. Hossain Khaled, Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President and Mr. Shoaib Choudhury, former Vice President attended a meeting with Mr. Munaf Moin, Rahim Afroz at DCCI Gulshan Centre.
3. Meeting with Mr. Shariful Islam, Founder & Editor, Bangladesh Brand Forum at DCCI Gulshan Centre.
4. Meeting with Mr. Azizul Abedin GrameenPhone and Vice President, DCCI at DCCI
5. Meeting of DCCI Review Advisory Board DCCI Board Room.
6. Preparatory Meeting with Joint Chambers and BUILD on Bangladesh Investment and Policy Summit 2016 DCCI Gulshan Centre.
7. Meeting between Access Tel Principals and President, DCCI at DCCI
8. Meeting between Board of Directors, DCCI and Bangladeshi High Commissioner of Singapore at DCCI Board Room.
9. Board of Directors, DCCI joined the workshop on Benchmarking by International Trade Centre (ITC) on Preparation of the Performance of DCCI: Improvement Roadmap moderated by Daniel and George from ITC at DCCI Board Room.
10. DCCI Vice President K. Atique-E-Rabbani, FCA and Mr. S.Rumi Saifullah, Director attended the meeting on the issues of Branding Bangladesh at DCCI Gulshan Centre.
11. Mr. Hossain Akhter, Coordinating Director and Members of the S/C attended the 2nd meeting on DCCI Estate, Construction and Maintenance S/C-2016 was held at DCCI Board Room.
12. Meeting with Dr. Paul, Chief Economic, IIED with Vice President and Secretary General, DCCI at DCCI
13. Meeting between SR Asia and President, DCCI and E2K Consultant, DCCI at DCCI Board Room
14. Mr. Humayun Rashid, Coordinating Director and Senior Vice President, DCCI and Members of the Committee attended the 3rd meeting of DCCI Provident Fund Trustee Board was held at DCCI Board Room.
15. Mr. Mamun Akbar, Coordinating Director and members of the S/C-2016 attended at the Working committee meeting of SME Entrepreneurship Development and Product Diversification and E2K related S/C of DCCI was held at BBA College Conference Room (10th floor), DCCI.
16. DCCI Vice President K. Atique-E-Rabbani, FCA and Mr. S. Rumi Saifullah, Director attended the meeting on the issues of Branding Bangladesh at DCCI Gulshan Centre.
17. Meeting with Mr. Ashfaq, Former Ambassador with Mr. Hossain Khaled, President, DCCI, Mr. S. Rumi Saifullah, Mr. Data Magfur, Secretary General and Mr. Patwary at DCCI Gulshan Centre.

Meeting with Foreign Delegation

1. Round Table Discussion between the High profile delegations from Iran & DCCI Board of Directors, at DCCI Board Room.
2. DCCI Board of Directors attended a meeting with the delegation from the department of Science Technology of Yunnan Province in China, at DCCI Board Room.
3. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended the meeting with Chinese Delegation at DCCI.

৪। চীনের গুয়াংডন প্রদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৫। চীনের প্রদেশের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত।

৬। ভারতের দক্ষিণ গুজরাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৭। দক্ষিণ কোরিয়ার মেশিনারিজ প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৮। ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাথে থাইল্যান্ডের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৯। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে চীনের কুনমিং-এর বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১০। ডিসিসিআই'র পর্ষদের সাথে চীনের কুনমিং-এর ইউনান প্রদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১১। ডিসিসিআই'র পর্ষদের সাথে চীনের ইউনান প্রদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফেকচারর্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৩। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল'র প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

১৪। ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৫। বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাসের ডিরেক্টর (ট্রেড) মিসেস রোজিনা হাসান এবং ডেপুটি ট্রেড ডিরেক্টর মিসেস সুরাইয়া জাহানের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত।

১৬। বাংলাদেশস্থ ইটালি দূতাবাসের কনস্যুলারের সাথে ডিসিসিআই'র পর্ষদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে এ বছর বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা সভায় যোগদানের কিছু বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। নিউজিল্যান্ডের ওয়ার্কপ্লেস স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট একাডেমি আয়োজিত "ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তি জীবনে সাফল্য অর্জন" বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সভাপতি'র যোগদান।

২। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে আইসি নেট লিমিটেড'র প্রতিনিধি মিসেস ইউমি ইয়ামাগুচি-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৩। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল বিজনেস সামিট-এ যোগদান।

৪। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইএমএসএম অফ ইন্ডিয়া যৌথভাবে আয়োজিত "ম্যানুফেকচারিং খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর যোগদান।

4. DCCI Board of Directors attended a meeting with the delegation from Guangdong, China at DCCI.
5. DCCI Board of Directors attended the meeting with the Delegation visited from Industry and Commerce Administration of Yunnan Province, China at DCCI Board Room.
6. Meeting with the delegation from the Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry Indian at DCCI.
7. DCCI Board of Directors attended a business meeting with Korea used Machinery Delegation to Bangladesh at DCCI Board Room.
8. DCCI Board of Directors attended a meeting with the Delegation from Thai Bangladesh Business Council at DCCI Auditorium.
9. DCCI Board of Directors attended a meeting with the Delegation from Kunming City of Yunnan Province, China at DCCI Board Room.
10. DCCI Board of Directors attended a meeting with the Delegation from Yunnan Province China at DCCI Board Room.
11. DCCI Board of Directors attended a meeting with the Delegation visited from Industry and Commerce Administration of Yunnan Province, China at DCCI Board Room.
12. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended a meeting with the Delegation from IEEMA - Indian Electrical and Electronics Manufacturers' Association at DCCI.
13. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended the meeting with Hong Kong Trade Development Council at DCCI Board Room.
14. Meeting USAID delegation at DCCI.
15. Meeting with Ms. Ruzina Hasan, Director Trade and Ms. Suraya Jahan, Deputy Director Trade, British High Commission, Dhaka at DCCI.
16. Meeting with Honorary Consulor of Italian Embassy, Bangladesh at DCCI Board Room.

Meeting attended by the President

1. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended a Training Program on Emotional Intelligence for Business Success and Life Fulfillment organized by Workplace Skills Development Academy of New Zealand (WSDA).
2. DCCI President Mr. Hossain Khaled, Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President attended a meeting with Ms. Yumi Yamaguchi, IC Net Limited.
3. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended Bengal Global Business Summit, Kolkata, India as an entourage of Hon'ble Commerce Minister Mr. Tofail Ahmed.
4. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended as Special Guest in "The Future of Manufacturing, New Age Business Challenges and Opportunities" jointly organized by Bangladesh Bank and Iamsmes of India and Bangladesh at BBTA Auditorium, Mirpur-2.

৫। বিল্ড এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর যোগদান।

৬। অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম) আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর যোগদান।

৭। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর চেয়ারম্যানের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র সাক্ষাৎ।

৮। বিনিয়োগ বোর্ড এবং বিল্ড যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পলিসি ২০১৬" তে প্যানেল বক্তা হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

৯। কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

১০। ডিসিসিআই সভাপতি'র বিএসসিসিএল-এর ১২৭তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগদান।

১১। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র সাথে ইউকে আইটি-এর প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১২। বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্ট-এর সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

১৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

১৪। ইরানের ৩৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ ইরান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

১৫। ইন্টারপ্রেনার্স অর্গানাইজেশন (ইও)' বাংলাদেশ চ্যাপ্টার-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

১৬। ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি) আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

১৭। ডিসিসিআই সভাপতি জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাশে সফর ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান।

১৮। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি'র যোগদান।

১৯। বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাস আয়োজিত ইউ কে টি আই/ডিএফআইডি'র ট্রেড ডেভেলপমেন্ট মিশন প্রধানের বাংলাদেশ সফররত উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

২০। বিএফটিআই'র পরিচালনা পর্ষদের ৪৪তম সভায় ডিসিসিআই'র সভাপতি'র যোগদান।

২১। বিএফটিআই'র ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিসিসিআই'র সভাপতি'র যোগদান।

২২। বিএফটিআই'র বিশেষ সাধারণ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

২৩। এমসিসিআই আয়োজিত "উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণঃ পাবলিক-প্রাইভেট ডালয়ালগ"-এ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর যোগদান।

২৪। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ এফসিসিআই'র মেম্বারশীপ অ্যান্ড লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স বিশেষ কমিটির ৩য় সভায় যোগদান করেন।

২৫। ডিসিসিআই সভাপতি'র বিয়াক-এর ২৩তম কাউন্সিল সভায় যোগদান।

২৬। চীনের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব কং ইয়ানইউ-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

5. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended a MoU signing Ceremony between BUILD and University of Dhaka at DU.
6. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended a Luncheon Meeting of AmCham at Westin Hotel, Dhaka.
7. DCCI President Mr. Hossain Khaled met Chairman of RAJUK at his Office.
8. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended as Panel Speaker in Bangladesh Investment Policy & Summit 2016 at Radisson Blu Hotel.
9. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 2nd meeting of Standing Committee on Customs, VAT, Taxation, NBR Related Issues - 2016
10. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended the 127th Board meeting of BSCCL at Post & Telecommunication Ministry, Bangladesh Secretariat.
11. DCCI President Mr. Hossain Khaled met UKTI team at Silver Room, Westin Hotel.
12. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended a Press Conference on Bangladesh Youth Fest organized by Bangladesh Brand Forum at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
13. DCCI's Board of Directors led by President Mr. Hossain Khaled called on Hon'ble President of Bangladesh Mr. Md. Abdul Hamid at Bangabhaban.
14. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 37th Anniversary of the victory of the Islamic Revolution in Iran at La Vita Hall, Lakeshore Hotel.
15. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Entrepreneurs' Organization (EO) Bangladesh Chapter Launching ceremony at the Ballroom, Westin Hotel.
16. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Luncheon Meeting of FICCI organized by Foreign Investment Chamber of Commerce & Industry at Ball Room-1, Westin Hotel.
17. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended a meeting on the issues of Bangladesh's Prime Minister's visit to Japan & Japanese PM's visit to Bangladesh.
18. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Meeting on the issue of Bangladesh's Prime Minister's visit to China at Prime Minister Office.
19. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended welcome reception of visiting UKTI/DFID Trade & Development Mission at British High Commissioner's Residence.
20. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 44th BFTI Board meeting at Conference Room, BFTI.
21. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 2nd Annual General Meeting (AGM) of BFTI at BFTI.
22. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of BFTI at BFTI.
23. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended the seminar on Sub-Regional Public-Private Dialogue on Promoting Regional Trade organized by MCCI at MCCI Conference Room.
24. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended 3rd meeting on FBCCI Special Committee on Membership and Legal Affairs at FBCCI Conference Room.
25. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended the 23rd Council meeting of BIAC at BIAC Office.
26. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended a Luncheon meeting arranged in honor of H.E. Mr. Kong Xuanyou, Assistant Foreign Minister, MoFA, China at State Guest House, Padma.

২৭। বিএসসিসিএল-এর ১৩১ তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি'র যোগদান।

২৮। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ইন্সটিটিউশন্যাল রেগুলেটরি ও কো-অর্ডিনেশ ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়ন এবং এসএমই পরিসংখ্যান" বিষয়ক ৪র্থ স্টেকহোল্ডার সভায় যোগদান করেন।

২৯। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ফিকি আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

৩০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদ সাক্ষাৎ করেন।

৩১। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্ট-২০১৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৩২। বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সোসাইটি ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন।

৩৩। সুপার ষ্টার গ্রুপ লিমিটেড-এর বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

৩৪। বেসিস আয়োজিত "বিজটেক বিটুবি কনফারেন্স"-এর বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

৩৫। আইসিসি-বাংলাদেশ-এর ৬৫তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

৩৬। ডিসিসিআই সভাপতি'র চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত সিআইএফ "টিআইএফ" শীর্ষক সম্মেলনে যোগদান।

৩৭। বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের বিদায়ী হাইকমিশনার সুজা আলম-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশ ভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

৩৮। ডিসিসিআই সভাপতি বিএসসিসিএল-এর ২৬তম অডিট কমিটির সভায় যোগদান।

৩৯। আইসিসি-বাংলাদেশ-এর ৬৬তম নির্বাহী কমিটির সভায় ডিসিসিআই সভাপতি'র যোগদান।

৪০। ডিসিসিআই সভাপতি'র ফিকি'র মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান।

৪১। ডিসিসিআই সভাপতি'র বিএসসিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের ১২৮তম সভায় যোগদান।

৪২। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত পিয়ারে মায়াদুন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র সাক্ষাৎ।

৪৩। ডিসিসিআই সভাপতি'র সাথে বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের নবনিযুক্ত ইকোনোমিক ও কমার্শিয়াল কর্মকর্তা জনাব এডওয়ার্দো গার্সিয়ার সাক্ষাৎ।

৪৪। বিএসসিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৩৫তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

৪৫। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র শ্রীলংকা ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল অ্যান্ড সিঙ্গেল ওয়েন্ডো বেষ্ট প্যাক্টিস ফোরাম-এ যোগাদন।

৪৬। শুলশানের হলি আর্টিজান রেষ্টুরেন্টে জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণে এমসিসিআই আয়োজিত স্মরণ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

৪৭। বিএসসিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৩৬তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

27. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 131st meeting of Board of Directors BSCCL at Post & Telecommunication Ministry, BD Secretaria.
28. DCCI Acting President K. Atique-E-Rabbani, FCA attended 4th Stakeholders' Consultation meeting on improving "Institutional, Regulatory and Coordination Framework, and SME Statistics at Conference Room, MoI.
29. DCCI Acting President K. Atique-E-Rabbani, FCA attended Luncheon meeting of FICCI at Ball Room-3, The Westin Hotel.
30. DCCI President Mr. Hossain Khaled and members of the board called on Mr. Abul Maal Abdul Muhith, Hon'ble Minister, Ministry of Finance at Bangladesh Secretariat.
31. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended Grand Finale of Bangladesh Youth Fest 2016 at North South University Auditorium.
32. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended the World Telecommunication and Information Society Day as Key note presenter organized by ITC Ministry at BICC.
33. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended the Annual Business Conference of Super Star Group Limited (SSG) at BICC.
34. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended the BizTech B2B Conference (Roundtable on Finance & banking Sector) as panelist organized by BASIS at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
35. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 65th Meeting of ICC Bangladesh at Transcom Ltd, Gulshan Tower.
36. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended the CIFTIF organized by ITC in Beijing, China.
37. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Farwell reception to H. E. Mr. Shuja Alam, High Commissioner of Pakistan, Bangladesh organized by Ministry of Foreign Affairs Bangladesh at State Guest House, Padma.
38. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 26th Audit Committee meeting BSCCL at BSCCL Office.
39. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 66th meeting of the Executive Board of ICC Bangladesh at ICC Bangladesh Office.
40. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Luncheon Meeting of FICCI at Ball Room-3, Westin Hotel.
41. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 128th meeting of BSCCL Board of Directors at Post & Telecommunication Ministry, BD Secretariat.
42. DCCI President Mr. Hossain Khaled met His Excellency, Mr. Pierre Mayaudon, Ambassador & Head of EU Delegation at European Union Office.
43. DCCI President Mr. Hossain Khaled met Mr. Eduardo Garcia, New Economic & Commercial Officer U.S Embassy of Bangladesh at US Embassy.
44. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 135th BSCCL Board meeting at Conference Room, Post & Telecommunication Ministry.
45. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Sri Lanka National Trade Portal and Single Window Best Practices Forum at Colombo, Sri Lanka.
46. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended a meeting organized in memory of those who lost their lives in Gulshan attack hosted by MCCI at Grand Ball Room, Radisson Blu Water Garden Hotel.
47. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 136th BSCCL Board meeting at Conference Room, Post & Telecommunication Ministry.

৪৮। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত "৬ষ্ঠ ক্রিয়েটিভ কমিউনিশেকশন" বিষয়ক সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি'র যোগদান।

৪৯। ডিসিসিআই সভাপতি'র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন" কমিটি-এর সভায় যোগদান।

৫০। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ই-ব্যাংকিং-এর ভূমিকা" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৫১। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর চ্যানেল আইতে সাক্ষাৎকার প্রদান।

৫২। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ দৈনিক ডেইলি স্টার আয়োজিত "বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কঃ দুদেশের অর্থনৈতিক যোগাযোগ" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান।

৫৩। ডিসিসিআই সভাপতি'র বিয়াক-এর ২৪তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় যোগদান।

৫৪। আইসিসি-বাংলাদেশ-এর নির্বাহী কমিটির ৬৭তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি'র যোগদান।

ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১। বাংলাদেশস্থ কোরিয়া দূতাবাস এবং বেসিস যৌথভাবে আয়োজিত "তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর যোগদান।

২। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর যোগদান।

৩। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৪। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ "বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পলিসি সামিট-২০১৬" শীর্ষক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

৫। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বাণিজ্য সম্প্রসারণ" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই পরিচালক আসিফ এ চৌধুরী যোগদান করেন।

৬। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ৫ম সভায় যোগদান করেন।

৭। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ৫ম ডেনিম জিন্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৮। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ২৪তম ইউএস ট্রেড শো উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৯। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ২৪তম ইউএস ট্রেড শো'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১০। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ২৪তম ইউএস ট্রেড-শো উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

১১। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশ ব্যাংক ও সাউথইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশ মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়া এন্টারপ্রাইজ" বিষয়ক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

১২। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরাম আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৩। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম কর্তৃক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্টে যোগদান করেন।

48. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended as Special Guest at the Excellence in Creative Communication organized by Bangladesh Brand Forum at Ballroom, Hotel Le Meridian.
49. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Private Sector Development Policy Co-ordination Committee (PSDPCC) at PMO.
50. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended the seminar on The role of e-banking subscribers organized by CPTU at NEC Auditorium, Ministry of Planning.
51. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid gave an Interview at Channel I at its Studio.
52. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended Roundtable on Bangladesh - China Relations: Connecting the two economies at Azimur Rahman Hall, The Daily Star Office.
53. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 24th Board meeting of BIAC at BIAC Office.
54. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended 67th Executive Board Meeting of ICC Bangladesh at ICC Bangladesh.

Meeting attended by Board of Director

1. DCCI Vice President, K. Atique-E-Rabbani, FCA attended a seminar on "Strengthening Partnership through ICT" jointly organize by ICT Division, Embassy of Korea in Dhaka and BASIS.
2. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the DITF Closing Ceremony at DITF Premises, Shere-E-Bangla Nagar, Dhaka.
3. Board of Directors attended Inauguration Ceremony of Dhaka International Trade Fair-2016, at BICC.
4. DCCI Board of Directors attended the Bangladesh Investment & Policy Summit 2016 at Radisson Blu Dhaka Water Garden Hotel.
5. Mr. Asif A Chowdhury, Director, DCCI attended meeting on the issues of Business Potentials with Latin American Countries Conference Room, Ministry of Foreign Affairs, Govt. of Bangladesh.
6. Mr. A K D Khair Mohammad Khan, Director, DCCI attended 5th meeting on Disaster Management of Dhaka North City Corporation Nascent Gardenia 27 Park Road, Baridhara.
7. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the Opening Ceremony of the 5th Edition of Denimjeans.com as Special Guest at Radisson Blu, Dhaka.
8. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the 24th Annual U.S Trade Show organized by US Embassy at Balcony Room, Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
9. Mr. Humayun Rashid, Senior President Vice, DCCI attended the Opening Ceremony of the US Trade Show -2016 organize by AmCham at Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
10. Mr. Humayun Rashid, Senior President Vice, DCCI attended the Welcome Dinner for the U.S. trade Show-2016 organized by AmCham at Balcony Room, Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
11. Mr. Humayun Rashid, Senior President Vice, DCCI attended the Conference on Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bangladesh: Sharing Asian Experiences (As Special Guest) organize by Bangladesh Bank at Southeast University Campus, Dhaka.
12. Mr. Humayun Rashid, Senior President Vice, DCCI attended the event on Celebration of Women's Day organized by Bangladesh Brand Forum.
13. Mr. Humayun Rashid, Senior President Vice, DCCI attended the programme on Bangladesh Youth fest organize by Bangladesh Brad Forum at Khulna University of Engineering & Technology.

১৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এসএমই ফাউন্ডেশন-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

১৫। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি ডে-২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৬। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ইস্যুস্ অ্যান্ড ন্যাশনাল প্রডাক্টেভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০১৫" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৭। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ বাংলাদেশের সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ জার্মান দূতাবাসের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৯। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ ডেনমার্ক দূতাবাসের কমার্শিয়াল কনস্যুলর-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২০। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এবং পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ইডুটিউব-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২১। এমসিসিআই আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনা ২০১৬-১৭ বিষয়ক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ যোগদান করেন।

২২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এসবিসিসিআই-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৩। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ বেসিস আয়োজিত এনটিএফ-থ্রি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ইন্সটিটিউশন্যাল রেগুলেটরি ও কো-অর্ডিনেশন ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়ন এবং এসএমই পরিসংখ্যান" বিষয়ক ৪র্থ স্টেকহোল্ডার সভায় যোগদান করেন।

২৫। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ফরেন চেম্বার আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

২৬। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটির ৫ম সভায় যোগদান করেন।

২৭। ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার আব্দুল মোক্তাদির ইউনিসেফ আয়োজিত বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাতে শিশু শ্রম বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন "সপ্তম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনাঃ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগনের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৯। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৩০। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

৩১। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৩২। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এমসিসিআই আয়োজিত শুলশানের হলি আর্টিজান রেষ্টুরেন্টে জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণে এমসিসিআই আয়োজিত স্মরণ সভায় যোগদান করেন।

14. DCCI Vice President K. Atique-E-Rabbani, FCA attended the SME Foundation AGM at CIRDAP International Conference Center, Ramna, Dhaka.
15. Mr. Riyadh Hossain, Director, DCCI attended meeting on the issues Intellectual Property Day-2016 at DPDTO Office-705, Ministry of Commerce, GoB.
16. DCCI Vice President K. Atique-E-Rabbani, FCA attended National Productivity & Quality Excellence Award 2015 at Conference room, Ministry of Industries, GoB.
17. K. Atique-E-Rabbani, Vice President, DCCI attended the event on ICC Dialogue on Sustainable Development Goals: Challenges for Bangladesh at Surma Hall, Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
18. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with Charge d Affairs of German Embassy at German Embassy.
19. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with Commercial Counsellor of Danish Embassy at Danish Embassy.
20. K. Atique-E-Rabbani, Vice President, DCCI and Mr. A K D Khair Mohammad Khan, Director, DCCI attended the Inauguration Ceremony of "edutubebd" at Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
21. K. Atique-E-Rabbani, Vice President, DCCI attended the 2nd quarterly luncheon meeting and pre-budget 2016-17 discussion organize by MCCI at Conference Room, MCCI.
22. K. Atique-E-Rabbani, Vice President, DCCI attended the Launching meeting of SBCCI at Sky Ballroom of the Le Meridien Hotel, Dhaka.
23. K. Atique-E-Rabbani, Vice President, DCCI attended the meeting with delegation from NTF III at BASIS Office.
24. K. Atique-E-Rabbani, Vice President, DCCI attended the 4th Stakeholders' Consultation meeting on improving "Institutional, Regulatory and Coordination Framework, and SME Statistics at Conference Room, Ministry of Industries, GoB.
25. K. Atique-E-Rabbani, Vice President, DCCI attended the Luncheon Meeting of FICCI at Ball Room-3, The Westin Hotel.
26. Mr. Humayun Rashid, Senior President Vice, DCCI attended the 5th Meeting of Trade Assistant Advisory Committee at Conference Room, Ministry of Commerce, GoB.
27. Khandakar Abdul Muktadir, Director, DCCI attended Launch of UNICEF's Children's Rights and the Garment Industry in Bangladesh Initiative at Amari Dhaka Hotel.
28. Mr. Riyadh Hossain, Director, DCCI attended the Seminar on 7th Five Year Plan: Accelerating Growth, Empowering Citizens Through organized by ITC at Media Bazaar, BICC, Dhaka.
29. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with the Ambassador of Norway at Norway Embassy.
30. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended the meeting with Chinese Delegation at DCCI.
31. Mr. Riyadh Hossain, Director, DCCI attended the Digital World Sub Committee meeting at BCC Bhaban, Agargaon.
32. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President and K. Atique-E Rabbani, Vice President, DCCI attended the meeting organized in memory of those who lost their lives on July 1st organized by MCCI at Grand Ball Room, Radisson Blu Water Garden Hotel.

৩৩। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বাণিজ্য সম্ভাবনা বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদান করেন।

৩৪। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

৩৫। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের কমার্শিয়াল কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৩৬। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাস সিনিয়র ইকোনোমিক এ্যাডভাইজর মিসেস মুন্নুজান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৩৭। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ এফবিসিসিআই আয়োজিত "বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সেমিনারঃ বাণিজ্য ও ই-কমার্সের সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

৩৮। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ পিকেএসএফ আয়োজিত "বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নঃ অগ্রগতি ও সম্ভাবনা" সেমিনারে যোগদান করেন।

৩৯। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত "জাতীয় রপ্তানি ট্রফিঃ ২০১৩-১৪" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪০। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ জার্মান দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স-এর সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

৪১। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ "চীনে রপ্তানির কৌশল" শীর্ষক ট্রেনিং কোর্সে যোগদান করেন।

৪২। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ ডেনমার্ক দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

৪৩। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ই-কমার্স বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এমসিসিআই আয়োজিত "এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারিখাতের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

৪৫। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

৪৬। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ বিল্ড আয়োজিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৪৭। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ৬ষ্ঠ ডেনিম জিন্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৪৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সেলিম আখতার খান এগ্রো প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল-এর ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

৪৯। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ-এর সাথে বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের কমার্শিয়াল কর্মকর্তার বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৫০। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ "উৎসববিডি"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৫১। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাস সিনিয়র ইকোনোমিক এ্যাডভাইজর মিসেস মুন্নুজান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৫২। ঢাকা চেম্বার এবং নরডিক চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশঃ শিল্পখাতে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়নে সুযোগ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের যোগদান।

৫৩। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ "বাংলাদেশ ও চীনঃ দ্বিপাক্ষিক ও বহুমাত্রিক সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

33. Mr. Asif A Chowdhury, Director, DCCI attended the meeting of Inter Ministerial on Latin American Countries at Ministry of Foreign Affairs, BD.
34. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with Turkish Ambassador at Embassy of Turkey.
35. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with Commercial Officer of US Embassy in Bangladesh at US Embassy.
36. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with Ms. Monnujan, Sr. Economic Advisor, Netherland Embassy at Netherland Embassy.
37. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the Bangladesh-Thailand Investment Seminar : Exploring Opportunities for Business and E-Commerce organized by FBCCI at La Vita Hall, Lake Shore Hotel, Gulshan-2, Dhaka.
38. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the Seminar on "SDG Implementation in Bangladesh : Progress and Future Plan" at PKSF Auditorium.
39. Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI attended the meeting on the issues of National Export Trophy 2013-14 at Conference Room, Ministry of Commerce, GoB.
40. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with Charge d Affairs of German Embassy at German Embassy.
41. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended at the training on "How to Export to China" at DCCI Auditorium.
42. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with Commercial Counsellor of Danish Embassy at Danish Embassy.
43. Mr. Riyadh Hossain, Director attended the meeting on E-Commerce at Ministry of Commerce, GoB.
44. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended the Dialogue on Role of Private Sector in SDG Implementation organized by MCCI at MCCI Auditorium.
45. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with Turkish Ambassador at Turkey Embassy.
46. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended the meeting of BUILD Working Committee on Private Sector Development Policy Co-ordination at Bangladesh Bank.
47. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended the Opening Ceremony of Sixth edition of Denimsandjeans.com Bangladesh show (As Special Guest) at Grand Ballroom in Hotel Radisson Blu, Dhaka.
48. Mr. Salim Akhter Khan, Director, DCCI attended the 5th Annual General meeting (AGM) of Agro Products Business Promotion Council (APBPC) at Conference Room of Business Promotion Council.
49. Mr. S. Rumi Saifullah & Director, DCCI attended the meeting with Commercial Officer of USA Embassy in Bangladesh at USA Embassy.
50. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended the Utshobbd Launching Ceremony as Special Guest at Spectra Convention Centre, Dhaka.
51. Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the meeting with Ms. Monnujan, Sr. Economic Advisor, Netherland Embassy at Netherland Embassy.
52. Board of Director, DCCI attended the Seminar on "Bangladesh- A Great for Energy Efficient Industry" jointly organized by DCCI & NCC at Hotel Six Season, Dhaka.
53. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI attended the Seminar on Bangladesh and China: Bilateral and Multilateral Cooperation organized by BCCCI at CIRDAP. Auditorium.

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)

ব্যবসায়ী সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেম্বার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিবছর সমঝোতা চুক্তি (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করে থাকে। গত বছর চেম্বারের দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার সাথে ইতোমধ্যে ডিসিসিআই এর স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকসমূহ পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি, ফলে ঐ সকল দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর আরো ৪টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নিচে এ সকল চুক্তিসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হলোঃ

১। ঢাকা চেম্বার এবং একাডেমি অফ কমার্স অফ ইউনান প্রদেশ (এসিওয়াইপি)-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

২। ডিসিসিআই এবং সাইউ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওন্যাল কো-অপারেশন-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বেইজিং সাব কাউন্সিল-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

৪। ডিসিসিআই এবং চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রামোশনাল অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের বিদেশ গমন

২০১৬ সালে ডিসিসিআই বেশ কিছু বাণিজ্যিক দলের বিদেশ সফরে নেতৃত্ব দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যে প্রতিনিধি দলের তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ভারতের কালকাতায় অনুষ্ঠিত "গ্লোবাল বিজনেস সামিট"-এ যোগদান করেন।

২। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইটি কর্তৃক চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত সিআইএফটিআইএফ বিষয়ক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

৩। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো-২০১৬"-তে যোগদান করেন।

৪। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত "শ্রীলংকান ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল অ্যান্ড সিঙ্গেল ওয়েন্ডো বেস্ট প্যাকটিস ফোরাম"-এ যোগদান করেন।

৫। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত "৫ম জয়েন্ট ইকোনোমিক কমিশন"-এর সভায় যোগদান করেন।

৬। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ মরক্কোর রাজধানী ক্যাসাব্ল্যাঙ্কাতে অনুষ্ঠিত "টিপিও নেটওয়ার্ক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অ্যান্ড এ্যাওয়ার্ডস" শীর্ষক অনুষ্ঠনে যোগদান করেন।

৭। ডিসসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে হাঙ্গেরী সফর করেন।

৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ক্ল্যাং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার-এ যোগদান করেন।

জাতীয় নীতিমালা ও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা

জাতীয় নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বেসরকারিখাতের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের নিকট গঠনমূলক মতামত/সুপারিশমালা প্রেরণ ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের অন্যতম একটি অংশ। ডিসিসিআই জাতীয় বাজেট ২০১৬-২০১৭ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য বেশ কিছু সুপারিশমালা এনবিআর এ প্রেরণ করে। এ ছাড়াও বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডিসিসিআই সুপারিশমালা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করেছে যার তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। রপ্তানি নীতি ২০১৫-১৮-উপর সুপারিশ প্রেরণ।

২। আমদানি নীতি ২০১৫-১৬-এর উপর সুপারিশ প্রেরণ।

৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় সিএসআর নীতি প্রণয়নে সুপারিশ প্রেরণ।

৪। আধুনিক ও শিল্পবান্ধব "শিল্প নীতি ২০১০" প্রণয়নে সুপারশ প্রেরণ।

৫। "বাংলাদেশ চিনি (রাস্তাঘাট উন্নয়ন উপকর) আইন-২০১৫"-এর খসড়া নীতি অনুমোদনে সুপারিশ প্রেরণ।

৬। খসড়া টেক্সটাইল আইন-২০১৬-তে সুপারশ প্রেরণ।

DCCI MOU in 2016

DCCI signs MoUs with various national and international organizations including Chambers, Public & Private Trade Promotion Organizations for sharing collaboration in order to benefiting the business and economy as a whole. DCCI signed 4 MOUs in 2016 with different national and international organizations. The list of singed MoUs between Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Counter Party are noted below:

1. DCCI and Academy of Commerce of Yunnan Province (ACYP)
2. DCCI and South Asian Association for Regional Cooperation (SARCO)
3. DCCI and China Council for the Promotion of International Trade Beijing Sub-Council
4. DCCI and China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

DCCI Trade Delegation to Abroad

In 2016 several business delegations from DCCI visited foreign Trade Bodies. Some of the important delegations are mentioned below:

1. DCCI Acting President Mr. Humayun Rashid attended Bengal Global Business Summit, Kolkata, India as an entourage of Hon'ble Commerce Minister Mr. Tofail Ahmed.
2. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended the CIFTIF organized by ITC in Beijing, China.
3. DCCI President Mr. Hossain Khaled and Senior Vice President Mr. Humayun Rashid attended "Bangladesh Trade and Investment Expo 2016" at Bankok, Thailand.
4. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Sri Lanka National Trade Portal and Single Window Best Practices Forum at Colombo, Sri Lanka.
5. DCCI Senior Vice President Mr. Humayun Rashid attended 5th Joint Economic Commission meeting at Colombo, Sri Lanka.
6. DCCI Vice President Mr. K. Atique-E-Rabbani, Vice President attended TPO Network World Conference and Awards organized by ITC at Marrakech, Morocco.
7. DCCI President Mr. Hossain Khaled attended Hon'ble Prime Minister BD Entourage at Hungery.
8. DCCI Director Mr. Asif A Chowdhury and along with BoDs attended Klang Fair, Malaysia.

DCCI's Comments/Recommendations on several National Policies/Issues

One of the major functions of DCCI is to send comments/recommendations/suggestions to the Government on behalf of its constituencies to incorporate in the national policies and important national issues. DCCI sent proposals to NBR for inclusion in the National Budget 2016-17. The Chamber has also forwarded comments on various national and international issues. These are listed below:

1. DCCI comment on Export Policy 2015-2018
2. DCCI Comment on Import Policy 2015-2018
3. DCCI Comment on formulating National CSR policy by MoF
4. DCCI Comment on Industrial Policy 2010 to make it modernized and investment friendly.
5. "বাংলাদেশ চিনি (রাস্তাঘাট উন্নয়ন উপকর) আইন-২০১৫" এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন
6. DCCI Comment on Draft Textile Law 2016

২০১৬ সালে প্রকাশনা সমূহ

ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলো ঃ

Introducing DCCI-2016
Tax Guide 2016-17
DCCI Monthly Review
Brochures for DCCI Trade Delegation to abroad
Annual Report-2016.

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই এর ২৩ টি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিটিতে একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৬ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৬৭ টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহবায়ক ও সহ-আহবায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ রিপোর্ট এর আলাদা এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং সহ-আহবায়কগণকে বছরব্যাপি তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসিসিআইতে এ বছর আটটি (৮)টি বোর্ড সভা ও একটি (১)টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৬ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল। এ বছর ডিসিসিআই'র সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের উত্তারাঞ্চলের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এবছর ডিসিসিআই নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, লালমনিরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদের কাছে শীত বস্ত্র হস্তান্তর করে। এছাড়া ঢাকা ও এর আশেপাশের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের জন্য আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর সমিতি (ঢাকা সমিতি), ঢাকা শিল্পনগরী শিল্প মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, মেসবাহউল উম্মা এবং ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর প্রতিনিধিদের নিকটও শীত বস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে।

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানি, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ২০১৬ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৫২৮ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৩৫ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পূনরুদ্ধার করেছেন এবং ২৮৮৫ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার হিসাব

আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরতে চাই। এ বার্ষিক রিপোর্টে অর্ন্তভূক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,২০,৩৮,১৩৮ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১২,৫১,৫০,২৪০ টাকা, অর্থ্যাৎ ২০১৬ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৬৮,৮৭,৮৯৮ টাকা বা ২১.৪৮%। এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৬ সালে মোট খরচ হয়েছে ৭,১৮,৮০,৪৪৯ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৬,১৯,৩২,১৯৮ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৯,৪৮,২৫১ টাকা বা ১৬.০৬%। ফলতঃ ২০১৬ সালে ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে ৮,০১,৫৭,৬৮৯ টাকা, যা পূববর্তী বছরে ছিল ৬,৩২,১৮,০৪২ টাকা অর্থাৎ ব্যয়াতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৬৯,৩৯,৬৪৭ টাকা বা ২৬.৮০%।

Publications in the year 2016

Research and Development Department of DCCI in cooperation with Public Relation Department of DCCI has prepared the following Publications in 2016.

Introducing DCCI-2016
Tax Guide 2016-17
DCCI Monthly Review
Brochures for DCCI Trade Delegation to abroad
Annual Report-2016.

Standing Committee activities and Board Meetings

A total of Twenty Three (23) Standing Committees, each headed by a Director who acted as 'Coordinating Director' of the committee worked throughout the year. In the year 2016 about 67 meetings of these Standing Committees were recorded, where lots of important suggestions and recommendations came out. A meeting with the newly assigned convener and co-conveners of all the Standing Committees of DCCI was also held. The detailed of the activities of the Standing Committees have been included in a separate chapter of this annual report. I would like to take the privilege to thank all Coordinating Directors, Conveners, Co-Conveners of all the Standing Committees for their whole–hearted cooperation and efforts throughout the year.

A total of eight (08) Board Meetings and One (01) emergency meetings of the Board of Directors, DCCI were held to discuss managerial & financial issues along with suggesting policy issues to run the Chamber efficiently. It also helped to take administrative decisions to streamline disciplinary activities of the Chamber.

Social Welfare Activities

During the year 2016 DCCI has carried out various social welfare activities. As a part of its CSR activities, DCCI handed over blanket to the representatives of Nilphamari Chamber of Commerce and Industry, Dinajpur Chamber of Commerce and Industry, Kurigram Chamber of Commerce and Industry, Rangpur Chamber of Commerce and Industry, Chapai Nawabganj Chamber of Commerce and Industry, Lalmonirhat Chamber of Commerce and Industry for cold wave stricken distressed people of North Bengal and Jamalpur District. DCCI has also distributed warm clothes to the Anjuman Mufidul Islam, Dhaka Mahanagari Samity (Dhaka Samity), Dhaka Shilpo Nagori Shilpo Malik Bahomukhi Samobai Samity Ltd., Misbahul Ummah Trust and DCCI Foundation to distribute these to the distressed people living in Dhaka and its surrounding.

Membership Enrollment

DCCI has been supported by a large number of members engaged in business in the area of export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate and SMEs. During the year, 528 new members were enrolled, 135 companies revived their membership and 2885 members have renewed their membership during 2016 which shows a significant increase in membership of the Chamber.

DCCI Accounts

Before concluding my speech, I would like to highlight some salient features of the financial position of the Chamber. It appears from the Auditors' Report of the Chamber as incorporated in this Annual Report that the income of the Chamber of this year (2016) is Taka 15,20,38,138 as against Tk. 12,51,50,240 in the previous year (2016) leading to an increase of Tk. 2,68,87,898 i.e., 21.48 percent. The income has accrued from membership subscription, building rent, interest and other sources. On the other hand, total expenditure during the year 2016 stands at Tk. 7,18,80,449 as against Tk. 6,19,32,198 in the previous year (2015) resulting in a increased of Tk. 99,48,251 i.e., 16.06 percent. Thus excess of income over expenditure during the year 2016 is Tk. 8,01,57,689 which was Tk. 6,32,18,042 in the previous year leading to an increase of Tk. 1,69,39,647 i.e., 26.80 percent.

চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূববর্তী বছরের ৪৯,৪১,৫৮,৬০৬ টাকা থেকে ৬,৭৩,০৩,৪৯৩ টাকা অর্থাৎ ১৩.৬২% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৫৬,১৪,৬২,০৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৬ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

দেশের একমাত্র আইএসও সনদপ্রাপ্ত চেম্বার হিসেবে দেশে ও বিদেশে ঢাকা চেম্বার তার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সর্বোপরি দেশের ব্যবসায়ী সমাজের জন্য উন্নত সেবার মান অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। এখন, দেশে ও বিদেশে ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশের সবচেয়ে গতিশীল ও স্বনামধন্য চেম্বার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমি আশা করি চেম্বার ভবিষ্যতেও তার এ সুনাম ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

২০১৬ সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এ বছর আমরা সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তথাপি, ডিসিসিআই'র কর্মকাণ্ডে বেসরকারিখাতের উন্নয়নের দিকটিকে আমি বেশি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি।

আমি আমার পূর্বসূরীদের নিকট থেকে চেম্বারকে গতিশীল ও কার্যকর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছি। আমার মেয়াদকালে অনেক অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণের মাধ্যমে আমরা বিশ্ব আঙ্গিনায় ঢাকা চেম্বারের ইমেজকে সুদৃঢ় করতে পেরেছি।

আজ ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে আমার শেষ কার্যদিবস। আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই যে, ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের সাথে আমার সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা সব সময় অব্যাহত থাকবে এবং বেসরকারীখাতের উন্নয়নের জন্য আমি সবসময় সচেষ্ট থাকব। আমার মেয়াদে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে যতটুকু অবদান রাখতে পেরেছি, সে কৃতিত্ব আপনাদের সকলের।

আমি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করছেন। এবছর চেম্বার সচিবালয় থেকে আমি সর্বাত্নক সহযোগিতা পেয়েছি যার স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন।

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদ কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যারা ২০১৭ সালে চেম্বারের আরো সাফল্যের জন্য আমার চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। আমি আমার পূর্বসূরীগণকে এবং উত্তরসূরীগণকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি চেম্বারের উত্তরোত্তর উন্নয়নের প্রয়োজনে যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানে আবারো আমার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আমি আপনাদের সকলকে ধৈর্য্যের সাথে আমার বক্তৃতা শোনার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

হোসেন খালেদ
সভাপতি, ডিসিসিআই।

ডিসেম্বর ২২, ২০১৬ইং।

The overall savings of the Chamber during the year in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 56,14,62,099 from Tk. 49,41,58,606 in the previous year reflecting an increase of Tk. 6,73,03,493 or 13.62 percent. It is evident from the above statistics that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2016.

Respected Members,

As a first ISO Certified Chamber of the country, DCCI maintains its high quality of services to its esteemed members as well as business community both at home and abroad. Today, the Chamber has been recognized as one of the most active and reputed trade organizations both in national and international arena. The Chamber would like to maintain the same standard in future also which will not be possible without your whole-hearted support and cooperation.

Distinguished Members,

DCCI has marked a vibrant and successful year. We have undertaken and align our course of actions to ensure greater interest of inclusive private sector development

Today it is my last day as the President of DCCI. I would like to promise that I will always remain in touch with the Chamber and engage my effort for the continuous development of DCCI in the years to come.

I also acknowledge with thank the relentless effort, sincerity, credential of all officials of the Secretariat in performing their duties to uphold the image of the Chamber in home and abroad.

Before concluding my speech, I want to congratulate the newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI who, i believe, will work harder and bring more value in 2017 to glorify and elevate the DCCI into new height.

I would like to extend my heartfelt thanks to all of my predecessors and successors once again and pledge to render any support required for the restless development journey of DCCI and make it the torch bearer of business community.

Before wrapping up, i would reiterate the DCCI's maxim: the Best of Bangladesh is Business our spirit to march forward. To uphold this, we would appreciate much the cooperation from the honorable members of DCCI.

I thank you all once again for your presence to grace this occasion.

Allah Hafez

Hossain Khaled
President, DCCI

Date: 22/12/2016

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ইং (২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বাংলা), শনিবার বিকাল ০৩ঃ০০ ঘটিকায়, ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা চেম্বার ভবন, (৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০)-এ অনুষ্ঠিত হয়।

৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন
২।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	মেসার্স আহমেদ খান অ্যান্ড কোং
৩।	মিসেস লিলি হক	-	মেসার্স চয়ন প্রকাশন
৪।	জনাব সাধন চন্দ্র দাস	-	মেসার্স মিশু ট্রেডার্স
৫।	জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম	-	মেসার্স হসপিটাল ফিজিশিয়ান নিউজ নেটওয়ার্ক
৬।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহবুবা খন্দকার
৭।	ক্যাপ্ট. মোঃ নুরুল হক (অবঃ)	-	মেসার্স শেল্টার কনস্ট্রাকশনস লিঃ
৮।	জনাব খুরশেদ আলী মোল্লা	-	মেসার্স আলী ব্রাদার্স
৯।	জনাব এম আনওয়ারুল হক	-	মেসার্স টিপারা আয়রন অ্যান্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
১০।	জনাব এ কে মোঃ শামসুদ্দিন	-	মেসার্স ওয়ারেস কর্পোরেশন লিমিটেড
১১।	জনাব এম এ বাতেন	-	মেসার্স সি এন আর ফ্যাশন
১২।	জনাব এম এ হামিদ	-	মেসার্স দিগন্ত এডভারটাইজিং
১৩।	জনাব এম আবু হোরায়রাহ্	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
১৪।	জনাব আলমগীর হোসেন	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল বুক এজেন্সিস লিঃ
১৫।	জনাব মোঃ রমজান আলী	-	মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার
১৬।	জনাব রমিজউদ্দিন ফকির	-	মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সী
১৭।	জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন	-	মেসার্স রিভারি পাওয়ার অ্যান্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
১৮।	জনাব এস এম আরিফুল ইসলাম	-	মেসার্স শেখ ফ্যাশন
১৯।	জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	-	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
২০।	মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
২১।	জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ	-	মেসার্স মারসাল ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
২২।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ভাসটেক লিঃ
২৩।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
২৪।	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	-	মেসার্স আজাদ স্প্রিং কোং
২৫।	জনাব সাইদুর রহমান	-	মেসার্স ইয়ন এনিমেল হেলথ প্রোডাক্টস লিঃ
২৬।	জনাব আব্দুল হক, এফসিএ	-	মেসার্স এ হোসেন এন্ড কোং
২৭।	জনাব মোঃ শাহীন হোসেন	-	মেসার্স ট্রাম্প ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
২৮।	জনাব তাওহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিঃ
২৯।	জনাব আল মামুন কবির	-	মেসার্স আনোয়ার ইন্টিগ্রেটেড স্টীল প্ল্যান্ট লিঃ
৩০।	জনাব মোঃ সাখায়েত উল্লাহ	-	মেসার্স রিলায়েবল কর্পোরেশন

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৩১।	জনাব এম এ মোমেন	-	মেসার্স টোকা ইংক (বাংলাদেশ) লিঃ
৩২।	মিসেস নাসরিন আনোয়ার চৌধুরী	-	মেসার্স মাহমুদা হ্যান্ডিক্র্যাফ্টস
৩৩।	জনাব মোঃ ওমর গনি	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট শীট লিঃ
৩৪।	জনাব আসিফ এ চৌধুরী	-	মেসার্স আলম ইন্টারন্যাশনাল টি.সি. (বিডি) লিঃ
৩৫।	জনাব আবুল হোসেন	-	মেসার্স ফজিলা কর্পোরেশন
৩৬।	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস
৩৭।	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	-	মেসার্স এস এস শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ
৩৮।	জনাব সেলিম আখতার খান	-	মেসার্স এসেট ডেভেলপমেন্টস এন্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
৩৯।	জনাব হুমায়ুন রশিদ	-	মেসার্স এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড
৪০।	জনাব আফতাব-উল ইসলাম	-	মেসার্স আইওই (বাংলাদেশ) লিমিটেড
৪১।	জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্	-	মেসার্স রেমফ্রি অ্যান্ড সন লিমিটেড
৪২।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউএইজ এ্যাপারেল্স লিমিটেড
৩৩।	জনাব হোসেন খালেদ	-	মেসার্স এ জি অটোমোবাইলস লিমিটেড
৪৪।	জনাব এ কিউ এম শহিদুজ্জামান	-	মেসার্স আনোয়ার ইস্পাত লিমিটেড
৪৫।	জনাব সুমন তালুকদার	-	মেসার্স এস এস বিজনেস কর্পোরেশন লিঃ
৪৬।	সৈয়দ তানভীর	-	মেসার্স ক্যালিপজো লিঃ
৪৭।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স এস এস ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ
৪৮।	জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন	-	মেসার্স জেমকন সিটি লিঃ
৪৯।	জনাব সামির সাত্তার	-	মেসার্স সাত্তার অ্যান্ড কোং
৫০।	জনাব মোঃ রুবেল	-	মেসার্স জেন জুট লিমিটেড
৫১।	জনাব মোঃ শাহবুদ্দিন	-	মেসার্স ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৫২।	মিস্ শামসুন নাহার	-	মেসার্স আব্দুর রহমান
৫৩।	মিসেস কাজী মুন্নী	-	মেসার্স রিফাত এন্টারপ্রাইজ
৫৪।	জনাব মোঃ মামুনুর রহমান	-	মেসার্স এক্সপোপ্রো
৫৫।	জনাব এম এ মালেক	-	মেসার্স পেডরোলো এন কে লিমিটেড
৫৬।	জনাব রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
৫৭।	জনাব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানী
৫৮।	জনাব ওসামা তাসীর	-	মেসার্স ফোর উইংস লিঃ
৫৯।	জনাব নাসিরুদ্দিন এ ফেরদৌস	-	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী
৬০।	জনাব এ কে মিজানুর রহমান, এফসিএ	-	মেসার্স শফিক মিজান রহমান এন্ড অগাস্টিন
৬১।	ইঞ্জি. শামসুজ্জোহা চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনিক লিভিং লিঃ
৬২।	জনাব আবু বকর্ মোঃ সিদ্দিক	-	মেসার্স অল-টেক মেশিনারি
৬৩।	জনাব নাজির হোসেন	-	মেসার্স এন এইচ ইন্টারন্যাশনাল
৬৪।	শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম	-	মেসার্স রুটস সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৬৫।	জনাব মাসুক হোসেন	-	মেসার্স মাসুক হোসেন
৬৬।	জনাব এম সাখাওয়াত হোসেন	-	মেসার্স বিকন এক্সিম (বাংলাদেশ) লিঃ
৬৭।	জনাব মোঃ রায়হান আলী খান	-	মেসার্স ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং কোম্পানী
৬৮।	জনাব মোসাদ্দেক আহসান	-	মেসার্স বিয়ন্ড টেকনোলজিস

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৬৯।	জনাব ইমরান আহমেদ	-	মেসার্স নবাব অ্যান্ড সন্স
৭০।	জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী	-	মেসার্স দেশ ট্রেডিং করপোরেশন
৭১।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স নাবির ট্রেডার্স
৭২।	সৈয়দ আলমাস কবীর	-	মেসার্স মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিমিটেড
৭৩।	জনাব দ্বীন মোহাম্মদ	-	মেসার্স দ্বীন মোহাম্মদ
৭৪।	জনাব এম এ রাজ্জাক	-	মেসার্স মুন এন্টারপ্রাইজ
৭৫।	জনাব মোঃ শহিদ হোসেন	-	মেসার্স এস বি ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ
৭৬।	জনাব নূর হোসেন	-	মেসার্স এঞ্জেল করপোরেশন
৭৭।	জনাব সাখাওয়াত হোসেন	-	মেসার্স বেঙ্গল জুট এন্ড বাল্ব এজেন্সিজ
৭৮।	জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)	-	মেসার্স ইন-উইন এন্টারপ্রাইজ
৭৯।	জনাব মোঃ রেজাউল কবির খান	-	মেসার্স কৃষিবিদ ফার্ম লিমিটেড
৮০।	সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন	-	মেসার্স এস এম এইচ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ট্রেডিং কোম্পানী
৮১।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৮২।	মিসেস্ সুরাইয়া আলম	-	মেসার্স সুরাইয়া ফ্যাশন
৮৩।	জনাব টি. আই. এম নূরুল কবির	-	মেসার্স স্পিনোভেশন লিঃ
৮৪।	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	-	মেসার্স রয়েল ইন্সপেকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
৮৫।	জনাব দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
৮৬।	জনাব হোসেন আখতার	-	মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট কোং
৮৭।	জনাব এ রশিদ	-	মেসার্স সিমুরা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
৮৮।	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান	-	মেসার্স সেনটিরা এন্টারপ্রাইজ
৮৯।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	মেসার্স সান চেরি বডি ফ্যাশনস মেনুফেকচারিং লিঃ
৯০।	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না	-	মেসার্স ক্রিয়েশন (প্রাঃ) লিঃ
৯১।	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নুরুল হুদা	-	মেসার্স আইকন হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডার্স লিঃ
৯২।	আলহাজ্ব মোঃ আহসানুল হক (আহসান)	-	মেসার্স আপন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৯৩।	জনাব এম এন তালুকদার	-	মেসার্স লিংকন ইম্পেক্স ওভারসীজ
৯৪।	মির্জা জহির আলী	-	মেসার্স পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং
৯৫।	জনাব মোঃ রাসেল	-	মেসার্স আজাদ স্পিনিং কোং লিঃ
৯৬।	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট	-	মেসার্স মক্কা ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্
৯৭।	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালি	-	মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসরিজ
৯৮।	জনাব এম এস সিদ্দিকী	-	মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল
৯৯।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান দিপু	-	মেসার্স দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১০০।	জনাব নূরনবী	-	মেসার্স আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিঃ
১০১।	জনাব মোতাহার হোসেন (মাহবুব আলম)	-	মেসার্স এ ওয়ান ট্রেডিং কোং
১০২।	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন	-	মেসার্স এ্যাথেনা'স ফার্নিচার অ্যান্ড হোম ডেকর
১০৩।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স মাসনূনস লিঃ
১০৪।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১০৫।	জনাব মোঃ সবুর খান	-	মেসার্স ডেফোডিল কম্পিউটারস্ লিঃ
১০৬।	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
১০৭।	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনিগ্লোব ট্রাভেলস
১০৮।	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	মেসার্স ম্যাক্স রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জী কোং লিঃ
১০৯।	জনাব নান্না মিয়া	-	মেসার্স নিপা ইন্টারন্যাশনাল
১১০।	খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	-	মেসার্স দি কম্পিউটারস লিমিটেড
১১১।	জনাব মামুন আকবর	-	মেসার্স এএমএ মেডিক্যাল লিমিটেড
১১২।	খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির	-	মেসার্স শাবাব ফেব্রিক্স লিঃ
১১৩।	জনাব খায়ের উদ্দিন	-	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং মিলস লিঃ
১১৪।	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	-	মেসার্স এস এস ভিশন লিমিটেড
১১৫।	জনাব নৃপেন চন্দ্র সাহা	-	মেসার্স আনোয়ার সিল্ক মিলস লিঃ
১১৬।	জনাব এস.এম. মুসফিকুর রহমান	-	মেসার্স মেহমুদ ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ
১১৭।	জনাব শফিকুল আমিন	-	মেসার্স হোসেন ডাইং প্রিন্টিং মিলস্ লিঃ
১১৮।	জনাব সলিম সোলাইমান	-	মেসার্স মাসকো ইন্টারন্যাশনাল
১১৯।	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
১২০।	জনাব এ আই এম হাসানুল মজিদ	-	মেসার্স তানজিনা ফ্যাশন লিঃ
১২১।	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন	-	মেসার্স নাইস ট্রেড লাইনারস
১২২।	জনাব মোঃ মোস্তফা	-	মেসার্স সজন ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ লিঃ
১২৩।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স কোহিনুর লেদার প্রোডাক্টস লিঃ
১২৪।	জনাব মোঃ কামালউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ইম্পেরিয়াল প্লাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্রিজ
১২৫।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স মিরপুর ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিমিটেড
১২৬।	জনাব তোফাজ্জেল হোসেন তালুকদার	-	মেসার্স সাজু এন্টারপ্রাইজ
১২৭।	জনাব নূর নবী টিটো	-	মেসার্স বসতবাড়ী রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
১২৮।	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খান	-	মেসার্স খান এভিয়েশন
১২৯।	ইঞ্জিঃ এম আনিসুজ্জামান ভূঁইয়া রানা	-	মেসার্স জামান কনস্ট্রাকশন
১৩০।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১৩১।	আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার	-	মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ
১৩২।	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
১৩৩।	জনাব মোঃ বদরুল আলম	-	মেসার্স ইন্সটা ডেভেলপমেন্ট লিঃ
১৩৪।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	-	মেসার্স কাবা ট্রেডিং কোং
১৩৫।	জনাব এস. কে বাদল	-	মেসার্স মিনার হাউজিং লিঃ
১৩৬।	ইঞ্জি. মোঃ আল আমিন	-	মেসার্স প্যারাডাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিঃ
১৩৭।	সৈয়দ তাজুল বাশার তপু	-	মেসার্স কনসার্টেড সলিউশন
১৩৮।	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন	-	মেসার্স প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৩৯।	জনাব মোঃ নেসার	-	মেসার্স এ-ওয়ান পলিমার লিমিটেড
১৪০।	জনাব নাসিম আহমেদ	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট লিমিটেড

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১৪১।	জনাব এ রশিদ	-	মেসার্স মেগ নেট সিস্টেম্স
১৪২।	জনাব সেলিম জাহাঙ্গীর চৌধুরী	-	মেসার্স মারস্ ইন্টারন্যাশনাল
১৪৩।	জনাব আশিক খান	-	মেসার্স চাঁদনী টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড
১৪৪।	জনাব এম. এ. মান্নান	-	মেসার্স বেটা বাংলাদেশ লিঃ
১৪৫।	জনাব এস এম মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স মানহা ট্রেডার্স
১৪৬।	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার	-	মেসার্স ইনোভা ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭।	জনাব দিদারুল আলম মজুমদার	-	মেসার্স মেডি রোম লিঃ
১৪৮।	জনাব সাইদুল হক	-	মেসার্স রেসা বেনারসী কুটির
১৪৯।	জনাব মোঃ আতিকুল হাসান	-	মেসার্স ফুড ইম্পোরিয়াম
১৫০।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	-	মেসার্স আলেয়া কর্পোরেশন
১৫১।	জনাব আব্দুর রহিম	-	মেসার্স জাওয়াদ ড্রাগ হাউজ
১৫২।	জনাব জনাব মোঃ শফিকুল হাসান	-	মেসার্স বনানী মেডিকেল স্টোর

সভার শুরুতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর মহাসচিব জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান এবং চেম্বারের সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানান। সবার আসন গ্রহণের পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের ইমাম হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কালাম-ই-পাক থেকে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এর সভাপতিত্বে ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব মহোদয় ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। গত এক বছরে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মধ্যে ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য নাজিম উদ্দিন আহমেদ; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক এম এ মোহাইমেন সালেহ; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ; ডিসিসিআই-এর আই সি টি স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক ও বেসিস সভাপতি জনাব শামীম আহসান এর বাবা মোঃ আব্দুল্লাহ খোকন; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ (হাবিব) এর ভাই মোঃ আব্দুল্লাহ খোকন; ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী'র চাচাতো ভাই সৈয়দ সিদরাতুল আমিন; ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী'র চাচা হাসান হায়দার চৌধুরী; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ) এর ভাই রাফিউদ্দিন বাবলু; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ এর স্ত্রী; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার এর বোন; ডিসিসিআই'র সদস্য এনামুল হক পাটোয়ারী এর স্ত্রী; মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এমপি এর মাতা হাসিনা হামিদ; ডিসিসিআই'র উপ-সচিব (হিসাব) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এর বাবা মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম; প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সিইও মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ খান চৌধুরী; হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আমেরিকান প্রবাসী বাংলাদেশী বৈজ্ঞানিক ড. মাকসুদুল আলম; আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক লি কুয়ান ইউ; ডিসিসিআই এর কর্মচারী জনাব আব্দুল করিম এর স্ত্রী; এবং পবিত্র হজ্জ পালনের সময় সৌদি আরবের মীনায় দূর্ঘটনায় শাহাদাত বরণকৃত মুসলমানগণ সহ সকলের নাম উল্লেখ করেন এবং চেম্বারের ইমাম হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার মরহুম সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি-১ঃ গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব মহোদয় বিগত ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠিত বলে গণ্য করা হয়। জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ উক্ত কার্যবিবরণী সদয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং তা সমর্থন করেন জনাব মোঃ রমজান আলী, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ঃ ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনপূর্বক সকলকে অবহিত করেন যে, বিগত বছরগুলোর মত এবছরও বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ঢাকা চেম্বারের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা বিগত বছর ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাকালীন ১২ জন সদস্যের অন্যতম জনাব নাজিম উদ্দিন আহমেদ এর নাম পুনরায় স্মরণ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুরুব্বীদের স্মরণ করেন এবং মুরুব্বীদের মাঝে যারা অসুস্থ আছেন তাঁদের সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন যে, ডিসিসিআই এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং অনবদ্য এক ব্যবসায়ী নেতা ও চেম্বারের মুরুব্বী আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন অদ্যকার সভায় উপস্থিত থাকার যথেষ্ট ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অসুস্থতা ও শারীরিকভাবে দূর্বল থাকায় তিনি (আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন) উপস্থিত হতে পারেননি।

এছাড়া ডিসিসিআই এর প্রাক্তন সভাপতি জনাব এ টি এম ওয়াজীউল্লাহ এবং জনাব এ রব চৌধুরী, পরিচালক জনাব ওসমান গনি প্রমুখ অসুস্থ আছেন; মাত্র কিছুদিন পূর্বে সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ডিসিসিআই অফিসে কাজে থাকা অবস্থায় স্ট্রোক করেন, এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেননি, বিধায় তাঁরাও উপস্থিত হতে পারেননি। তিনি সকলের আশু আরোগ্য কামনায় সবার জন্য দোয়া করার অনুরোধ জানান।

সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, গত ২০১৫ সালে ডিসিসিআই ২৭টি সেমিনার আয়োজন করেছে যা সরকারি, বেসরকারি এবং বিদেশি সকল মহলের আস্থা ও সুনাম অর্জন করেছে। ডিসিসিআই প্রতিদিন সরকারি, আধাসরকারি এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রায় ৩টি সভায় প্রতিনিধিত্ব করেছে। সভাপতি মহোদয় জানান, ২০১৫ সালে চেম্বারের আয় বেড়েছে, অপরপক্ষে ব্যয় কমেছে, বিধায় বিগত সময়ের তুলনায় আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এফডিআরসমূহ সুরক্ষিত আছে। তিনি বলেন যে, ২০১৫ সালে চেম্বারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হলোঃ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্মেলন; নতুন বিনিয়োগ; ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন; এসডিজি সফলতা অর্জনে ডিসিসিআই এর ধারণাপত্র- ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ৩০তম রাষ্ট্রে উন্নীত, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ড ব্যবসায়ী সমাজের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় ডিসিসিআই এর অন্যতম ধারক ও বাহক। ২০১৫ সালে ডিসিসিআই প্রকাশনা কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হলোঃ ট্যাক্স গাইড প্রকাশ, ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস এর বাংলা ভার্ষন এবং চেম্বারের অন্যান্য নিয়মিত প্রকাশনা সমূহ। এসব প্রকাশনায় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ হলেও স্পন্সরশীপ এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ব্যয় সমন্বয়ের পরও বেশ কিছু আয়ও হয়েছে। এ জন্য তিনি বিশেষ করে প্রাণ গ্রুপ, শাবাব ফ্রেব্রিকস, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ ও অন্যান্য প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে এবং তিনি এসব প্রকাশনা আগামী দিনে ডিজিটাল আঙ্গিকে প্রকাশ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাই ডিসিসিআই এর ডিজিটাল প্রকাশনা এবং ওয়েবসাইট উন্নয়নের মাধ্যমে সদস্যবৃন্দকে সেবা প্রদান করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ছাড়া প্রতি বছর অন্ততঃ চেম্বারের ১০% ভাগ সদস্যের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ই-কমার্সের আওতায় আনার চেষ্টা করা এবং এ ব্যাপারে বেসিস ঢাকা চেম্বারকে সহযোগিতা করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ এর মাধ্যমে সরকার বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে। ২০১৬ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পসমূহ ই-কমার্সের মাধ্যমে যেমন উদ্যোক্তা সৃষ্টি; এসএমই তে সুযোগ, সাপ্লাই চেইন, ভ্যালু চেইন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবছর অন্ততঃ ৪০০/৫০০ সদস্যের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ই-কমার্স এর আওতায় আনা একান্ত আবশ্যক বলে তিনি জানান।

সভাপতি মহোদয় ডিসিসিআই এর সক্ষম আর্থিক হিসাব ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছেন তবে ডিসিসিআই এর ৫৮তম বর্ষ উদযাপন এবং এখানে ব্যবসায়িক সমাজ ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত তাদের যথাযথভাবে সম্মান দেয়া হয়েছে। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যদিও সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয় বিধায় দুঃখ প্রকাশ করে আগামীতে আরো বড় অনুষ্ঠান করার প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫ জন স্বনামধন্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হয়েছে, তারা হলেনঃ ক্রিকেটে মাশরাফি বিন মর্তুজা, হিমালয় পর্বত বিজয়িনী ওয়াসফিয়া নাসরিন নিশাত মজুমদার; শিক্ষা ক্ষেত্রে হাফিজ জি এ সিদ্দিকী যিনি নর্থ সাউর্থ বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রাক্তন উপাচার্য, আমার দেশ আমার পণ্য-এর প্রতিষ্ঠাতা মিসেস সাদেকা রহমান সেজুঁতি এবং প্রাণ গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান মরহুম আমজাদ খান চৌধুরী। বিস্তারিত আলোচনান্তে ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং-এর স্বত্ত্বাধিকারী মির্জা জহির আলী প্রস্তাব করেন এবং দিগন্ত এডভারটাইজিং-এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব এম এ হামিদ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

আলোচ্যসূচি-৩ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর মিসেস কাজী মুন্নি, মেসার্স রিফাত এন্টারপ্রাইজ এর প্রস্তাবে এবং মিসেস সামছুন নাহার, মেসার্স আব্দুর রহমান এর সমর্থনে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ঃ ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের পরিচালক এবং ২০১৬ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ-কে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে ডিসিসিআই এর যে সকল সম্মানিত সদস্য অবসর গ্রহণ করেন, মহাসচিব তাদের নাম ঘোষণা করেন যথাক্রমে জেনারেল শ্রেণি থেকে সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ; মোঃ সবুর খান; নেসার মাকসুদ খান; রিজওয়ানুর রহমান; এবং এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ও আলহাজ্ব আবদুস সালাম। অতঃপর নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের জন্য পরিচালক হিসেবে জেনারেল শ্রেণি থেকে সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ; কামরুল ইসলাম, এফসিএ; সেলিম আখতার খান; মামুন আকবর এবং এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে সর্বজনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ও রিয়াদ হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান ২০১৬ সালের জন্য সভাপতি পদে জনাব হোসেন খালেদ; ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং সহ-সভাপতি পদে খ. আতিক-ই-রাব্বানি, এফসিএ নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এবং সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে অভিনন্দন জানান।

নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্ নির্বাচন বিধিমালা ও নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একনিষ্ঠ ও নিরলস দায়িত্ব পালনের জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিধি মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। সভাপতি মহোদয় নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এ পর্যায়ে মহাসচিব মহোদয় নব-নির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি-৫ঃ ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

মহাসচিব মহোদয় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে মেসার্স এ. কাসেম এন্ড কোং, মেসার্স আহমেদ অ্যান্ড আখতার; এবং মেসার্স আতিক খালেদ চৌধুরী থেকে তিনটি আবেদন পত্র প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং বিগত নয় বছর যাবৎ ঢাকা চেম্বারের নিরীক্ষক হিসেবে সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে। বিস্তারিত আলোচনার পরে এ কাসেম অ্যান্ড কোং-কে নিরীক্ষা ফি ৬৫,০০০/- টাকা এবং ১৫% ভ্যাট ৯,৭৫০/- টাকাসহ মোট ৭৪,৭৫০/-

টাকা পারিশ্রমিক ধার্য করে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব এম আবু হোরায়রাহ, মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন এবং জনাব আবসার করিম চৌধুরী, মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ পর্যায়ে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পুনঃনির্বাচিত সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বলেন, ২০১৫ সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এ বছর আমরা সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তথাপি, ডিসিসিআই'র কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতের উন্নয়নের দিকটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমি আমার পূর্বসূরীদের নিকট থেকে চেম্বারকে গতিশীল ও কার্যকর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছি যা চেম্বারের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশে আমাদের প্রতিনিধিদলের স্বতঃস্ফূর্ত ও কার্যকরী অংশগ্রহণ বিশ্ব আঙ্গিনায় ঢাকা চেম্বারের ইমেজকে আরো সুদৃঢ় করেছে। এজন্য আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ২০১৬ সালে চেম্বারের ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য বিশেষ অবদান রাখবেন। আমি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। চেম্বারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন।

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে ২০১৬ সালের জন্য আমাকে পুনঃনির্বাচিত করায় সবাইকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই যে, ডিসিসিআই এবং বেসরকারীখাতের উন্নয়নের জন্য সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করব। এ ব্যাপারে পূর্বের ন্যায় সকল সম্মানিত পরিচালক ও সদস্যবৃন্দের নিকট সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি। আমি আপনাদের সকলকে ধৈর্য্যের সাথে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

পরিশেষে সদ্য বিদায়ী সভাপতি চেম্বারের সার্বিক উন্নতি কামনা করে ও ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে আপ্যায়নে আমন্ত্রণ জানান এবং ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এ এইচ এম রেজাউল কবির)
মহাসচিব

(হোসেন খালেদ)
সভাপতি

ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে যাদের নাম স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের সম্মানার্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হবে।

মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, যিনি চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে---- রাজিউন)।

মরহুম আলহাজ্ব নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্র বিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। জনাব নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারি শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর, সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী

জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরোনো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ

জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিস্তারে অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্ব শ্রেণী তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরী বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে----- রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মরহুম আবু নাসের আহম্মদ

জনাব আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ

জনাব এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন সহ এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানীর ফাউন্ডার পার্টনার ছিলেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একউন্ট্যান্টস (সাফা) এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও রক্ষায় মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)।

মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী

জনাব ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স করপোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে------রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

মরহুম আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী আশরাফ আলী ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন। তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প "সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় জনাব মুখলেছুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে----রাজিউন)।

মরহুম আবুল কাশেম, এফসিএ

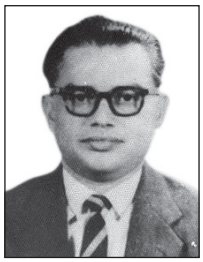

মরহুম আবুল কাশেম এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেটস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন।

মরহুম মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। এটি ব্রিটিশ কোম্পানী জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানীর ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)।

মরহুম মোহাম্মদ সাখী মিঞা

জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরাতন ঢাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরীর মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্ট-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙ্গালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিকনির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন। একজন সফল উদ্যোক্তা আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমনঃ গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিম বক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসূতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য।

জনাব এম এ সাত্তার

জনাব এম এ সাত্তার ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে জামালপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এম এ জব্বার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন। জনাব সাত্তার সেন্ট ফ্রান্সিস মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লন্ডন, ইউ কে থেকে ১৯৫৬ সালে সিনিয়র ক্যামব্রিজ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা নটরডেম কলেজ হতে আই. এ পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সাল স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ (এম.পি.এ) হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে তিনি শিল্পায়ন, বেকারত্ব দূরীকরণে ও সকল মৌলিক অধিকার আদায়ে সুবক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব ব্যবসাসহ পৈতৃক ব্যবসাতে আত্তনিয়োগ করেন। ১৯৮০ সালে ঐতিহাসকি ঢাকা ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৮২ সালে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী সমন্বয়ে বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচনে জয় লাভ করে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হন। চেম্বারের সভাপতি থাকাকালীন সময় তিনি বেসরকারিখাতে ব্যাংক-বীমা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বি-রাষ্ট্রীকরণে সরকারকে নীতিমালা গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ব্যবসায়ী মহলের যে কোনো জটিল মুহূর্তে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি নেই। আর এ কারণেই ব্যবসায়ী মহলে যে কোন কঠিন বাস্তবতায় সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে আজও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৮৬-৯০ সালে বাংলাদেশ সরকারের বিমান ও পর্যটন এবং বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার পরিচয় দেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান

জনাব মাহবুবুর রহমান ১০ জুলাই, ১৯৪২ সালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত জগন্নাথদীঘি ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ৬০-এর দশকে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৭৪-৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে শ্রীলংকার কান্ট্রি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) লিমিটেড সহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি বর্তমানে ইটিবিএল হোল্ডিং এর চেয়ারম্যান, যার অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮০ সালে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশাল এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি, ১৯৯২-৯৪ সালে এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি আইসিসি-বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৩-৯৫ সালে ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা এর প্রেসিডেন্ট এবং এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক/চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ীদের বর্তমান প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা-বিপত্তি এবং সর্বোপরি অন্তরায় দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সরকারি ও ব্যবসায়ী মহলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সময়োপযোগী একটি ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস্ প্রণয়নে তিনি সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করে ব্যবসায়ী ও সরকারি মহলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যেও উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অন্যতম সংগঠন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে The Societies Registration Act XXI of ১৮৬০-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়, যা ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত ৯ সদস্যের একটি Executive Committee দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর উদ্দেশ্যঃ

১. ডিসিসিআইএর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এর ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা;

২. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা;

৩. গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৪. সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উৎসাহমূলক পুরস্কার ও মেধাবীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা;

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বন্টন এবং পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৬. ডিসিসিআই-এর সদস্য এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচার বা নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;

৭. পাবলিক-প্রাইভেট ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তি মহোদয়গণের স্বাক্ষরক্রমে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় ঃ

১) আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

২) জনাব এম এ সাত্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৩) জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৪) জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৫) জনাব এ রব চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৬) জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৭) জনাব এ এস এম কাশেম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৮) জনাব এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৯) জনাব আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১০) জনাব বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১১) জনাব মতিউর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১২) জনাব ফজলে আর এম হাসান এফসিএ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৩) জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৪) জনাব এম এ মোমেন, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৫) জনাব জাফর ওসমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৬) জনাব হোসেন খালেদ, সভাপতি, ডিসিসিআই ও মহাসচিব, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সমূহ ঃ

১) সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালে ঢাকা চেম্বারের ওয়ার্ড উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২) ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত DCCI Young Visionaries প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত (১৮-২০ এপ্রিল, ২০১২) The Global Social Venture Competition (GSVC)-তে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা-যাওয়ার ব্যয় ভার বহন করে।

৩) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় বাবদ ২০,০০,০০০/- টাকা CSR কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদানপ্রদানকরে।

৪) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২,০০,০০০/- টাকা করে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৫) ২০১২ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১,৫০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৬) পুরাতন ঢাকায় আজাদ মুসলিম ক্লাবের সাথে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিস এসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে একটি ডায়াবেটিস সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭) ২০১৫ সালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ নেপাল কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫,০০,০০০/-টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৮) ২০১৫ সালে পত্রি রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

৯) সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে আর্থিক অনুদান হিসেবে ২০১৫ সালে ২০,০০,০০০/-টাকা প্রদান করা হয়।

১০) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু হাসপাতাল কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০১৫-১৬

১০ ডিসেম্বর ২০১৫	ঃ	ডিসিসিআই'র ৫৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।
১৩ ডিসেম্বর ২০১৫	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক ঃ বৈশ্বিক বিষয়গুলোতে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
১৭ ডিসেম্বর ২০১৫	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির যুক্তরাজ্যের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।
২৮ ডিসেম্বর ২০১৫	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
৩ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিল্ড ট্রাষ্টি বোর্ডের ৮ম সভায় যোগদান করেন।
১১ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ "স্মল এন স্মার্ট ইজ দি বিউটিফুল ফিউচার" শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দিনব্যাপী ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এম ফজলুল করিম বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড যৌথ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।
১৩ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৮ম সভায় যোগদান করেন।
১৪ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এফবিসিসিআই'র মেম্বারশীপ অ্যান্ড লিগেল এ্যাফেয়ার্স বিষয়ক বিশেষ কমিটির সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বিসিএসআইআর আয়োজিত সেমিনারে যোগদান করেন।
১৬ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সিপিডি আয়োজিত "জলবায়ু উন্নয়ন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৭ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিল্ড এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
১৮ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "মাল্টিলগ অন পোষ্ট ২০১৫ ফ্রেমওয়ার্ক" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২০ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "ইকোনোমিক জোনের উন্নয়নে রোড শো আয়োজন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২১ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএচইচএম রেজাউল কবির "মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট চ্যালেঞ্জস অ্যান্ড পার্সপেক্টিভ" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
২৩ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী "প্রকিউরমেন্ট অফ গুডস্, ওয়ার্কস অ্যান্ড সার্ভিসেস" বিষয়ক কর্মশালায় যোগদান করেন।
২৪ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)'র চেয়ারম্যান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
২৬ জানুয়ারি ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিএসটিআই কাউন্সিলের ৩০তম সভায় যোগদান করেন।

২৮ জানুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট বহুমুখীকরন কেন্দ্রের স্টীয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৩০ জানুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে পাকিস্তানের মুলতান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পুনঃনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৩১ জানুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বিমসটেক ফাউন্ডেশন-এর সভায় যোগদান করেন।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এনটিভিতে পুঁজিবাজার বিষয়ে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে এস আর এশিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব মো ঃ খায়রুল বাসার অনলাইনে ভ্যাট প্রদান বিষয়ক কর্মশালায় যোগদান করেন।

৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিল্ড-এর ট্যাক্সেশন ওয়ার্কিং কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ডিবিআই গভার্নিং বডি'র ১ম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাংলাদেশ থাইল্যান্ড জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় যোগদান করেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং ইরানের শিল্প, খনি এবং বাণিজ্য মন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ রেজা মওদুদী'র নেতৃত্বে ১৫-সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভেইজি, ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, রিয়াদ হোসেন, সেলিম আখতার খান, এস রুমি সাইফুল্লাহ, প্রাক্তন পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব হোসেন এ শিকদার ও এম আবু হোরায়রাহ্, মহাসচিব জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির এবং ইরানের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ "কালারস এফএম" আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম পরিকল্পনা কমিশন আয়োজিত পাবলিক-প্রাইভেট স্টেকহোল্ডারর্স কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "৩য় ঢাকা আর্ট সামিট-২০১৬" তে যোগদান করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল'র ১২৭তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ সিপিডি আয়োজিত সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সেলিম আখতার খান বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস্ এসোসিয়েশন আয়োজিত "এসএমই খাতের উন্নয়নে ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রাপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত "আয়কর আইন" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ইউকেটিআই'র প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেষ্ট বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ-এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, আসিফ এ চৌধুরী, হোসেন আখতার, কামরুল ইসলাম, এফসিএ, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, কে জি করিম, মামুন আকবর, মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, রিয়াদ হোসেন, এস রুমি সাইফুল্লাহ, সামির সাত্তার এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের ৩৭তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ ইরান দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ "এন্ট্রাপ্রেনারর্স অর্গানাইজেশন (ইও)"-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ডিবিআই কলেজের ৫ম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক বিশেষ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় অনুষ্ঠিত। সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হোসেন আখতার সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ফরেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান ও চীন সফরের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ দৈনিক সমকাল আয়োজিত "বাংলাদেশ জ্বালানি তেলের বর্তমান দর ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিত" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ক্যাপ্টেন মোঃ (অবঃ) নূরুল হক মেট্রো আরটিসি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এবং ইটুকে-প্রকল্পের কনসালটেন্ট কাজী মোঃ শফিকুর রহমান উদ্যোক্তা উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬ এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত। সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরীসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক ও প্রাক্তন পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ-এর পরিচিতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীস এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি ও সমন্বয়কারী পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ সভায় যোগদান করেন।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬ এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত। সমন্বয়কারী পরিচালক কামরুল ইসলাম, এফসিএ সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব মোঃ খাইরুল বাসার এফবিসিসিআই আয়োজিত ভ্যাট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব দ্বীন মোহাম্মদ ফুড ল্যাবেরেটরি কনক্লেভ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ইউকেটিআই'র প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি এবং সমন্বয়কারী পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এসএমই ফাউন্ডেশনের অডিট কমিটির ৫ম সভায় যোগদান করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সিএসআর বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত চামড়া শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ইউএসএইড-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএফটিআই'র ৪৪তম পর্ষদের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএফটিআই'র ২য় বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএফটিআই'র বিশেষ সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল-এর ১২৮তম পর্ষদ সভায় যোগদান করেন।

	ঃ ন্যাশনাল এনার্জি স্ট্যাটিজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএ্যাবল এনার্জি, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ক্যানচেম আয়োজিত জয়েন্ট চেম্বার্স মিটআপ-এর দ্বিতীয় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬ এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত। সমন্বয়কারী পরিচালক কামরুল ইসলাম, এফসিএ সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম আইসিটি বিভাগ আয়োজিত বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো আয়োজন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম বিএসটিআই আয়োজিত ওয়েল, ফ্যাটস অ্যান্ড এডিবল ওয়েল বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত দুবাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য ৬ষ্ঠ বার্ষিক বিনিয়োগ সম্মেলন-এ অংশগ্রহণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালায় যোগদান করেন।
১ মার্চ ২০১৬	ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের আয়কর প্রদান বিষয়ে এনবিআর আয়োজিত ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
২ মার্চ ২০১৬	ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ৫ম ডেনিম জিন্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ২৪তম বার্ষিক ইউএস ট্রেড শো'তে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ডেনিম ফ্যাশন শো'তে যোগদান করেন।
৩ মার্চ ২০১৬	ঃ ডিসিসিআই কনসালটেন্ট (ইটুকে প্রজেক্ট) কাজী মোঃ শফিকুর রহমান বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম কর্তৃক শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্ট শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
৬ মার্চ ২০১৬	ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ সাউথইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ঃ এশিয়া অঞ্চলের অভিজ্ঞতা বিনিময়" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিআইআইএসএস আয়োজিত "দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের বিদ্যমান সম্পর্ক ঃ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
৭ মার্চ ২০১৬	ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর সাথে অস্ট্রেলিয়ান কলম্বো পরিকল্পনার প্রতিনিধি জনাব আজাদুর সরকার সাক্ষাৎ করেন।
৮ মার্চ ২০১৬	ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত নারী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১০ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই যুগ-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এস ফজলুল করিম পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সিএসআর নির্দেশিকা প্রণয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাণিজ্য বিষয়ক টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।
১১ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্ট অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
১২ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এসএমই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ঢাকা সিটি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
১৪ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ও সবুজ অর্থায়ন" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।
১৫ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডিপিডিটি আয়োজিত ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি ডে-২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
১৬ মার্চ ২০১৬	ঃ	এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
১৭ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইস্যুস্ অ্যান্ড ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৯ মার্চ ২০১৬	ঃ	ব্লু ইকোনোমি, ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পোর্ট, শিপিং অ্যান্ড আইসিডি/ইপিজেড/এসইজেড স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
২০ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ আইসিসি আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ঃ বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।
২১-২২ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ঢাকা চেম্বার এবং ইউএআইডি যৌথ ভাবে আয়োজিত "গ্লোবাল এগ্রিকালচার প্রাক্টিস ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
২২ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৩ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই এমপ্লয়েইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্টি বোর্ড-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	এসএমই এন্ট্রেপ্রেনিউরশীপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড কোম্পানী 'ল স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
২৮ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী "প্রকিউরমেন্ট অফ গুডস, ওয়ার্কস অ্যান্ড সার্ভিসেস" শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
	ঃ	এক্সপোর্ট পলিসি, প্রোমোশন, ডাইভার্সিফিকেশন, মাল্টিলেটারেল অ্যান্ড বাইলেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেসন্স, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, পরিচালক এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান এডুটিউব-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার নূরুল আখতার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে আয়োজিত গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করেন।
৩০ মার্চ ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট বহুমুখীকরণ প্রমোশন সেন্টার-এর স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভায় যোগদান করেন।
৩ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ্যাকশন এইড আয়োজিত কর্পোরেট ট্যাক্স বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বিসমটেক-এর ৫ম সভায় যোগদান করেন।
৪ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক বিটাক'র ১০২তম গভার্নিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী মেটাবিল্ড প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত আমদানি-রপ্তানি নীতিমালা সহজীকরণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
৫ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত থ্যাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সিঙ্গেল কান্ট্রি ফেয়ারে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বাংলাদেশ-চীনের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক চুক্তির খসড়ার উপর মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
৭ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এমসিসিআই আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনা ২০১৬-১৭ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম, সহাকরী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ মৌলভীবাজার মালিক সমিতি'র নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
৯ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এ্যান্টি-স্মাগলিং ইনিশেয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
১৮ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
১৯ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এসবিসিসিআই'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
২০ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
২১ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৩ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ বেসিস এবং এনটিএফথ্রি'র প্রতিনিধিদলের মধ্যকার আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
২৪ এপ্রিল ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব দ্বীন মোহাম্মদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কর্তৃক পণ্যের সরবরাহ ও দামের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বিএসটিআই আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম টেলিকম ও আইসিটি মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৫ এপ্রিল ২০১৬ ঃ প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "ইইউ সুইচ এশিয়া পাটনার্স" শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৬ এপ্রিল ২০১৬ ঃ টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ এপ্রিল ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ফরেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

২৮ এপ্রিল ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এফবিসিসিআই এবং এনবিআর যৌথভাবে আয়োজিত ৩৭তম পরামর্শক কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ এগ্রো বেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এমপ্লয়েজীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টি বোর্ড-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৩০ এপ্রিল ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ইষ্টার্ন চেম্বার অব কমার্স, কলকাতা, ভারত এর সভাপতি সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২ মে ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ খাইরুল বাসার এনবিআর আয়োজিত এসআরও বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩ মে ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ইউনিসেফ'র শিশু অধিকার এবং তৈরি পোষাক শিল্প বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিল্ড'র ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত "প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪ মে ২০১৬ ঃ এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড কোম্পানী ল' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৫ মে ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, আহ্বায়ক আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার এগ্রিকালচার ইনোভেশন সিস্টেম'র দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৭ মে ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাবনা তৈরির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ প্রটেকন অফ কনজুমার রাইটস্, এসেনশিয়াল কমুডিটিজ অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৮ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন এবং ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম "৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নাগরিকদের ক্ষমতায়ন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সিরডাপ আয়োজিত পরিবেশ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
৯ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, কামরুল ইসলাম, এফসিএ, মামুন আকবর, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, ওসমান গনি, রিয়াদ হোসেন, সেলিম আখতার খান এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
১১ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৩ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এমসিসিআই আয়োজিত "বাজেট ২০১৬-১৭ ঃ আমাদের প্রত্যাশা" শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
১৪ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, কনাসলটেন্ট (ইটুকে প্রজেক্ট) কাজী মোঃ শফিকুর রহমান নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্ট ২০১৬"-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
১৫ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবিতে অনুষ্ঠিত টরেন্টো ফেয়ার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৬ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত মেলা ক্যালেন্ডার ২০১৬-১৭ প্রস্তুতকরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৭ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব দাতা মাগফুর "ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ২০১৬" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৮ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ "বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সমাজ দিবস" উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৯ মে ২০১৬	ঃ	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং কানাডা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যৌথভাবে আয়োজিত "২০১৫ সালে বাংলাদেশ ও কানাডা'র মধ্যকার ২ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন" বিষয়ক মতবিনিময় সভায়। বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার বেনয়ে পিয়েরে লারামি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।
২০ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সুপার ষ্টার গ্রুপ'র বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্স-এ যোগদান করেন।
২১ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বেসিস আয়োজিত "বিজ-টেকঃবিটুবি কনফারেন্স"এ যোগদান করেন।
২২ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ "গ্লোবাল গ্যাপ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

২৪ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইসিসি-বাংলাদেশ-এর ৬৫তম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	"কান্ট্রি ব্রান্ডিং অ্যান্ড পজিশনিং বাংলাদেশ ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	"ব্লু ইকোনোমি, ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পোর্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আইসিডি/ইপিজেড/এসইজেড" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৫ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ডব্লিউটিও ঃ নাইরোবি ঘোষণা" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	"হিউম্যান রিসোর্স স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীস এমপ্লয়মেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৬ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইটিসি কর্তৃক চীনের বেইজিং-এ আয়োজিত সিআইএফটিআইএফ শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত চামড়া শিল্প নগরী'র ১৬তম সভায় যোগদান করেন।
২৭ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ৪র্থ যাকাত ফেয়ার ২০১৬ তে অংশগ্রহণ করেন।
২৮ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ "ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনটেন্ডিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ "ন্যাশনাল এনার্জি স্ট্রাটেজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএ্যাবল এনার্জি, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
২৯ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভায় সভাপতিত্ব করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত "বাংলাদেশ-ল্যাটিন আমেরিকা-এর সম্পর্ক" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৩০ মে -১ জুন ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো"-তে যোগদান করেন।
৩০ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির কেপিএমজি'র প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।
৩১ মে ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "পরিবেশ, বনায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রেক্ষিতে দেশের বিনিয়োগ পরিকল্পনা" শীর্ষক ২য় জাতীয় কনভেনশনে যোগদান করেন।
১ জুন ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সামির সাত্তার "বাংলাদেশ নিউট্রিশন প্রাইওরিটিজ পলিসি" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব খাইরুল বাসার "ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স অ্যান্ড সাপ্লেমেন্টারি ট্যাক্স ল" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "বাংলাদেশ নিউট্রিশন প্রাইওরিটিজ পলিসি" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।
২ জুন ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭ এর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ অগ্রিকালচার ২০১৬-এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

৩ জুন ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ রাজধানীর লালবাগ এলাকায় দুঃস্থ ও গরীব ব্যবসায়ীদের মাঝে সীড মানি বিতরণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ চ্যানেল ২৪ এর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৪ জুন ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)'এর কমিশনার জনাব আছাদুজ্জামান মিয়া, বিপিএম, পিপিএ মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ বিয়াক'র ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ "বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৬" উপলক্ষ্যে বিটিভি তে সম্প্রচারিত টক-শো'তে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)'র ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৫ জুন ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "পাইকারী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ই-কমার্স ব্যবসায় সম্ভাবনা ও সচেতনতা তৈরি" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ "কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এইচআর-২০১৬" বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সিরডাপ আয়োজিত "টেকসই উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিবেশ" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৬ জুন ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ঢাকা চেম্বার এবং ডাই যৌথভাবে আয়োজিত "আমের বাজারজাতকরণে সহায়ক নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি" বিষয়ক ডায়লগ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৮ জুন ২০১৬ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) অয়োজিত "ইফতার ও দোয়া মাহফিল" অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি, বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক সদস্যবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মা মীং জিয়াং এবং গুয়াংজু প্রদেশের ভাইস গভর্নর সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৯ জুন ২০১৬ ঃ "বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৬" উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন ঃ সরকার ও নিয়ন্ত্রকদের নীতি নির্ধারণে সহায়তার ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটেশন একটি বৈশ্বিক হাতিয়ার" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি সেমিনারে প্রধান অতিথি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সেমিনারে যোগদান করেন।

১১ জুন ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী "প্রকিউরমেন্ট অফ গুডস, ওয়ার্কস অ্যান্ড সার্ভিসেস" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম, উপ-প্রধান হিসাবরক্ষক জনাব আব্দুল মালেক "প্রকিউরমেন্ট অফ গুডস্, ওয়ার্ক অ্যান্ড সার্ভিসেস" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১৩ জুন ২০১৬

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ "ঢাকা শিল্প মালিক সমিতি"র ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিল্ড আয়োজিত "কারখানার উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১৪ জুন ২০১৬

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন ঢাকা চেম্বার এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)'র প্রতিনিধিদলের মধ্যকার আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আলী সাত্তার, ইটুকে প্রকল্পের কনসালটেন্ট কাজী শফিকুর রহমান এবং যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম আইটিসি'র প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এফবিসিসিআই আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

১৬ জুন ২০১৬

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর সাথে চীনের ইউনান প্রদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে চীনের ইউনান প্রদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ জুন ২০১৬

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ডেইলি স্টার আয়োজিত গোল টেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

২০ জুন ২০১৬

ঃ পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

২১ জুন ২০১৬

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিল্ড-এর পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভায় যোগদান করেন।

২২ জুন ২০১৬

ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড (বিওআই) আয়োজিত "বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রতিবেদন-২০১৬"-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৫ জুন ২০১৬

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ বিল্ড আয়োজিত "বাজেট ডায়ালগ"-এ যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বেসিস-এর নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন'র নির্বাচন-২০১৬ তে পোলিং অফিসার হিসেবে যোগদান করেন।

২৭ জুন ২০১৬

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর সাথে জাইকার কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ড. টাকুজিরুটিও সাক্ষাৎ করেন।

২৯ জুন ২০১৬

ঃ ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সিএসআর গাইডলাইন নির্ধারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট'র প্রতিনিধি ড. তাসমিয়া'র সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

৩০ জুন ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ খাই-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর সাথে স্মার্ট প্রিন্টিং সলিউশন লিমিটেড'র প্রতিনিধি ড. মোঃ মিজানুর রহমান সরকার সাক্ষাৎ করেন।

ঃ কাস্টমস্, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

১১ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী মুদ্রানীতি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১৪ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সুজা আলম'র বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৫ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ডিবিআই আয়োজিত "এমএলএস-এসসিএম(পি) সার্টিফিকেট, এ্যাডভান্স সার্টিফিকেট অ্যান্ড ডিপ্লোমা কোর্সের"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৬ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড'র জেনারেল ম্যানেজার (স্টেক হোল্ডার) জনাব আজিজুল আবেদীন সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ "প্রফেশনাল একাউন্টেট-দি ফিউচার" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৯ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ বেসিসি'র নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বেসিস'র নতুন পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২০ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "গণতন্ত্রে বেসামরিক-সামরিক সম্পর্ক ঃ একটি কার্যকর ফ্রেমওয়ার্ক" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২১ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইউএসএআইডি'র সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বাংলাদেশ এবং ইউরোএশিয়ান এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৩ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল এর অডিট কমিটির ২৬তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ঢাকা চেম্বারের গবেষণা পদে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই এইচআর সফটওয়্যার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ এসএমই এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রডাক্ট ডাইর্ভাসিফিকেশ অ্যান্ড ইটুকে-২০১৬ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ডিসিসিআই গবেষণা শাখার প্রধান পদে লোক নিয়োগের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এইচআর পেরুল সফটওয়্যার এর ড্যামো প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৪ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল'র ১৩৪ তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগদান করেন।

২৫ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ এনালিস্ট অফ বাংলাদেশ রেটিং এজেন্সী'র প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির কোটরা'র প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির পিডব্লিউডি'র প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করেন।

২৬ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইসিসি-বাংলাদেশ-এর পরিচালনা পর্ষদের ৬৬তম সভায় যোগদান করেন।

২৭ জুলাই ২০১৬ ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মেটাবিল্ড প্রকল্পে আগ্রহীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

২৮ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

৩০ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৩১ জুলাই ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার নূরুল আখতার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ৭০তম উন্মুক্ত সভায় যোগদান করেন।

১ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ইউরোপীয় ইউনিয়ন'র রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী পণ্যদ্রব্য ও সার্ভিস ক্রয় বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজুলল করিম, উপ-প্রধান হিসাব-রক্ষক জনাব অনিমেষ চন্দ্র সাহা "পণ্যদ্রব্য ও সার্ভিস ক্রয়" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১-৩ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট আয়োজিত "সেবা খাতে বাণিজ্য ঃ বাংলাদেশের সম্ভাবনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করেন।

২ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসে নবনিযুক্ত ইকোনোমিক ও কমার্শিয়াল কর্মকর্তা ইডোয়ার্ডো গার্সিয়া-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না এসএমই বিষয়ক এফবিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৩ আগস্ট ২০১৬ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সাথে সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মাহবুব উজ্জ জামান সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ গবেষণা প্রধান পদে নিয়োগে আগ্রহী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ডে বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

৪ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল পরিচালনা পর্ষদের ১৩৫তম সভায় যোগদান করেন।

৬ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত। কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হোসেন আখতার এবং সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৭ আগস্ট ২০১৬ ঃ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) আয়োজিত "ডিসিসিআই'র কার্যক্রম উন্নয়নের রোডম্যাপ" বিষয়ক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৮-১০ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত "শ্রীলংকা ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল অ্যান্ড সিঙ্গেল ওয়েন্ডো বেষ্ট প্যাকটিস" শীর্ষক ফোরামে যোগদান করেন।

৮ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড উপ-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত এভিসি প্রকল্পের বাজেট প্রণয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক সৈয়দ আলমাস কবির বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড উপ-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি এবং উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ে গণশুনাতিতে যোগদান করেন।

৯ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্টি বোর্ড-এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১০ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ গুলশানের হলি আর্টিজন রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণে এমসিসিআই আয়োজিত স্মরণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মেটাবিল্ড প্রকল্পে লোকবল নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত। সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ আগস্ট ২০১৬ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক "জ্বালানি খাতের মেগা প্রকল্পে অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক সেমিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান প্রধান অতিথি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব তারিক-উল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

১৪ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল পরিচালনা পর্ষদের ১৩৬তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৭ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত এসডিজি সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৮ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিল্ড-এর ট্রাস্টি বোর্ড'র ১০তম সভায় যোগদান করেন।

২০ আগস্ট ২০১৬ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্লু ইকোনোমি ঃ বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত" বিষয়ক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীরবিক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম, এনডিসি, পিএসসি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া স্টিফেন্স ব্লুম বার্নিকাট সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

২১ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে দক্ষিণ গুজরাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি সুইসএশিয়া-টু প্রকল্পের সভায় যোগদান করেন।

২২ আগস্ট ২০১৬ ঃ এসএমই এন্ট্রপ্রেনিউরশীপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন অ্যান্ড ইটুকে বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মামুন আকবর সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য ব্রিকা ট্রেড ফেয়ার সভায় যোগদান করেন।

২৩ আগস্ট ২০১৬ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ সফররত চীনের গুয়াংডন প্রদেশের ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বিএফটিআই আয়োজিত মেধাসত্ত্ব আইন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

২৪ আগস্ট ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাসের ট্রেড ডিরেক্টর রোজিনা হাসান এবং ডেপুটি ট্রেড ডিরেক্টর সুরাইয়া জাহান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মিস মেরিটা লনডিমো-এর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিশ্ব উৎপাদনশীল দিবস-২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।
২৭ আগস্ট ২০১৬	ঃ	ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বাংলাদেশস্থ কানাডা দূতাবাসের প্রতিনিধি জনাব মোঃ কামাল সাক্ষাৎ করেন।
৩০ আগস্ট ২০১৬	ঃ	ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত মেগা ইভেন্ট আয়োজন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ইউরোপীয় ইউনিয়ন আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী মেটাবিল্ড প্রকল্পের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে চট্রগ্রামে শিল্প-কারখানা পরিদর্শন করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই একাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।
৩১ আগস্ট ২০১৬	ঃ	সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই উপ-প্রধান হিসাবরক্ষক জনাব আব্দুল মালেক, উপ-সচিব (প্রশাঃ ও হিসাব) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সহকারী সচিব (এস্টেট) জনাব রফিকুল ইসলাম "পণ্য, সেবা ও সার্ভিস ক্রয়" সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।
১ সেপ্টেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মেশিনারি প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।
৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরাম আয়োজিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ "বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড বিনিয়োগ সম্ভাবনা" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৩য় সভা সভাপতিত্ব করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এর সাথে এসোসিয়েশন অফ ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিশি কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং থাইল্যান্ডের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত চামড়া শিল্প নগরী বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই উপ-সচিব (এস্টেট) জনাব উৎপল কুমার সাহা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ পিকেএসএফ আয়োজিত "বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন ঃ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ঈদ-উল আযহা উত্তর পুনর্মিলনী সভায় যোগদান করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ ডিসিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মেটাবিল্ড প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি, অ্যান্ড কোম্পানী ল স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিআইসিএফ-২ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৩-১৪" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর সাথে চীনের ইউনান প্রদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্টেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ক্লাইমেট ফিন্যান্সিং প্রকল্প বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ ঃ বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ও আহবায়ক মিসেস শামসুন নাহার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা শিল্প নগরীর ১৮তম সভায় যোগদান করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ডিবিসি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

ঃ ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত "চীনে রপ্তানি বৃদ্ধি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ জার্মান দূতাবাসের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত "ডব্লিউটিও বাণিজ্যে টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, অতিরিক্ত সচিব (পিআর, এইচআর) মোহাম্মদ আলী সাত্তার বাংলাদেশস্থ জার্মান দূতবাসের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ ডেনিশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডি-৮ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য ক্যাপ্টেন (অবঃ) নূরুল হক ডিএমপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মেট্রোরেল স্থাপন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (পিআর, এইচআর) জনাব মোহাম্মদ আলী সাত্তার বাংলাদেশস্থ ডেনমার্ক দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিল-এর সাথে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "জাতীয় উৎপাদন দিবস উদযাপন বিষয়ক" উপ-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর সাথে এইচকেটিডিসি'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর সাথে ইউনান প্রদেশের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স এ্যাডমিনিস্ট্রেশন'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল-এর সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ই-কমার্স বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ খাইরুল বাশার, সদস্য জনাব এম শফিকুল আলম এফবিসিসিআই ও এনবিআর যৌথভাবে আয়োজিত অনলাইনে ভ্যাট প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ই-কমার্স বিষয়ক যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই একাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ দি রুল অফ ই-ব্যাংকিং সাবক্রাইবারস বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ সিঙ্গাপুর দূতাবাসের কনস্যুল-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকার হাইকমিশনার আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই কান্ট্রি ব্রান্ডিং অ্যান্ড পজিশনিং বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ স্ট্যান্ডিং কমিটির পর্যালোচনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।

১ অক্টোবর ২০১৬ ঃ এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভার্সিফিকেশন, মাল্টিলেটারেল অ্যান্ড বাইলেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশন্স, ফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড সার্ভিস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এসএমই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট, মাল্টিলেটারেল অ্যান্ড বাই-লেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২ অক্টোবর ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এমসিসিআই আয়োজিত "এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারীখাতের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ বিল্ড-এর "প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিশি" বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৩ অক্টোবর ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ-এর সাথে ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফেকচারিং এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফেকচারর্স এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

৪ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "জাতীয় রপ্তানি ট্রফি" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৫ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ঢাকা চেম্বার আয়োজিতব্য মেগা ইভেন্ট "নিউ ইকোনোমিক থিংকিং"-এর স্পন্সর কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ৬ষ্ঠ ডেনিম জিন্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
৬ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সেলিম আখতার খান এগ্রো প্রডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল-এর ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ডি-৮' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত দুবাই এক্সপো বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির কোরিয়া-বাংলাদেশ সিএসআর ২০১৬ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
৮ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ চ্যানেল আই-এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
	ঃ	এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভার্সিফিকেশন, মাল্টিলেটারেল অ্যান্ড বাইলেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড সার্ভিসেস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ব্লু ইকোনোমি, ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পোর্ট, শিপিং অ্যান্ড আইসিডি/ইপিডেজ/এসইজেড স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
৯ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ-মেক্সিকো বাণিজ্য সম্ভাবনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১০ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ "বাংলাদেশ-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই হাউজিং রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
১৩ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিল-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
১৫ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ৯ম দক্ষিণ এশিয়া অর্থনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করেন।
	ঃ	এগ্রোবোইজড ট্রেড অ্যান্ড সার্ভিসেস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
১৭ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিয়াক-এর ২৪তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
১৮ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের সিনিয়র ইকোনেমিক এ্যাডভাইজার মিসেস মুন্নুজান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
২০ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২২ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ ডানিডা'র অর্থায়নে পরিচালিত দি এনার্জি এফিশিয়েন্ট প্রকল্প'র সহায়তায় ঢাকা চেম্বার এবং নরডিক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এনসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশ ঃ শিল্পখাতে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়নে সুযোগ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর সাথে চীনের ইউনান প্রদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
২৩ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) অনুষ্ঠিত ভারতের গুহাটিতে অনুষ্ঠিতব্য বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৪ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং চীনের ইউনান প্রদেশের ফেডারেশন অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স-এর ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
২৫ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ঢাকা সিটি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৬ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইসিসি-বাংলাদেশ'র ৬৭তম নির্বাহী বোর্ড-এর সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ সিরডাপ আয়োজিত "বাংলাদেশ ও চায়না ঃ বাইলেটারেল অ্যান্ড মাল্টিলেটারেল কো-অপারেশন" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
২৭ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সম্মানে বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।
২৯ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদে'র নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।
৩০ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৯ম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
৩১ অক্টোবর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ জাতিসংঘের ৭১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
২ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ঢাকা চেম্বার আয়োজিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এর জন্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী নির্বাচন বিষয়ক সভায় সভাপতিত্ব করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহ-আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত হংকং ট্রেড ফেয়ার-এ অংশগ্রহণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৬ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
৫ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
৭-১১ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-শ্রীলংকা জয়েন্ট ইকোনোমিক ফোরামের সভায় যোগদান করেন।
৮ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এবং পরিচালক জনাব সেলিম আখতার খান, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ঢাকা চেম্বার এবং ইউএসএআইডি'র মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ডিবিআই গভার্নিং বডি-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিল্ড এবং আইএফসি যৌথভাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিল্ড-এর ১১তম ট্রাস্ট্রি বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব শাহজাদা এ হামিদ ঢাকা আভ্যন্তরীন কনটেনার ডিপো বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৯ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব দীন মোহাম্মদ ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১০ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি "ট্যাক্স গাইড ২০১৬১৭" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক বিএসটিআই'র রাবার অ্যান্ড প্লাস্টিক বিষয়ক কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
১১ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ দৈনিক প্রথম আলো'র ১৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১২ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ব্রাক সেন্টার আয়োজিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিপিপি'র ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পিএফ ট্রাষ্টি বোর্ডের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
১৩ নভেম্বর২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে গ্রামীণ ফোন-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
১৪ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি সম্ভাবনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৫ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "বাংলাদেশী পাট পণ্য রপ্তানিতে ভারতের আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি ঃ প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাব্য সমাধান" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম, এম.পি ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (আইসিসি)-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।
১৬ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট বহুমুখীকরণ কেন্দ্রের স্টিয়ারিং কমিটির ৮ম সভায় যোগদান করেন।
১৭ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ স্পেনের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
১৮-২০ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত এনার্জিক এমপাওয়ার বিষয়ক ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনে যোগদান করেন।
১৯ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই অডিট রিপোর্ট ওয়াকিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
২০ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এটুআই প্রকল্পের অনির চৌধুরী'র সাথে সাক্ষাৎ করেন।
২১ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
২২ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ মরোক্কোয় অনুষ্ঠিত "টিপিও নেটওয়ার্ক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অ্যান্ড এ্যাওয়ার্ডস" শীর্ষক কনফারেন্স-এ যোগদান করেন।
২৩ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে চীনের লেবেলিং কোম্পানীর প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।
২৪ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিল্ড-এর সভায় যোগদান করেন।
২৬ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
২৭-৩০ নভেম্বর ২০১৬	ঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর হাঙ্গেরীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি (বামে), ডিসিসিআই-এর পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ৯ মে, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডানে), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে চতুর্থ), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (ডান থেকে দ্বিতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে পঞ্চম), ওসমান গনি (বাম থেকে সপ্তম), রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে ষষ্ঠ), সেলিম আখতার খান (ডান থেকে চতুর্থ) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে পঞ্চম) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে পঞ্চম) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এম.পি (ডার থেকে পঞ্চম) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ১৯ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে সাক্ষাৎকালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন আখতার (বাম থেকে তৃতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডানে), সেলিম আখতার খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে তৃতীয়), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার (ডান থেকে চতুর্থ) এবং ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর মধ্যকার জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (ডানে), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে চতুর্থ), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে পঞ্চম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে ষষ্ঠ), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে সপ্তম), মামুন আকবর (ডান থেকে অষ্টম) এবং মহাচিব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে নবম) উপস্থিত রয়েছেন।

২০ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত "ব্লু ইকোনোমি ঃ বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ)। প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীরবিক্রম (ডান থেকে তৃতীয়), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খোরশেদ আলম, এনডিসি, পিএসসি (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া স্টিফেন্স ব্লুম বার্নিকাট (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডানে) এবং আসিফ এ চৌধুরী (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) এবং সার্ক আরবিট্রেশন কাউন্সিল (সারকো) যৌথভাবে আয়োজিত "সার্ক অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোতে বিকল্প বিরোধ কাউন্সিল (সারকো)'র ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি. (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে), সার্ক আরবিট্রেশন কাউন্সিল (সারকো)-এর মহাপরিচালক জনাব থুসানথা উইজেমানা (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ ঃ বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি (ডান থেকে তৃতীয়)। ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে চতুর্থ),বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথিরিটি (বিআইডিএ)'র নির্বাহী সদস্য জনাব নাভাস চন্দ্র মণ্ডল (ডান থেকে দ্বিতীয়), শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মিসেস ইয়াসমিন সুলতানা (ডানে), ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব সামির সাত্তার (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

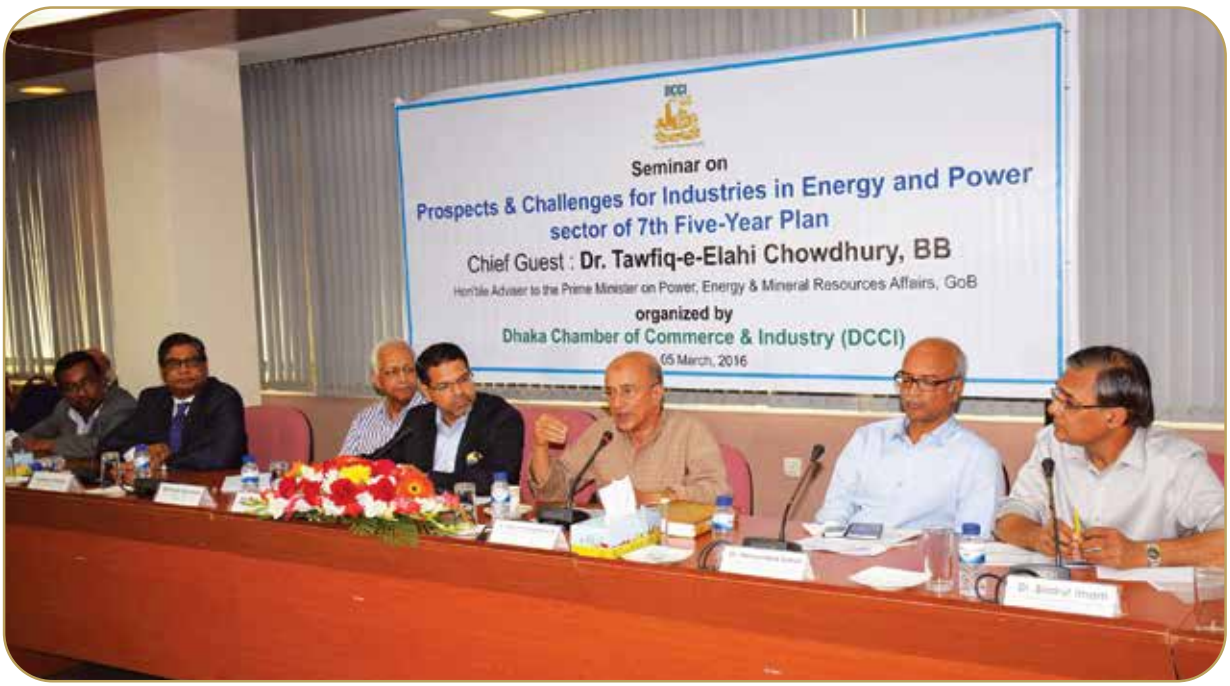

ডিসিসিআই আয়োজিত "৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প খাতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী, বীর বিক্রম (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখের সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে চতুর্থ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে), বাংলাদেশ এনার্জী রেগুলেটরি কমিশন-এর সদস্য জনাব রহমান মুর্শেদ (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর পেট্রোলিয়াম এবং খনিজ সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তামিম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভূবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

১৩ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "জ্বালানি খাতের মেগা প্রকল্পে অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব তারিক-উল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বামে), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আর মাকসুদ খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন বিদ্যুৎ সচিব ড. এম ফজলুল কবির (ডানে) অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

বাংলাদেশ ব্যাংক এর সহযোগিতায় ডিসিসিআই আয়োজিত "কুটির/হস্তশিল্প ও পাটজাত বহুমুখী পণ্য উৎপাদনে সম্পৃক্ত নারী উদ্যোক্তাগণের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম" উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর ড. আতিউর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বামে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "বাংলাদেশী পাট পণ্য রপ্তানিতে ভারতের আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি ঃ প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাব্য সমাধান" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (ডানে)। ১৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম, এম.পি (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (আইসিসি) বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়) এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই আয়োজিত "রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি (ডান থেকে চতুর্থ)। ০৪ জুন, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)'এর কমিশনার জনাব আছাদুজ্জামান মিয়া, বিপিএম, পিপিএম (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও আহবায়ক খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "পাইকারী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ই-কমার্স ব্যবসায় সম্ভাবনা ও সচেতনতা তৈরি" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৫ জুন, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন (বামে), বেসিস'র সভাপতি জনাব শামীম আহসান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ই-ক্যাব'র সভাপতি জনাব রাজীব আহমেদ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৬ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন ঃ সরকার ও নিয়ন্ত্রকদের নীতি নির্ধারণে সহায়তার ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটেশন একটি বৈশ্বিক হাতিয়ার" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি (ডানে)। ৯ জুন, ২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)-এর মহাপরিচালক জনাব আবু আব্দুল্লাহ (বামে) এবং বিএবি-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং কানাডা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ক্যানচেম)-বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "২০১৫ সালে বাংলাদেশ ও কানাডা'র মধ্যকার ২ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৯ মে, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত বেনয়ে পিয়েরে লারামি (ডান থেকে তৃতীয়), ক্যানচেম-বাংলাদেশ'র সভাপতি জনাব মাসুদুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে) এবং ফরেন চেম্বার-এর সভাপতি রূপালী চৌধুরী (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সোশাল রেসপনসিবিলিটি (এসআর) এশিয়া-বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ)" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শিল্পসচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বামে), সোশাল রেসপনসিবিলিটি (এসআর) এশিয়া বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিসেস সুমাইয়া রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

০৬ জুন, ২০১৬ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন্স প্রজেক্ট (ডিএআই) যৌথভাবে আয়োজিত "আম বাজারজাতকরণে সহায়ক নীতি পরিবেশ" শীর্ষক জাতীয় ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়)। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনোজ কুমার রায় (ডানে), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মহাপরিচালক জনাব হামিদুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব সেলিম আখতার খান (বামে) এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই প্রকাশিত "ট্যাক্স গাইড ২০১৬-১৭"-এর মোড়ক উন্মোচন করছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ১০ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বাম থেকে ষষ্ঠ), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে পঞ্চম), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে চতুর্থ), আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে পঞ্চম), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), মামুন আকবর (বামে), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে তৃতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), ওসমান গনি (ডান থেকে তৃতীয়) এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও আহ্বায়ক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত জনাব ডেভরিম ওজটার্ক (বাম থেকে চতুর্থ) কে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অফ ঢাকা" উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৪ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে), প্রাক্তন সভাপতি জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

৩ জুন, ২০১৬ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে পুরোনো ঢাকার লালবাগের আমলীগোলা এলাকায় মতবিনিময় সভা ও তহবিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)-এর চেয়ারম্যান জনাব নিয়াজ রহিম (বাম থেকে দ্বিতীয়), সিইও ড. মোহাম্মদ আইয়ুর মিয়া (বামে) এবং ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) ঢাকা মহানগর সমিতি'র সভাপতি আব্দুল মোতালেব (বাম থেকে তৃতীয়) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ হতে চেক হস্তান্তর করছেন। ১২ জুন, ২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), যুগ্ম-সচিব (মেম্বারশীপ অ্যান্ড প্রশাঃ) জনাব মোঃ গোলাম হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি খন্দকার আতিক-ই-রব্বানী, এফসিএ (মাঝে) ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে কেরানীগঞ্জ বিসিক শিল্প মালিক সমিতি এর তত্ত্বাবধানে কেরানীগঞ্জের রোহিতপুর ইউনিয়নভুক্ত মুগারচর ফজলুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং শাহপুর দারুল উলুম মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং-এর শীতার্ত ছাত্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন। ৫ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেরানীগঞ্জ বিসিক শিল্প মালিক সমিতি'র সভাপতি ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম) এবং ডিসিসিআই'র মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে সপ্তম) উপস্থিত রয়েছেন।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউ কে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট (ইউকেটিআই) এর মধ্যকার মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ)। বৃটিশ দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার মার্ক ক্লেটং (ডান থেকে চতুর্থ), ইউকেটিআই'র ডিরেক্টর রুজিনা হাসান (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে) সভায় উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইরানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইরানের শিল্প, খনি এবং বাণিজ্য মন্ত্রীর উপদেষ্টা মোহাম্মদ রেজা মওদুদী (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে ষষ্ঠ), সেলিম আখতার খান (ডানে), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব এম আবু হোরায়রাহ্ (বামে), হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ইরানের বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে পঞ্চম), থাইল্যান্ড বিনিয়োগ বোর্ড-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল চোকেদি কেসাং (ডান থেকে চতুর্থ) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন। ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠানে থাই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল-এর সভাপতি মিংপ্যান্ট চায়া (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে তৃতীয়), মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে পঞ্চম), হোসেন আখতার (বাম থেকে চতুর্থ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে) প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন (বাম থেকে সপ্তম) এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে ষষ্ঠ) মতবিনিময় সভায় উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

২৪ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার এবং চীনের ইউনান প্রদেশের ফেডারেশন অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স-এর বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (সামনের সারিতে, বাম থেকে চতুর্থ), চীনের ইউনান প্রদেশের ফেডারেশন অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স-এর সভাপতি ইউ ডিংচেং (বাম থেকে পঞ্চম), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বামে), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে ষষ্ঠ), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (পিছনের সারিতে, বামে), মামুন আকবর (পিছনে বাম থেকে দ্বিতীয়), সেলিম আখতার খান (পিছনে বাম থেকে চতুর্থ), আসিফ এ চৌধুরী (পিছনে বাম থেকে পঞ্চম) এবং প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার এবং চীনের গুয়াংডন প্রদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে পঞ্চম)। ২৩ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অফ ঝাওকিং সিটি-এর ডিরেক্টর জেনারেল লিউ ফাং (ডান থেকে পঞ্চম), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব আসিফ এ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সেলিম আখতার খান (বামে) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের দলনেতা কে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ৮ জুন, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডানে), ওসমান গনি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং এস রুমি সাইফুল্লাহ (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), চীনের কুনমিং প্রদেশের ইন্ডাস্ট্রি ও কমার্স-এর প্রতিনিধি'র নিকট থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক সর্বজনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার (ডান থেকে পঞ্চম), এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়া (ডান থেকে চতুর্থ), ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (মাঝে), চায়না-আসিয়ান এক্সপো সেক্রেটারিয়েট-এর ভাইস সেক্রেটারি জেনারেল মিস ইয়াং ইয়ানইয়ান (বামে তেকে তৃতীয়) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ২৭ মার্চ, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), চীনের ইউনান প্রদেশের ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ইউ ইউই (বাম থেকে পঞ্চম) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ১১ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বামে), ভারতের ইষ্টার্ন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব অংশুমান বন্দোপাধ্যায় (বাম থেকে তৃতীয়) এবং ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ভারত-এর ট্রেড প্রমোশন অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান জনাব প্রকাশ সাহা (বাম থেকে তৃতীয়) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ)। ১৮ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মামুন আকবর (ডানে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মেশিনারিজ প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে পঞ্চম), বাংলাদেশস্থ কোটরা'র মহাপরিচালক জিনহাক হুর (বাম থেকে চতুর্থ), কোরিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতা মা সিউং রক (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডানে), পরিচলক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), সেলিম আখতার খান (ডান থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

মায়ানমারে নিযুক্ত ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব গৌতম মূখপাধ্যায় (বাম থেকে চতুর্থ) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে সপ্তম)। ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে পঞ্চম), আসিফ এ চৌধুরী (বাম থেকে সপ্তম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে চতুর্থ), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ওসমান গনি (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার আকবর হাকিম (ডানে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

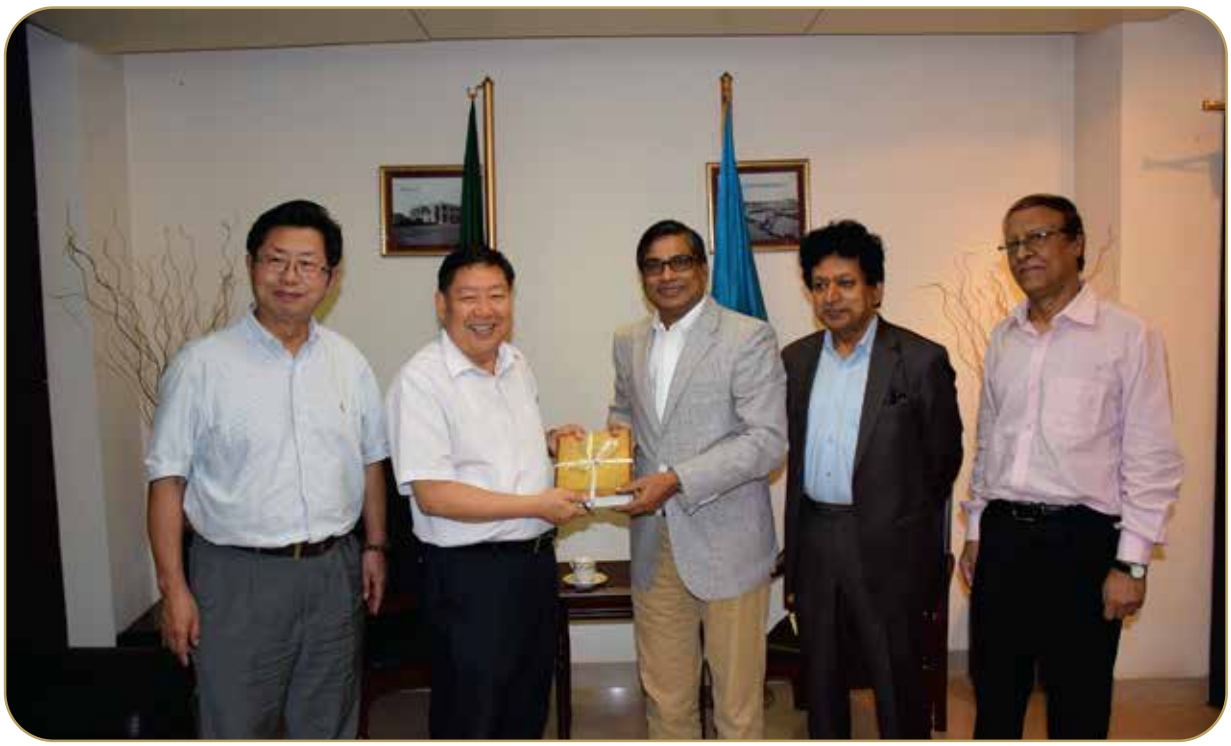

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে তৃতীয়), চীনের ইউনান প্রদেশের কাউন্সিলর লি ইয়াংকেং (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ১৬ জুন, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত সাক্ষাতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে ষষ্ঠ), ইউনান ডিপার্টমেন্ট অফ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি-এর প্রতিনিধি কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ১৪ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব মামুন আকবর (বাম থেকে চতুর্থ), রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), এস রুমি সাইফুল্লাহ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

২১ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে ডিসিসিআই-এর পরিচালনা পর্ষদ এবং ভারতের দক্ষিণ গুজরাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (মাঝে), গুজরাট চেম্বারের সভাপতি বি এস আগরাওয়াল (ডান থেকে সপ্তম), ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে পঞ্চম), ভারতের আইইইএম ডেলিগেশনের নেতা সুদীপ্ত মুখার্জী (ডান থেকে পঞ্চম) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন। ৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়), অতিরিক্ত সচিব (পিআর, এইচআর) জনাব মোহাম্মদ আলী সাত্তার (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে চীনের কুনমিং-এর চেংগং নিউ ডিস্ট্রিক এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক লি রংহাউ (ডান থেকে ষষ্ঠ) এর নিকট থেকে স্মারক উপহার গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে সপ্তম)। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে ষষ্ঠ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে পঞ্চম), আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে সপ্তম), রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে চতুর্থ) সহ চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত রয়েছেন।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ঢাকা চেম্বার এবং এইচকেটিডিসি'র মধ্যকার মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়), অতিরিক্ত সচিব (পিডি, পিআর ও এইচআর) জনাব মোহাম্মদ আলী সাত্তার (বামে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১ জুন, ২০১৬ তারিখে চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং এসোসিয়েশন অফ ট্রেড ইন সার্ভিসেস-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা সিসিপিআইটি-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে)।

১ জুন, ২০১৬ তারিখে চীনের বেইজিং অনুষ্ঠিত "বেইজিং ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার ফর ট্রেড ইন সার্ভিস"-এর অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে দশম) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১২ জুন, ২০১৬ তারিখে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত ১১তম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে বক্তব্য দিচ্ছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ।

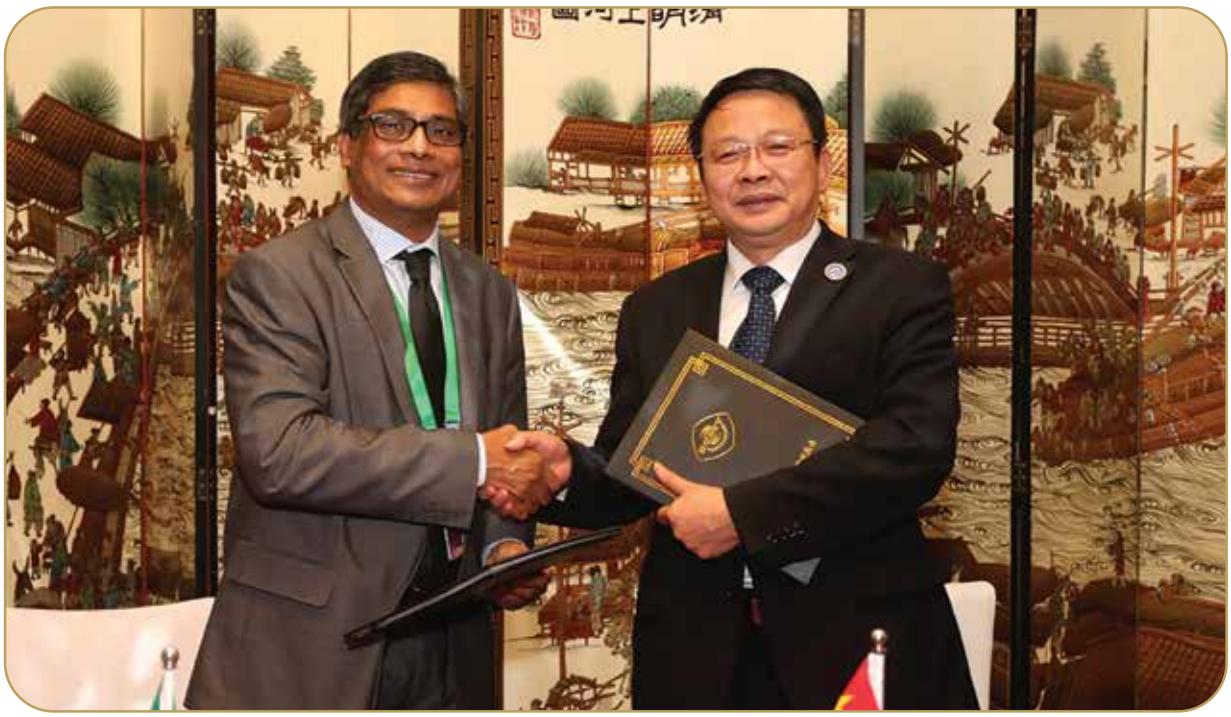

১২ জুন, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি), চায়না এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বামে) এবং সিসিপিআইটি-এর প্রতিনিধি ইয়ান জুংহুয়া (ডানে)।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১৪ জুন, ২০১৬ তারিখে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত বিসিআইএম অঞ্চলের চেম্বার নেতৃবৃন্দের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (প্রথম সারিতে, বাম থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (মাঝে) "জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭"-এর উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রদান করছেন। ২ জুন, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে তৃতীয়), হোসেন আখতার (বামে), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকা চেম্বার এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) যৌথভাবে আয়োজিত "চীনে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির কৌশল" শীর্ষক দুদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (সামনের সারিতে ডান থেকে অষ্টম), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে সপ্তম), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে পঞ্চম), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর বিজনেস অ্যান্ড ইন্সটিটিউশন্যাল ডিভিশনের বিশেষজ্ঞ গুলতেকিন ওজালটিনোরদো (বাম থেকে ষষ্ঠ) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বামে), এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিজেএমইএ সভাপতি সভাপতি জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ৭ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত "বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট"-এর সভা পরবর্তী ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

৪র্থ বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট-এর "বিদ্যুৎ ও জ্বালানি" বিষয়ক প্যারালাল সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৬ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে হংকং-এ অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম (বাম থেকে তৃতীয়), দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সোহেল আর কে হোসেন (বামে) এবং বাংলাদেশ পিডব্লিউসি-এর ম্যানেজিং পার্টনার জনাব মামুন রশীদ (ডানে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

০৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মেটাবিল্ড প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে সপ্তম), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ভারতের নয়াদিল্লীস্থ অস্ট্রিয়া দূতাবাসের ডেপুটি ট্রেড কমিশনার সিগফ্রেড ওয়েডিচ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ১৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সাক্ষাৎকারে ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

২২ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ডানিডা'র অর্থায়নে পরিচালিত দি এনার্জি এফিশিয়েন্ট প্রকল্প'র সহায়তায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং নরডিক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এনসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশ ঃ শিল্পখাতে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়নে সুযোগ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বিল্ড যৌথভাবে আয়োজিত "জাতীয় বাজেট ঃ এসএমই ও নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন" শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৫ জুন, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিল্ড চেয়ারপার্সন ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়), আইএফসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব এম মাশরুর রিয়াজ (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভা শেষে অনুষ্ঠানে বিল্ড'র চেয়ারম্যান এবং এমসিসিআই'র সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (ডান থেকে তৃতীয়), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে), বিল্ড ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিল্ড-এর সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে) "অভিজাত এলাকায় সাম্প্রতিক উচ্ছেদ ঃ সেবা খাত ও পর্যটন শিল্পে প্রভাব" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন। ৭ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এমপি (ডান থেকে চতুর্থ), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এইচ রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

১৮ মে, ২০১৬ তারিখে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত "সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর বাণিজ্যিক উদ্যোগ" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) যৌথভাবে আয়োজিত "চীনে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির কৌশল" শীর্ষক দুদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বামে), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর বিজনেস অ্যান্ড ইন্সটিটিউশন্যাল ডিভেলপমেন্টের বিশেষজ্ঞ গুলতেকিন ওজালটিনোরদো (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর প্রতিনিধি লিন লো (ডানে) এবং ডিসিসিআইর মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার জি এম জয়নাল আবেদিন (ডান থেকে চতুর্থ) কে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ২৪ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের সাক্ষাৎকারে ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

২১ মে, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বেসিসি আয়োজিত বিজটেক বিটুবি কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহামাদ (মাঝে), গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মিসেস ফারজানা চৌধুরী (বামে), সিটিও ফোরামের সভাপতি তপনকান্তি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বেসিসের পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান সোহেল (ডানে) সভায় উপস্থিত রয়েছেন।

১৯ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "উন্নয়নে প্রবাসী-সমৃদ্ধিতে প্রবাসী" শীর্ষক কনফারেন্স-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডানে)। অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, এম.পি (ডান থকে চতুর্থ), পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এম.পি (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এম এস সেকিল চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১৪ মে, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিসিসিআই ইয়ুথ ফেস্ট"-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ক্রেষ্ট গ্রহণ করছেন ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে তৃতীয়)।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৬ আয়োজনে বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাম হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এনডিসি (বাম থেকে তৃতীয়) এর নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়)। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র ভাইস চেয়ারম্যান মিসেস মাফরুহা সুলতানা (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), ডাই'র প্রতিনিধি এর নিকট থেকে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন। ২২ মে, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়ের চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বামে) ১৮ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এ্যাকশন এইড আয়োজিত "২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কাঠামো" শীর্ষক মাল্টি ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে "১১তম ঢাকা মটর শো"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই'র প্রথম সহ-সভাপতি জনাব সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা ডেনিম জিন্স শো-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন। ২ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "স্মল 'এন' স্মার্ট ইজ দি বিউটিফুল ফিউচার" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডানে)। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর জনাব ড. আতিউর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), আইএমএসএমই, ইন্ডিয়া-এর চেয়ারম্যান রাজীব চাউলা (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ইন্টারন্যাশনাল ফুড অ্যান্ড এগ্রি এক্সপো-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ন রশিদ (ডানে)। ২৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্ট" উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরাম এর প্রধান নির্বাহী পরিচালক জনাব শরিফুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) কর্তৃক ৭ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিসিসিআই বেঞ্চ মার্কিং" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বামে), পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়) এবং ডিসিসিআই'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১৯ মার্চ, ২০১৬ তারিখে বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত এসজিডি'র লক্ষ্য বাস্তবায়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিষয়ক ওয়ার্কশপে বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. এস এস সামাদ (বাম থেকে চতুর্থ)। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডানে), বিল্ড চেয়ারপার্সন ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), পাকিস্তানের মুলতান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধি জনাব নাসির উদ্দিন শেখ (বাম থেকে তৃতীয়) কে ডিসিসিআই-এর প্রকাশনা উপহার দিচ্ছেন। ৩০ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব মামুন আকবর (বামে), ওসমান গনি (বাম থেকে দ্বিতীয়), সেলিম আখতার খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এবং এসোসিয়েশন অফ ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ-এর মধ্যকার ৫ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বিল্ড'র চেয়ারম্যান সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), বিল্ড ট্রাষ্টি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে চতুর্থ), ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির (বাম থেকে ষষ্ঠ) এবং বিল্ড-এর সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (বামে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ সভায় উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশস্থ ইটালিয়ান দূতাবাসের কনস্যুল জেনারেল এ ভি ভি গিনালবেট্রো (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে), গ্রামীণ ফোন লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার (শেয়ারহোল্ডার রিলেশন্স) জনাব আজিজুল আবেদীন (বাম থেকে দ্বিতীয়), হেড অফ বিইএম স্ট্র্যাটেজি আনন্দ জামান (বাম থেকে তৃতীয়), রিলেশনশীপ ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ তোবারক হোসেন (বামে) কে ১৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই'র সচিবালয়ে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ২৯ মে, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত "ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ"-এর সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব ওসমান গনি (বামে), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে দ্বিতীয়), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে তৃতীয়), সেলিম আখতার খান (ডান থেকে চতুর্থ), কে জি করিম (ডান থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এমএলএএসসিএম(পি) ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বসা, ডান থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত "মডুলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম) বিষয়ক ট্রেনিং কোর্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অংশগ্রহণকারীগণ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ডিবিআই কলেজের ৫ম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডানে)। ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে তৃতীয়) এবং ইটুকে প্রকল্পের কনসালটেন্ট কাজী শফিকুর রহমান (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিবিআই গভার্নিং বডি'র সভায় ডিসিসিআই সভাপতি ও চেয়ারম্যান জনাব হোসেন খালেদ (ডানে), প্রাক্তন সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব এম এইচ রহমান (বামে), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সদস্য জনাব মোঃ শোয়ের চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর (বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস খোদেজা বেগম (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ৪র্থ ক্ল্যাং মালয়শিয়া ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি (নির্বাচিত) জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ট্রেড ডেলিগেশন কমিটির সদস্য জনাব নান্না মিয়া (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব মাহমুদ হাসান (বামে), ডিসিসিআই'র সদস্য হাজী মোঃ মিয়া হোসেন এবং জনাব মাহমুদ হোসেন। এছাড়া ছবিতে নেই ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রা এবং সদস্য জনাব সারমাদ মানসুর।

২২ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "গ্লোবাল গুড এগ্রিকালচার প্রাকট্রিস" বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বসা, বাম থেকে তৃতীয়) সহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী (বাম থেকে পঞ্চম) কে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন বিল্ড-এর চেয়ারম্যান ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ১৭ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়), সিইও বিল্ড ফেরদৌস আরা বেগম (ডানে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে ডিসিসিআই এবং ইউএসএআইডি ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই'র মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে ষষ্ঠ) এবং ইউএসএআইডি ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট-এর চীফ অফ পার্টি (সিওপি), মাইকেল ফিল্ড (ডান থেকে তৃতীয়)। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক জনাব সেলিম আখতার খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর (বামে) সভায় উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সভায় ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ (আইসিসিবি)-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে ষষ্ঠ), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে) সহ পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

৯ জুলাই, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ঈদ পরবর্তী পুনমিলনী সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে পঞ্চম), আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মামুন আকবর (বাম থেকে চতুর্থ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে তৃতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে), রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১২ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে আয়োজিত পিএফ ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বামে), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে চতুর্থ), অতিরিক্ত সচিব (পিআর, এইচআর) জনাব মোহাম্মদ আলী সাত্তার (ডান থেকে তৃতীয়) এবং ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে তৃতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হোসেন আখতার (মাঝে), আহবায়ক জনাব আবসার করিম চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সদস্য সর্বজনাব আর আই খান (ডানে), হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), এম আনওয়ারুল হক (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হোসেন আখতার (ডান থেকে তৃতীয়), আহবায়ক জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে চতুর্থ), সদস্য ও প্রাক্তন পরিচালক এম আনওয়ারুল হক (বাম থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

৮ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "ব্লু ইকোনোমি, ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পোর্ট, শিপিং অ্যান্ড আইসিডি/ইপিজেড/এসইজেড" বিষয়ক স্ট্রান্ডিং কমিটির ৩য় সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (মাঝে), আহবায়ক জনাব শাহজাদা এ হামিদ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন (ডান থেকে চতুর্থ), সদস্য ক্যাপ্টেন (অবঃ) মোঃ নুরুল হক (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই'র মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (মাঝে), সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে অষ্টম), পরিচালক সর্বজনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে চতুর্থ), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডানে) সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "এসএমই এন্টারপ্রেনিউরশীপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (মাঝে), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মামুন আকবর (বাম থেকে সপ্তম) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

৬ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স' স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও আহবায়ক জনাব হোসেন এ সিকদার (মাঝে), প্রাক্তন পরিচালক সর্বজনাব এম আনওয়ারুল হক (বাম থেকে তৃতীয়), আবুল কালাম শামসুদ্দিন (বাম থেকে চতুর্থ) এবং ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

১২ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (মাঝে), পরিচালক জনাব হোসেন আখতার (ডান থেকে সপ্তম), আহ্বায়ক মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ) (বাম থেকে সপ্তম), সহ-আহবায়ক ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (ডান থেকে ষষ্ঠ), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ্ (ডানে) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার" স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব সেলিম আখতার খান (মাঝে), আহবায়ক আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার (বাম থেকে অষ্টম) সহ-আহ্বায়ক সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "প্রজেক্ট, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার" বিষয়ক স্ট্রান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি ও সমন্বয়কারী পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ্ (ডান থেকে চতুর্থ) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে পঞ্চম), আহবায়ক জনাব সুমন তালুকদার (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-আহবায়ক জনাব ইকরাম ঢালী (ডান থেকে চতুর্থ) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২০ জুন, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব ওসমান গনি (মাঝে), আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আল আমিন (বাম থেকে ষষ্ঠ) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

২২ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ১ম সভায় আহবায়ক জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সদস্য ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ), জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক (বামে) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডানে)।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে রংপুর চেম্বার অব কমার্স-এর প্রতিনিধিবৃন্দ রংপুর এলাকার শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন।

ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স-এর প্রতিনিধিবৃন্দ নীলফামারি এলাকার শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন।

ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে দি চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স-এর প্রতিনিধিবৃন্দ চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

৮ জুন, ২০১৬ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ।

৮ জুন, ২০১৬ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি (ডান থেকে চতুর্থ), বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রধানমন্ত্রীর গণমাধ্যম বিষয়ক উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী (ডানে), ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়), আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

৮ জুন, ২০১৬ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিকবৃন্দ, ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

Event Concept Note

NEW ECONOMIC THINKING: BANGLADESH 2030 AND BEYOND

"A constructive discourse on socio-economic prospects, challenges and the way forward"

Date: December 21, 2016 | Venue: Radisson Blu Dhaka Water Garden

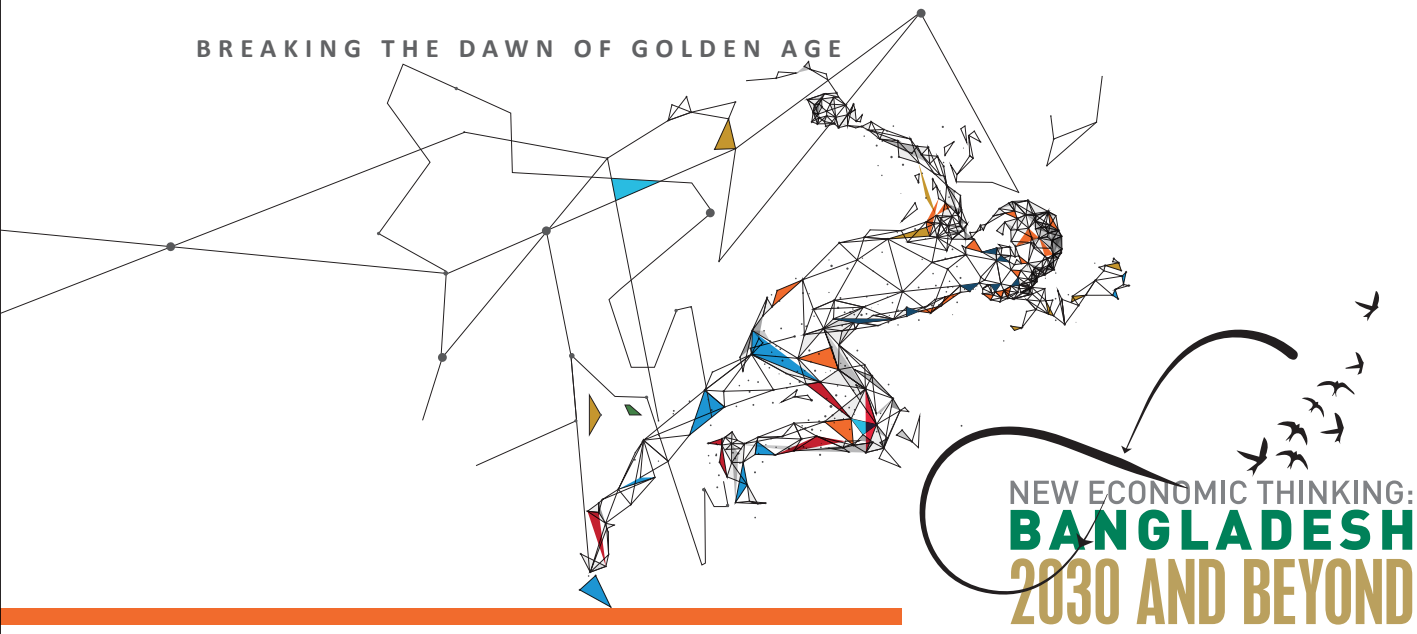

Preamble

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) held an International Visionary Seminar titled 'New economic thinking for Bangladesh: 2030 and beyond'. The event was held in Dhaka at Radisson Blu Dhaka Water Garden on December 21, 2016.

Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh **Her Excellency Sheikh Hasina** was present as the Chief Guest.

Concept

This day-long event was a gathering of "thoughtful and innovative doers" from around the world who are expected to share their perceptions on practical solutions for sustainable development through global innovative efforts.

The event focused exclusively on one of the most important development challenges of our time: how do we behold the future possibilities of Bangladesh vis-à-vis other regional and global economies and ways to counter the obstacles in our economic advancement. Our vision is ambitious, which is to reshape the path of economic growth.

Economic Scenario of Bangladesh

While the world economic growth is hovering around 3.0 to 3.5 per cent (1.5 per cent growth by Europe, 2.4 percent by USA, 3.4 per cent by Sub-Saharan economies and around 5 percent by Asian economies, marking a sluggish leaning), Bangladesh has managed a steady ascending curve over the last two decades which now stands at 7.11%.

Prospects

Pundits believe that Bangladesh will graduate to Middle Income Country by 2021 featured by 8 percent GDP, 34 percent private investment, and 31 percent industrial growth. It could be the 30th largest economy by 2030 having double digit economic growth, $ 6000 Per Capita Income and is likely to join the club of developed economies by 2041 through a glorious paradigm shift from conventional economy.

Investment areas

This trend has created a credible investment climate and opportunities in wide ranging manufacturing and service industries especially in high potential billion dollar opportune sectors like backward linkage industry, shipbuilding, pharmaceuticals, ICT, automotive, leather and footwear, agro processing, plastic, physical infrastructure in Bangladesh to accelerate the growth engine and spur domestic and foreign direct investment dynamics.

Purpose of the seminar

Against the above backdrop, DCCI arranged this international meet to discuss futuristic strategies to facilitate the advancement of untapped investment ambience in Bangladesh for Sustainable Development as also to discuss necessary reforms in development sector and how to carry this reform to the next phase.

Session topics

The day-long meet was spread out in five sessions apart from the opening and concluding plenary:

Session 01: Bangladesh's Energy Economy

How to make the energy secure for next 100 years?-
How will an energy revolution revitalize Bangladesh's economy?
Progress of energy discovery, conservation and economic use,
Regional energy security collaboration: Boosting energy-driven productivity

Session 02: Water and land resource management, sustainability and environment impact

Saving rivers, reservoir and land: what constitutes water management? Water allocation: river basin planning, siltation, land protection and land recovery, pollution control, monitoring, economic, financial and information management. Alterations in the hydrologic regime due to global climatic, demographic and economic changes have serious consequences for people and the environment.

Session 03: Era of Infrastructure: Bangladesh Context

Asia-Pacific infrastructure spending will likely approach $5 trillion a year by 2025. How are new infrastructure initiatives and megaprojects reshaping regional and global growth? Bangladesh national priorities that is imperative for a strong infrastructure, opportunities for public-private collaboration. For a strong rail, road and water communications: Ways to advance and prospects of development; Tourism opportunities: National and regional connectivity; Losses in GDP due to poor communications infrastructure and strategy.

Ways of development through fiscal and monetary policy for promoting New Entrepreneurship, Friendly Banking and capital market for New Investment and Industrialization. How are new infrastructure initiatives and megaprojects reshaping regional and global growth through capital financing? Impact on Transit and Transshipment.

Session 04: Sustainable Development Goals (SDGs) 2030

Bangladesh, a role model of MDG success and frontier of SDG, needs potential private sector led road-map to steer relentless and inclusive socioeconomic advancement aligning SDG 2030 for global paradigm shift. Discussion will spotlight on pressing challenges, key avenues of stake in Industry, business and potential sustainability roles, way-out of private sector to improve the current socioeconomic ambiance easing SDG achievement.

Session 05: The Next Billion Dollar opportunities in Bangladesh

Our highly potential span of import-substitute and export oriented potential manufacturing and service industry along with energy, physical infrastructure and water resource development stimulated and opened up enormous inbound Billion dollar Investment opportunities to roll-out result oriented economic visions. In this regard, Session will have focused promotional presentation from Industry leaders and critical discussions on seven thrust industrial sectors having immediate Billion dollar Investment opportunities.

Participation

Several hundred people from developed and emerging markets to participated, including ministers, entrepreneurs, economists, consultants, researchers and other innovative minds. They put forwarded thoughtful perceptions on changing dynamics of SAARC, EU, ASEAN, NAFTA and exclusively on Bangladesh future.

Additionally, the event featured leading companies, venture capital firms, academic institutions, NGOs from Asia, North America, Europe and other parts of the world.

Outcome

The meet end with a ‘national action plan’ calling for a long lasting economic development through identification of key challenges and prepare ways to overcome those. From here a clear diagram of the energy security based on sustainable dependency on wind, power, coal, and gas or solar will be established by expert recommendation. Ways to remove bottle necks in infrastructure and transportation will also be found, a roadmap will be drawn to foster development and increase efficiency in water and land resource management, SDG will be clearly visible with immense hopes of achievement, and finally the prospects will be flung open e for a great billion dollar opportunity in this land of business.

Thoughtful deliberations of outstanding individuals from around the globe helped contribute to national economic policy reforms and set realistic action plan that would lift Bangladesh to the ranks of developed economies within next thirty years.

Billion Dollar Opportunities

In order for Bangladesh to play a vital role in bringing about national and global harmony, the wide array of opportunities in different sectors that have been identified as the "Billion Dollar Opportunities" must be brought to fruition. The opportunities are listed below:

ICT

$300 million export oriented ICT industry targets to reach $5 billion by the year 2021 and $50 billion by the year 2041. Potential of being the largest export earning sector because of higher value addition encompassing business process outsourcing, software and IT enable services.

RMG & Backward linkage of Textile

RMG industry is the largest export earner with a value of $28.84 billion, contributing 82 percent to the total export earning of the country. Export earning is expected to reach $50 billion by the year 2021 and $150 billion by year 2041.

Leather and Footwear

Global leather & footwear market is about $215 billion of which Bangladesh accounts for $1.29 billion which is 0.6 percent of global market. This $1.29 billion export oriented industry aims to reach $5 billion by the year 2021 and $25 billion by the year 2041.

Pharmaceuticals and API

This sector is growing in Bangladesh at 15 percent annually. The hi-tech intensive Pharmaceuticals industry meets 97 percent of local demand. Most of the Pharmaceuticals companies depend on imported raw materials called active pharmaceutical ingredient (API). This industry targets to achieve $5 billion export earnings by the year 2021 and $25 billion by the year 2041.

Light Engineering and Automobile

This industry is recognized as the high priority sector in "Industrial Policy 2016" and Special Development Sector in "Export Policy 2015-18". This sector meets around 50 percent of the domestic demand. It will grow exponentially with GDP growth and earn $15 billion by the year 2041.

Blue Economy

Global marine economy envisaging coastal tourism, trade & shipping, off-shore oil & gas and fishery is worth $530 billion which is expected to grow to $3.5 trillion by the year 2041. Bangladesh has huge potential to explore manifold marine economy based activities grabbing 2.5% of global share equivalent to $105 billion by the year 2041 as Bangladesh has a maritime boundary of about 1,18,813 Sq. kilometer.

Agro, Agro Processing and Allied Industry

Agro, Agro Processing and Allied Industry including jute processing accounts for 15 percent of GDP and earns around $2 billion from export to 104 countries. This industry envisions export earning of $3.5 billion by the year 2021 and $20 billion by the year 2041.

HRD for overseas employment

Remittance received from NRBs reached around $15 billion in 2015 which is approximately 7.5 percent of GDP in Bangladesh. In the year 2015-16 around 6,84,537 Bangladeshi workers migrated to different countries. This remittance inflow is expected to reach $21 billion by the year 2021 and $119 by the year 2041.

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। **জনাব এম এইচ রহমান**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০২। **জনাব আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৩। **জনাব বেনজির আহমেদ**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৪। **জনাব হোসেন খালেদ**
সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৫। **জনাব হুমায়ুন রশিদ**
ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৬। **জনাব সৈয়দ তৌফিক আলী**
প্রাক্তন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই।

২০১৬ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি/আধাসরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
২	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৩	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিশেষ সভা	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ মন্ত্রণালয়	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৬	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কাউন্সিল সভা	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৭	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৮	বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল)	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৯	পলিসি এ্যাডভাইজরি কমিটি অফ বিজেনেস ফিন্যান্স ফর দি পুওর ইন বাংলাদেশ	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
১০	ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্ত ব্রাক বিজনেস স্কুল	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
১১	ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এনআইএফটি)	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো/ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন / BIMSTEC	
১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মেক্সিকোতে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধার্থে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ইমপোর্ট পলিসি, ট্যারিফ, ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ২০২০ সালে দুবাই এ অনুষ্ঠিতব্য "Expo-2020" শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬
৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ কর্তৃক D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) অনুসমর্থনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ইমপোর্ট পলিসি, ট্যারিফ, ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও'র ট্রেড বিষয়ক টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স সংক্রান্ত ওয়াকিং গ্রুপ-এর সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ইমপোর্ট পলিসি, ট্যারিফ, ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৩-২০১৪" প্রদানে প্রতিষ্ঠান চুড়ান্ত নির্বাচনে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ২৩ ও ২৪ আগষ্ট, ২০১৬ সময়ে ডব্লিউটিও'র Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) শীর্ষক প্রশিক্ষণে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ইমপোর্ট পলিসি, ট্যারিফ, ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) বিষয়ের উপর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন উপস্থাপন সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ইমপোর্ট পলিসি, ট্যারিফ, ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "General Agreement on Trade in Services (GATS): Opportunities for Bangladesh" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ইমপোর্ট পলিসি এবং ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "National Export Trophy 2013-14" শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
১০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত e-Commerce শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব রিয়াদ হোসেন পরিচালক, ডিসিসিআই
১১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Review of Supply and Price Situation of Essential Commodities বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব দ্বীন মোহাম্মদ আহ্বায়ক, প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত Working Group on Trade related Technical Assistant-এর সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (গবেষণা শাখা), ডিসিসিআই
১৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত WTO's 10th Ministerial সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (গবেষণা শাখা), ডিসিসিআই
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত Nairobi Declaration of the WTO and Way Forward শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ইম্পোর্ট পলিসি, ইন্ডেন্টিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "Actitive Pharmaceutical Ingredient Export" সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, আমদানি নীতি, ট্যারিফ, ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "Non Tariff Barriers, Anti-Dumping Duty and Countervailing Measure" প্রশিক্ষণে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (গবেষণা শাখা), ডিসিসিআই
১৭	ডিআইটিএফ ২০১৭ এর প্রতিষ্ঠান ও পণ্য নির্বাচন উপ-কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশিদ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৮	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত আগামী ২০-২৩ এপ্রিল, ২০১৭ সময়ে হংকং-এ অনুষ্ঠিতব্য মেলায় অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬
১৯	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত আগামী ২৯ জানুয়ারী - ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ সময়ে ভারতের গৌহাটীতে অনুষ্ঠিতব্য মেলায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬
২০	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য "BRICS Trade Fair, New Delhi, India" শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬,
২১	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দুবাই-তে অনুষ্ঠিতব্য "International Autumn Trade Fair 2016" শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণের বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬,
২২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত "6th Edition of Annual Investment Meeting in Dubai" শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬
২৩	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ল্যাটিন আমেরিকান দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, আমদানি নীতি, ট্যারিফ, ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
২৪	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে অশুল্ক বাধা হচ্ছে কি না তা যাচাই করে দেখা জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ইমপোর্ট পলিসি, ট্যারিফ, ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
২৫	BIMSTEC কর্তৃক আয়োজিত Regional Integration in Asia: Perspective form China শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএসএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী যুগ্ম সচিব (গবেষণা শাখা), ডিসিসিআই
Ministry of Finance / এনবিআর		
২৬	কর্তৃক আয়োজিত "5th Bangladesh-Sri Lanka Joint Economic Commission" শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশিদ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
২৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত "ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প", প্রশিক্ষণ কোর্সে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	মিসেস তামান্না সুলতানা উপ-সচিব (ডিবিআই)
২৮	FBCCI & NBR কর্তৃক আয়োজিত the Training for Trainers (ToT) on Online VAT System সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব খায়রুল বাশার সহ আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ স্ট্যান্ডিং কমিটি
২৯	এনবিআর আয়োজিত Income Tax Law শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩০	এনবিআর আয়োজিত Foreign National Working in Bangladesh and Applicable Tax on their employees বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩১	এনবিআর আয়োজিত "Finalizing the draft SRO on Advance Ruling" শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব খায়রুল বাশার সহ আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩২	এফবিসিসিআই এবং এনবিআর যৌথভাবে আয়োজিত "Partnership Dialogue" শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই ও জনাব খায়রুল বাশার, সহ আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ স্ট্যান্ডিং কমিটি

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
শিল্প মন্ত্রণালয়/ এসএমই ফাউন্ডেশন/ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন/ বিএসটিআই		
৩৩	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬" উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৩৪	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত National Productivity & Quality Excellence Award-2015 বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খ. আতিক-ই-রাব্বানি, এফসিএ সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৩৫	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Improving Institutional Regulatory and Coordinatin Framework and SME শীর্ষক Stakeholders' Consultation সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খ. আতিক-ই-রাব্বানি, এফসিএ সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৩৬	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত BTAC গভর্নিং বডি-এর ১০২তম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
৩৭	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত National Industrial Policy-2016 এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নমূলক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব দাতা মাগফুর প্রাক্তন পরিচালক ও আহ্বায়ক, এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড কোম্পানী ল বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩৮	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই) কর্তৃক আয়োজিত "রাবার অ্যান্ড প্লাস্টিকস" শাখা কমিটির ২০১৬-২০১৮ মেয়াদের ১ম (উদ্বোধনী) সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার প্রাক্তন সহ-সভাপতি ডিসিসিআই এবং আহ্বায়ক, ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স
৩৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) বিষয়ের উপর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক পরিচালক, ডিসিসিআই
৪০	বিএসটিআই আয়োজিত Paints and Allied এর ১ম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৪১	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আয়োজিত ঢাকা জেলার আওতাধীন বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই এর জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৯ তম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং আহ্বায়ক, ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি মিসেস সামসুন নাহার সহ-আহ্বায়ক, ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪২	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আয়োজিত ঢাকা জেলার আওতাধীন ঢাকা শিল্পনগরী (কেরানীগঞ্জ) ও বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই-এর জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৮ তম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং আহ্বায়ক ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি মিসেস সামসুন নাহার সহ-আহ্বায়ক, ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৪৩	এসএমই ফাউন্ডেশন এর অডিট কমিটির ৫ম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খ. আতিক-ই-রাব্বানি, এফসিএ সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৪৪	হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর গভানিং কাউন্সিল পুনঃগঠন সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব সেলিম আখতার খান পরিচালক, ডিসিসিআই
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
৪৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ কর্তৃক ডি-৮ অনুসমর্থনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ইমপোর্ট পলিসি, ট্যারিফ, ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৬	Ministry of Foreign Affairs আয়োজিত Inter Ministerial meeting on specific recommendations to deepen relations with Latin American Countries সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আসিফ এ চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৪৭	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত Business Potentials with Latin American Countries শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আসিফ এ. চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
	Ministry of Planning	
৪৮	Ministry of Planning আয়োজিত Economic Thematic Working Group এর Developing the National CSR Guideline শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব একেএসএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী যুগ্ম সচিব (গবেষণা শাখা), ডিসিসিআই
৪৯	Ministry of Planning কর্তৃক আয়োজিত Economic Thematic Working Group সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
	ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	
৫০	ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং আহ্বায়ক, ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫১	ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত "ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তাবায়ন" বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব দ্বীন মোহাম্মদ আহ্বায়ক, প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫২	ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত Law & Order সংক্রান্ত ৩টি সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং আহ্বায়ক, ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৫৩	ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত Protection of Childs and Women in favour of Law and Order শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং আহ্বায়ক, ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫৪	ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত Law & Order সংক্রান্ত আইন, শৃংখলা, ভোক্তা অধিকার, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খন্দকার শহীদুল ইসলাম প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং আহ্বায়ক, ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ Jute Diversification Promotion Centre/ Bangladesh Jute Goods Exporters' Association		
৫৫	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের স্টীয়ারিং কমিটির ৮ম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৬	Jute Diversification Promotion Centre-এর স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
বিবিধ		
৫৭	Bangladesh Jute Goods Exporters' Association আয়োজিত Polling Officer for BJGEA এর নির্বাচন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব রাসেল আহমেদ সহকারী সচিব (বোর্ড অ্যাফেয়ার্স ও সদস্যপদ)
৫৮	Business Promotion Council এর ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব সেলিম আখতার খান পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৯	Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক আয়োজিত Course of Business Outreach on "Procurement of Goods, Works and Services": কোর্সে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, কমন সার্ভিস, ডিসিসিআই জনাব অনিমেষ চন্দ্র সাহা (পার্থ) উপ প্রধান হিসাবরক্ষক, ডিসিসিআই মিসেস নাতাশা কঙ্কাবতী, উপ-সচিব (লাইব্রেরী) জনাব উৎপল সাহা উপ-সচিব, ডিসিসিআই জনাব মোঃ আল-আমিন সিনিয়র অফিসার (একাউন্টস)
৬০	Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক আয়োজিত Course of Business Outreach on "Procurement of Goods, Works and Services" কোর্সে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আব্দুল মালেক উপ প্রধান হিসাবরক্ষক, ডিসিসিআই জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান উপ-সচিব, ডিসিসিআই জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী সচিব (এস্টেট), ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৬১	Dhaka Industry City-এর ১৮ তম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং আহ্বায়ক, ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬
৬২	Dhaka Metro RTC-এর সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	ক্যাপ্ট. (অব) মোঃ নুরুল হক সহ আহ্বায়ক, ঢাকা সিটি ট্রাফিক বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই
৬৩	বাংলাদেশ রেলওয়ে আয়োজিত ঢাকা অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো (আইসিডি) তে অধিক পরিমান কন্টেইনার পরিবহন বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব শাহজাদা এ হামিদ আহ্বায়ক, ব্লু ইকোনমি, ন্যাশনাল কমিউনিকেশন এবং আইসিডি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই
৬৪	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত Exchange of views programe between the Entrepreneur Development Institutions Accredited under Refinance Scheme for New Entrepreneur in Cottage, Micro and Small Enterprise Sector and Bank and non-Bank শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খ. আতিক-ই-রাব্বানি, এফসিএ সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৬৫	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ৭০তম উন্মুক্ত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	ইঞ্জি. মোঃ নুরুল আক্তার আহ্বায়ক, ন্যাশনাল এনার্জি স্ট্র্যাটেজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬
৬৬	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গ্যাসের ট্রান্সমিশন চার্জ, ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৭	এমসিসিআই আয়োজিত Budget 2016-2017: Our Expect শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
৬৮	The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) কর্তৃক আয়োজিত Standing Committee on SMEs সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব রাশেদুল করিম মুন্না আহ্বায়ক, এসএমই এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন অ্যান্ড ইটুকে বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৬৯	দ্রুততম সময়ে কোরবানী পশুর বর্জ্যমুক্ত করার লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব উৎপল সাহা উপ সচিব (এস্টেট), ডিসিসিআই
৭০	National Workshop on South Asia Sub-regional Economic Cooperation Vision Document, Dhaka	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
৭১	DCCI Representative on National Roundtable on Doing Business Reforms	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
৭২	সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কর্তৃক আয়োজিত ৪র্থ যাকাত মেলা-২০১৬ তে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার-২০১৬

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কাজকর্ম, দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্মক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০১৬ সালে মোট ২৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতোমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেন ঃ ড. মিজানুর রহমান শেলী-চেয়ারম্যান, সৈয়দ কামাল উদ্দিন-সদস্য, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন-সদস্য, জনাব এ এস এম কাসেম-সদস্য, জনাব এম এ মোমেন-সদস্য এবং জনাব হোসেন খালেদ-সদস্য। এ প্রকাশনাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন জনাব রহমান জাহাঙ্গীর।

এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৬

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতিতে, নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন সংস্থার বিবেচনার জন্য এবং কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর "এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার সার্ভিসেস" স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে আসছে। ২০১৬ সালে এই কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে, সেগুলো হলো ঃ ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন ও বহুমুখীকরণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। বাংলাদেশের কৃষিখাতের সাথে গবাদি পশু, মৎস্য ও বন প্রভৃতি খাতসমূহও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন, সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন ঃ কৃষির ইতিহাস, কৃষি জমি, চাষ পদ্ধতির ধরণ, কৃষি শ্রমিক, কৃষি ঋণ, কৃষি সামগ্রী বিপণন, কৃষি নীতি, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

গত ০৬ জুন, ২০১৬ তারিখে এ কমিটি ইউএসএআইডি এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন্স প্রজেক্ট (ডিএআই) এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে "আম বাজারজাতকরণে সহায়ক নীতি পরিবেশ" শীর্ষক জাতীয় ডায়ালগ এর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মহাপরিচালক জনাব হামিদুর রহমান ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনোজ কুমার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হলেও কৃষি খাতের জন্য চাষযোগ্য জমির মোট পরিমাণ কমেছে প্রায় ৩ মিলিয়ন হেক্টর। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানে দেশ কৃষি খাতের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তিনি আরোও জানান, আম প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সরকার সাতক্ষীরার কলরোয়া অঞ্চলে "হট ওয়াটার মেশিন" স্থাপন করেছে। এছাড়াও সরকার আম বাজারজাতকরণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং এ বাবদ ৬০০-৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে বলে অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেন। তিনি আমাদের সনাতনী কৃষি ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি জনাব হামিদুর রহমান বলেন, সরকার রাজধানীর শ্যামপুর এলাকায় ফল পরীক্ষার জন্য একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তিনি ফল-মূল রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানামুখী পণ্য উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই-এর পরিচালক এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব সেলিম আখতার খান বলেন, বাংলাদেশে উৎপাদিত আমের গুণগত মান অত্যন্ত ভাল এবং আমাদের উচিত এর বাজারজাতকরণের প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হওয়া। তিনি সকল ধরনের ফলে ফরমালিনসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক কেমিক্যাল জাতীয় পদার্থ ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোরারোপ করেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব সেলিম আখতার খান সমন্বয়কারী পরিচালক, এডভোকেট আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন এবং সর্বজনাব মোঃ খোরশেদ আলম, মেজর সৈয়দ মুনীবুর রহমান (অবঃ), মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এনামুল হক পাটোয়ারি, নাসির উদ্দিন এ. ফেরদৌস, আব্দুস সোবহান, এসএম মোজাম্মেল হোসেন, এ.কে.এম.শরিফুল ইসলাম, মোহাম্মদ ফজলুল মমিন, মোঃ শাহ্ জামাল মিঞা, নূর হোসেন, সৈয়দ তাজুল বাশার তপু, মোহাম্মদ নুরুন নবী, এফসিএ, এ.আই.এম. হাসানুল মুজিব, মোহাম্মদ হাবিব রশিদ, সারমাদ মানসুর, তারেক হাসান, আবু বকর মোঃ সিদ্দিক, গাজী হুমায়ূন কবির, মোঃ শফিউর রহমান, মোঃ নুরুল হুদা, মশিউর রহমান, মোস্তফা কামাল আহমেদ,এসিএ, আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফা আলী চৌধুরী, আজিজুল আবেদিন, মমিন উদ দৌলা, আরিফুল হক এবং মিসেস কাজী মুন্নী ও মিসেস মোহাম্মদী খানম এ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Civil Aviation, Tourism and Service Sector Development Standing Committee 2016

Civil Aviation, Tourism and Service Sector Development Standing Committee of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) is formed to look after and identify the bottlenecks of country's tourism and civil aviation sector. This committee regularly conducts meeting throughout the year to discuss various issues relating to tourism potentials of Bangladesh. Geographically Bangladesh is situated in a position where tourism sector gets advantage. At present RMG sector is the highest foreign exchange earner of Bangladesh but if we nurture the tourism sector it can be the highest foreign currency earner.

This committee recommended for the development of country's various prospective areas including taking measures to attract foreign tourists as well as domestic tourists. The committee also recommended for developing tourism industry in the private sector. Three meetings of this committee were held this year. In these meetings distinguished members of the committee put forwarded their valued opinions relating to the development of country's tourism and civil aviation. Members of the committee underscored the importance of security measures and modernization of our main International Airport. For the modernization of Hazrat Shahjalal (Rh.) International Airport, according to the recommendation of this committee DCCI sent a letter to the concerned authority this year. We need to diversify our tourism products to attract tourists and encourage them to make repeated visits.

As per the recommendation of this committee DCCI prepares a Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with Bangladesh Tourism Board (BTB). DCCI communicated with BTB and the organization has agreed to sign the MoU to strengthen research capacity in tourism sector. After getting kind consent of Honorable Minister for Civil Aviation and Tourism as the chief guest the proposed MoU will be signed.

This committee already recommended the Board of Directors of DCCI for organizing an international tourism conference early in the next year. The Board appreciated the idea and accepted the proposal of this committee. It is to be noted that as an initiative of this committee the country's first ever Tourism Fair was held in 2000 in Dhaka. The committee also recommended to include tourism and tourism infrastructure as a part of discussion topic in the upcoming international conference organized by DCCI titled "New Economic Thinking: Bangladesh 2030 and Beyond" to be held on December 21, 2016. Coordinating Director of this committee attended various international tourism fairs held abroad where he requested the donor agencies to give priority to DCCI conducting various projects for the development of tourism sector. Convenor of the committee also attended various tourism related meetings in different organization on behalf of DCCI.

This year Mr. Muktar Hossain Chowdhury as Coordinating Director, Mr. Sumon Talukder as Convenor and Mr. Ikram Dhali as Co-convenor performed their responsibilities. The other members of this committee are Mr. M A Rashid Shah Shamrat, Syed Habib Ali, Mr. Osman Gani, Mr. SM Habibur Rahman, Mr. Md. Hanif, Lion Engr. Md. Mostafa Kamal, Mr. Sharif Al Mamun, Mr. AKM Shamsuddin, Mr. Md. Sharif Hasan, Mr. M A Mannan, Mr. Md. Shahjamal Mia, Mr. Md. Nazmul Haque, Mr. M A Hamid, Mr. Imran Ahmed, Mr. Md. Ashrafuzzaman, Mr. Md. Abul Khair, Mr. M Mafizur Rahman, Mr. Ron Haque Sikder and Mr. Md. Abdullah Al Mamun.

Standing Committee on "Country Branding and Positioning Bangladesh for Industrial Growth & International Relation Development" – 2016

This Standing Committee has been working as a platform to deal with all matters, issue and problems related to country branding and positioning for making effective recommendations to concerned authorities for the true development of the nation. The committee also reviews the present activities regarding country branding and positioning in Bangladesh and find suitable solution and ensure proper coordination with the stakeholders to ensure effective strategies and formulate suggestions from time to time to ensure proper environment for Bangladesh for being an emerging nation as an Asian Tiger by 2021.

During the year 2016, four meetings were held under this Standing Committee among them one meeting was held at Baridhara Cosmopolitan Club Ltd. (BCCL) followed by dinner, hosted by Kh. Rashedul Ahsan, Convenor of the committee.

Under this committee Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and the Energy Efficient Engagement (3e) Programme of DANIDA in collaboration with Nordic Chamber of Commerce & Industry (NCCI) organized a seminar on "Bangladesh A Great Potential for Energy Efficient Industry" at Hotel Six Season, Gulshan, Dhaka. Mr. Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, Senior Secretary of Ministry of Industries, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest while Ambassador of Denmark in Bangladesh H. E. Mr. Mikael Hemnity Winther was present as the special guest.

Representatives from this committee have participated in various meetings at different Ministries/departments of the Government and various organizations. Members of this Standing Committee participated in DCCI trade delegation to various countries headed by the President, DCCI.

Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI as Coordinating Director; Kh. Rashedul Ahsan as Convenor and Mr. Rashed Ali as Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year 2016. The other distinguished members of the Standing Committee were: Syed Almas Kabir; Mr. Md. Saifur Rahman; Mr. Md. Sakhayet Ullah; Mr. Md. Ahasanul Kabir; Mr. Mamun Ur Rashid Mustafa; Mr. Gofran Farooque; Mr. Md. Nizam Uddin; Alhaj Golam Mostafa Ali Chowdhury; Mrs. Shabina Begum; Mr. Mahmud Hasan and Mr. Golam Zilani.

Standing Committee on Customs, VAT, Taxation, NBR Related Issues-2016

This standing committee deals with the matters related to rules and procedure of customs, VAT, taxation and NBR related issues and prepares effective policy recommendations for simplification and rationalization of the taxation systems in the country. The committee also focuses on the problem faced by the business community regarding customs, VAT, tariff and taxation and suggest for their remedial measures. The committee also prepares effective and fruitful recommendations on National Budget.

At the beginning of the year an annual activity calendar was prepared and the committee tried to maintain the schedule. Under this committee, seven meetings were held and three special meetings on DCCI TAX Guide were held. The committee framed proposition on National Budget FY 2016-17 focusing on Income Tax, VAT, Tariff and potential industries which was submitted to FBCCI, NBR and Ministry of Finance respectively. In the National Budget proposal, the committee recommended 153 (One Hundred Fifty Three) budget recommendations.

Under the supervision of this standing committee the chamber has published its one of the regular publications "Tax Guide 2016-17". The tax guide was distributed free of charge in order to raise awareness about Tax-related matters to all the members of the chamber. This year Tax Guide is prepared using the internal resources and the committee regularly guided the officers engaged in its publication procedures. The book was unveiled by Hon'ble Finance Minister Mr. AMA Muhith, Ministry of Finance, Govt. of Bangladesh. During the unveiling ceremony. Among others, National Board of Revenue (NBR) Chairman Md. Nojibur Rahman was present at the ministry.

Representatives from this committee/DCCI participated in various meetings at different Ministries/departments.

Mr. Kamrul Islam, FCA, Director, DCCI as Coordinating Director; Mr. Haider Ahmed Khan, FCA, Former Sr. Vice President, DCCI as Convenor; Mr. Md. Khayrul Bashar, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other members of the Standing Committee were: Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI; Alhaj Abdul Aziz Sarker, Former Director, DCCI; Mr. A. K. Mizanur Rahman, FCA; Mr. Md. Ikram Dhali; Md. Habib Ullah Tuhin; Mr. Md. Shahid Hossain; Major Syed Munibur Rahman (Retd).; Mr. Md. Sakhayet Ullah; Mr. M. Mosharrof Hossain; Mr. Mohammed Nizam Uddin Talukder; Mr. Md. Sharif Al Mamun; Mr. Manoranjan Bhakta, FCA; Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA; Mr. P. K. Roy, FCA; Mr. Azizul Abedin; Mr. Momin Ud Dowlah; Mr. Md. Shamim Bhuiyan; Mr. Saiful Islam Chowdhury; Mr. M. Shafiqul Alam, FCA; Mr. ASM Nazrul Islam; Mr. Noor Hossain; Mr. Swadesh Ranjan Saha, FCA, FCS, FMAAT and Engr. Kazi Mahbubur Rahman.

ডিসিসিআই পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৬

ডিসিসিআই-এর ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করে থাকে। ডিসিসিআই প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত ডিসিসিআই রিভিউ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্যাক্স গাইড, কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা, ইনট্রোডিউসিং ডিসিসিআই, ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস, ব্রশিউর, ফ্লায়ার, শুভেচ্ছা কার্ড, ডেলিগেশন ব্রশিউর ইত্যাদি। এ সকল প্রকাশনাসমূহের মানোন্নয়নসহ দেশের সার্বিক প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্য। তাছাড়াও এ কমিটি দেশের মুদ্রণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন করে আসছে।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ডিসিসিআই পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি নিরলস কাজ করে আসছে। এ কমিটি সৃজনশীল প্রকাশনা বৃদ্ধির সুপারিশও প্রণয়ন করেছে। ডিসিসিআই পাবলিকেশনস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা এর বাংলা সংস্করণ "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" প্রকাশিত হয়েছে।

এ বছর এ কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কমিটির সুপারিশের আলোকে এবং ডিসিসিআই পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীতে প্রিন্টিং ও পাবলিশিং ও লাইব্রেরি খাতের উপর সেমিনার আয়োজন করা হবে। ঢাকা চেম্বারের ইতিহাস রচনা ও প্রকাশের বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনায় চেম্বার সচিবালয় কাজ করে যাচ্ছে। বইটি এ বছর প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। কমিটির সদস্যবৃন্দ ডিসিসিআই'র পক্ষ হতে একটি ই-বুলেটিন প্রকাশ করার প্রস্তাব করেছে, যেখানে দেশবরেণ্য লেখকদের লেখা প্রকাশের সুপারিশ করা হয় এবং ৫ বছর অন্তর অন্তর ডিসিসিআই'র মেম্বার ডিরেক্টরি মুদ্রণের সুপারিশও করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত এ বছরও ডিসিসিআই পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ভ্যাট ট্যাক্স স্ট্যান্ডিং কমিটি যৌথভাবে ট্যাক্স গাইড ২০১৬-১৭ প্রকাশনায় শতভাগ সফলতার সাথে কাজ করেছে। এ কমিটি ডিসিসিআই'র জনসংযোগ শাখার আধুনিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নেও আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। এ কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিসিসিআই রিভিউকে সকল সদস্যদের মাঝে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।

ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস বইটি ইতোমধ্যেই পাঠকদের মধ্যে সাড়া সৃষ্টি করেছে। ডিসিসিআই কার্যালয় থেকে বইটি সংগ্রহ করা যাবে।

জনাব ওসমান গনি, সমন্বয়কারী পরিচালক এবং ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে এ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়াও জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, জনাব মোঃ শরিফুল আলম, জনাব নাসির হোসেন, জনাব এম এস সিদ্দিকী, ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ), ডঃ খলিলুর রহমান, জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন, জনাব কামরুল হাসান সায়ক, জনাব রাহাদুল ইসলাম ভূঁইয়া, কাজী রাজিউর রহমান, জনাব কাজল দেবনাথ, জনাব মাহবুবুর রহমান সোহেল, জনাব মোঃ ইলিয়াস মোল্লা, জনাব রঘুপতি সেন, জনাব মাজহারুল ইসলাম, জনাব রাব্বানী জব্বার, ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মেহেদী হাসান এবং জনাব মোঃ শরিফুল আলম, কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণ, ভবনের ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সুবিধা-অসুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করা, খালি স্পেসসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীল প্রস্তাবনা এবং পর্ষদ অনুমোদিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও চেম্বারের এস্টেট সংক্রান্ত আইনগত বিষয়গুলোর বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

ডিসিসিআই-এর সিংহভাগ আয়ের উৎস ভাড়া। কমিটির দিক নির্দেশনানুযায়ী ভবনের খালি জায়গাসমূহ ভাড়া দেয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে ১০৮৭৫ বর্গফুট ইতোমধ্যেই ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য স্পেসগুলোতে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদানের সিদ্ধান্ত দাপ্তরিকভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে। এ কমিটির দিকনির্দেশনায় নিয়মিত ভাড়া আদায় এবং ভাড়াটিয়াদের সাথে অব্যাহত সুসম্পর্ক বজায় রাখা হচ্ছে।

৬৫নং প্লট অবমুক্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের পর মন্ত্রণালয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত যোগাযোগের প্রেক্ষিতে আপিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

চলতি বছরে এ কমিটির ৩টি সভাসহ ডিসিসিআই-এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত কাজে কমিটি চেম্বার কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিক বৈঠক করেছে ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ইতোমধ্যে পুরাতন সিন্ডলার লিফট পরিবর্তন করে মেসার্স রেজিওনাল ট্রেডার্স হতে সিগমা ব্রান্ড-এর নতুন লিফট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘদিনের পুরাতন ১২ তলা বিশিষ্ট ডং ইয়াং লিফট এর ক্যাবিনসহ Decoration করার জন্য কমিটির প্রস্তাবনায় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে Face Lifting এবং অফিসের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা সাশ্রয়ীভাবে যুগোপযোগী মান সম্পন্ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে। ব্যস্ততম মতিঝিল এলাকার যানজটে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে চেম্বারের সদস্যদের সহজে সেবা প্রাপ্তির বিবেচনায় গুলশান-১ এ ডিসিসিআই গুলশান সার্ভিস সেন্টারের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ এ কমিটির তদারকিতে সম্পন্ন হচ্ছে। ঢাকা উত্তরের সদস্যদের সেবা প্রদানের সুবিধার্থে এ বছরে ডিসিসিআই-এর জন্য গুলশান-১ এ ৩৪০৫ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট bti Land Mark কর্তৃক নির্মিতব্য ল্যান্ড ওনার এর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে যা আগামী অক্টোবর ২০১৭-এ ফ্ল্যাটটি চেম্বারের নিকট হস্তান্তর করবে। এছাড়া এ কমিটির প্রস্তাবনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পূর্বাচলে ৩০০ ফুট রাস্তার পার্শ্বে অন্তত ১খন্ড জায়গা ক্রয়ে রাজউক এর প্লট প্রাপ্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এ কমিটির পরামর্শক্রমে ভবনের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ, সৌন্দর্য্য বর্ধন ও ভাড়া আদায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ কমিটি ডিসিসিআই-এর আইনগত বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

এ বছর জনাব হোসেন আখতার, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব হোসেন এ সিকদার, আহ্বায়ক এবং মিসেস শামসুন্নাহার, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ জনাব কে জি করিম, জনাব এম আবু হোরায়রাহ, জনাব এম আনওয়ারুল হক, জনাব মোহাম্মদ ওসমান ফারুক, জনাব এ কে এম শামসুদ্দিন, ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন, ইঞ্জিঃ এম এ ওহাব এবং জনাব এস কে বাদল।

ঢাকা সিটি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬

ঢাকা সিটি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি। ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট, গণপরিবহন সংকট মোকাবেলা এবং যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে এ কমিটি বাস্তবভিত্তিক সুপারিশমালা প্রণয়ন ও তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে প্রেরণের সুপারিশ করে থাকে। যানজট মুক্ত ভাবে যাত্রী সাধারণ ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আধুনিক সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নীতি সহায়তা প্রদানে সরকারের সাথে ডিসিসিআই সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এ বছর কমিটির মোট তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর কমিটির পক্ষ থেকে যানজট নিরসনে আধুনিক সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রেলওয়ের আধুনিকায়নের উপর দুটি সেমিনার আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলেও দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতে প্রধান অতিথি হিসেবে মন্ত্রী মহোদয়গণের শিডিউল পাওয়া না যাওয়ায় যথা সময়ে সেমিনার দুটি আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। সেমিনার দুটি আগামী ২০১৭ সালের প্রারম্ভে আয়োজন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। এ কমিটির তত্বাবধানে এবং পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী রিজিওনাল কানেক্টিভিটির উপর আয়োজিত সেমিনারের সুপারিশমালা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

কমিটি রাজধানীর যানজট ও ক্রমবর্ধমান গণপরিবহন সংকটের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। পরবর্তীতে কমিটির সুপারিশমতে রাজধানীতে গণপরিবহন বৃদ্ধির সুপারিশ জানিয়ে বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান বরাবর একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে।

এ বছর অনুষ্ঠিত তিনটি সভাতেই ব্যবসায়ের ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কিভাবে অবদান রাখতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে সরকার কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের তাগিদ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি অসহনীয় যানযট দূরীকরণে বাস্তবভিত্তিক কিছু সুপারিশও এ কমিটি সভাসমূহের মাধ্যমে প্রদান করে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনেরও সুপারিশ করা হয় এ কমিটির পক্ষ থেকে। সমন্বিত ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এর প্রয়োজনীয়তার উপর কমিটির সদস্যবৃন্দ সভাসমূহে জোরারোপ করেন। রাজধানীর ক্রমবর্ধমান যানজট হ্রাসের উপায় নিরুপণ ও করণীয় নির্ধারণে কমিটির সদস্যবৃন্দ সভসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রণয়ন করেন।

২০১৬ সালে এ কমিটিতে জনাব এ. কে. ডি. খায়ের মোহাম্মদ খান সমন্বয়কারী পরিচালক, মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির আহ্বায়ক এবং ক্যাপ্টেন (অবঃ) মোঃ নূরুল হক সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যান্য সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেনঃ সর্বজনাব এম আবু হোরায়রাহ্, দ্বীন মোহাম্মদ, সুমন তালুকদার, এম এ মান্নান, মোঃ শাখায়াত উল্লাহ্, শাহজাদা এ হামিদ, মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মোঃ আনোয়ার হোসেন, ড. এম খোরশেদ আলম, মনোরঞ্জন ভক্ত এফসিএ, মোঃ শাহজামাল মিয়া, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সৈয়দ সাইফুল ইসলাম, আহসানুল হক (আহসান), মোঃ শরিফুল আলম, সৈয়দ হাবিব আলী, একেএম শামসুদ্দিন, মোস্তফা কামাল এসিএ এবং ইঞ্জিনিয়ার এম শরিফুল আলম।

Standing Committee on "Export Policy, Promotion, Diversification, Multilateral and Bi-lateral Trade Agreements" 2016

During the year 2016, total three meetings were held under this Standing Committee. The meertings discussed various issues related to Export Policy, Export Promotion, Multi-lateral and Bi-lateral Trade Agreement, FTA etc of Bangladesh. In pursuant of exploring new export destinations, the committee discussed about compiling views of Ambassadors/High Commissioners of targeted export markets.

The committee proposed to hold a seminar on "Creating Market Diversification for Sustainable Export Growth". The seminar would focus on unlocking enormous promising opportunities for Bangladeshi products particularly for wide range of RMG and Agro products offered by the potential importing counties in Central Asia, East Asia and Africa.

Representatives from this committee have participated in various meetings at different Ministries/ departments of the Government and various organizations. Members of this Standing Committee participated in DCCI trade delegation to various countries headed by the President, DCCI.

Khandakar Abdul Muktadir as Coordinating Director; Mr. Tahsin Aman as Convenor; Mr. Md. Kabir Hossen, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities the year. The other members of the Standing Committee were: Mr. A.K.M. Delwar Hossain; Dr. Lokiat Ullah; Mr. Md. Mamunur Rahman; Mr. Mamun Ur Rashid Mustafa; Mr. Md. Ahasanul Kabir; Sk. Md. Waliul Islam; Mr. Abdur Rahim Sagor; Mr. Parvez Ahmed; Mrs. Kazi Munni; Mr. A.I.M. Hasanul Mujib; Mr. Rashed Ali; Mr. Nanna Miah; Mr. Md. Ikram Dhali; Mr. Md. Tareq Hasan; Mr. Md. Lutfur Rahman; Mr. Md. Neyamat Ullah Mazumder and Mr. Md. Munir Hossain.

Standing Committee on "FDI, Industrial Policy and Company Law" 2016

The standing committee reviews the ecosystem of foreign direct investment (FDI), industrial policy and company law of Bangladesh with a view to simplify the process for developing sustainable FDI inflow route towards diverse industries and manufacturing units. Analyzing international best practices and cross-country comparison, the committee endeavors to improve inbound FDI climate and encourage industrialization through policy advocacy, stakeholder consultation and sensitizing private sector and concerned government agencies.

With a view of the above, the committee formulated an Annual Activity Calendar. Based on this activity calendar, total two stranding committee meetings and one working group meeting were held during the year. Following the recommendation of the meetings, the committee organized a seminar titled "National Industrial Policy-2016: Opportunities of Industrialization and Investment in Bangladesh". Mr. Amir Hossain Amu, Honorable Minister, Ministry of Industries, GoB graced the seminar as the Chief Guest. The seminar shaped recommendations focusing on salient features of National Industrial Policy 2016 to make it more effective to harness the emerging opportunities, enabling sustainable and enforceable eco-system which would encourage investment and promote industry led intensive growth. Moreover, members of this committee participated various meetings, round table discussion organized by development partners, BIDA and Ministry of Industry.

Mr. Sameer Sattar, Director of DCCI was the Coordinating Director of the committee. Mr. Data Magfur Former Director of DCCI was the Convenor and Engr. Akber Hakim was Co-Convener of the Standing committee for the year 2016.

The Members of the standing committee were Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Former Director of DCCI;Mr. Rizwan-ur Rahman, Former Director of DCCI, Mr. Md. Shahjahan Siddiqui, Mr. Md. Ahasanul Kabir; Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA; Mr. Mohammad Habib Rashid; Mr. Md. Saifur Rahman; Mr. Tapan Krishna Podder, FCA; Mr. Zeyad Rahman; Mr. N K A Mobin, FCA and Mr. Shams Mahmud

Standing Committee on "Financial Institutions, Capital Market and Services" 2016

The Standing Committee acts as a platform to deal with the matters related to financial sector and make effective recommendations to concerned authorities for the true development of this sector. It also reviews the present activities of Central Bank and Commercial Banks, and Non-Banking Financial Institutions, Capital Market of the country and recommends measures to strengthen the sector.

During the year 2016, two meetings were held of this Standing Committee. The committee has planned to organize a Round Table Discussion (RTD) on "Vision 2021-Role of Capital Market-Achieving the Milestones" at the end of this year to Identify problems and guidelines of this sector.

Mr. Kamrul Islam, FCA as Coordinating Director, Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Former Director, DCCI as Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other members of the Standing Committee were; Mr. Tapan Krishna Podder, FCA, FCMA, Mr. A.K. Mizanur Rahman, FCA, Mr. Mafizuddin Sarker, Engr. Akber Hakim, Mr. Zeyad Rahman, Mr. N K A Mobin, FCA, Mr. Mohammad Nurun Nabi, FCA, Mr. P.K. Roy, FCA and Dr. Enayet Karim.

ডিসিসিআই হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬ কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম বিষয় হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট শিল্পের বিকাশ ও প্রসারে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন। হাউজিং, রিয়েল এস্টেট সংশ্লিষ্ট সরকারের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ তৈরি করে পর্ষদে পেশ করা, বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের উপায় অবলম্বনের জন্য গ্রহণযোগ্য পরামর্শ ও সুপারিশ তৈরি করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৬ এর এ বছর অনুষ্ঠিত ৪টি সভায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

১) How to improve the housing sector and reducing interest rate on housing loan.

২) Utility Environment (গ্যাস) Liquefied LNG Import and connecting with the Gas grid and extending to households rather than only to industries.

৩) Registration Fee, Stamp Duty, 2nd /3rd Time Resale Registration fee ইত্যাদি হ্রাস করা।

৪) Regulatory Environment cost হ্রাস করা সহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট শিল্পের অবদান, হাউজিং, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীগণের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও ক্রেতা সাধারণের সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ রাখা হয়।

এছাড়াও এ কমিটির সভায় ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবাসন শিল্পের ব্যবসায়ীদের উপর প্রভাব ও তার প্রতিকার শীর্ষক সেমিনারের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। এ কমিটির উদ্যোগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী প্রকৌশলী মোশাররফ হোসেন, এমপি মহোদয়ের সাথে ঢাকা চেম্বার নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎকার এবং হাউজিং শিল্পের বর্তমান গ্যাস সংকট সহ অন্যান্য বিষয় আলোচনা ও সুরাহার বিষয়ে প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে। আবাসন প্রকল্পগুলোর বর্তমান গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের স্থায়ী সমাধান শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক প্রস্তাবিত সভা ও গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

জনাব সেলিম আখতার খান, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব নাসির হোসেন, আহ্বায়ক, ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে এ কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব এম মোশাররফ হোসেন, ইঞ্জিঃ মোঃ আল-আমিন, জনাব দুলাল চৌধুরী, জনাব আব্দুস সোবহান, জনাব মোস্তফা কামাল, জনাব এস কে বাদল, জনাব এম এ ওহাব, জনাব মফিজউদ্দিন সরকার, আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফা আলী চৌধুরী, জনাব মোঃ শরিফ হাসান, এসিএস, জনাব তাজুল বাশার টিপু এবং জনাব মোঃ শফিউর রহমান।

'হিউম্যান রিসোর্স, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬

ডিসিসিআই-এর "হিউম্যান রিসোর্স, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও বিদেশে চাকুরির সুযোগ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পরিস্থিতি উন্নয়নে গ্রহণযোগ্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তা সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে প্রেরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিদেশে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কর্মরতদের অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে থাকে।

"হিউম্যান রিসোর্স, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬ এর মোট ২টি সভা এ বছর অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির ১ম সভায় বার্ষিক খসড়া কর্মসূচির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শ্রমবাজার, সেই মোতাবেক জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বহির্বিশ্বে জন সম্পদ প্রেরণের উপর কমিটির সদস্যগণ গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় সদস্যগণ বলেন, বিদেশে দক্ষ জনবলের অনেক চাহিদা আছে কিন্তু দক্ষ জনবলের অভাবে সে সুযোগ কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে বিদেশে চাকুরির সুযোগ কাজে লাগানো হলে দেশের অর্থনীতি আরো মজবুত হবে। সদস্যগণ বিদেশে শ্রমিকদের ভাল বেতনের নিমিত্তে তাদেরকে English এবং IT বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং বহির্গামী জনবলকে বিদেশ গমনের পূর্বে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সদস্যগণ চাইনিজ ভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

দক্ষ জনবল তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মতামত গ্রহণ পূর্বক এ বছর দু'টি সেমিনার আয়োজন বিষয়ে সদস্যগণ মতামত দেন। কমিটির ১ম সভার সুপারিশ মোতাবেক "Best HR Practices for SME's in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। পরবর্তীতে উক্ত সেমিনারের পরিবর্তে National Skill Development অথবা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দিনব্যাপী workshop আয়োজনের কমিটির সুপারিশ পর্ষদ সভায় অনুমোদিত হয়।

সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত workshop-এ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে ২০১৭ সালের প্রারম্ভে যে কোন সময় workshop-টি আয়োজন করা হবে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানি, এফসিএ সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব রাকিব মোহাম্মদ ফখরুল, আহ্বায়ক এবং জনাব এ কে মিজানুর রহমান, এফসিএ, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেনঃ ক্যাপ্টেন মোঃ নুরুল হক (অবঃ), জনাব এস. এম. জিল্লুর রহমান, জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন, জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট, মিসেস সামসুন নাহার, জনাব মোঃ শরিফ হাসান, এসিএস এবং জনাব মোহাম্মদ নুরুন নবী, এফসিএ।

Standing Committee on "Import Policy, Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation Standing Committee" -2016

This standing committee deals with the matters related to Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation and prepares effective policy recommendations for inclusion in the Import Policy Order. The committee also works to formulate recommendation to put forward to the government for hassle free business in Bangladesh by reducing cost of doing business. Trade facilitation is of significant importance because it is all about reducing time in international trade. Facilitation of trade through improving customs and port administrations, as well as removing other non-tariff barriers supports the just-in-time supply chain approach required by internationally competitive manufacturers. The mission of Import Policy, Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation Standing Committee is to act as an integrated approach to combine all effort and efficiency of a number of government agencies as well as private parties and individuals.

This year the committee deal as with the matters related to Import Policy, Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation. Identified prevailing problems faced by the importers, indentors and traders. Prepared Budget Recommendations on Import Policy, Indenting, Tariff and Trade Facilitation. The Committee reviewed the implementation of the Import Policy Order, Indenting Policy, Tariff Rationalization and Trade Facilitation measures taken by the government from time to time.

The committee proposed to hold a seminar on "Trade in Service: Challenges & Opportunities for Bangladesh". The objective of the seminar will be focused on the prospective challenges and opportunities for our businesses in Service Trade internationally.

Representatives from this committee participated in various meetings at different Ministries/ departments.

During the year, Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI and Coordinating Director; Mr. M. S. Siddiqui as convenor; Mr. Imran Ahmed as Co-Convenor of the standing committee performed their responsibilities. The other members of the Standing Committee were: Mr. M. Bashir Ullah Bhuiyan, Former Director, DCCI; Mr. Md. Neyamat Ullah Mazumder; Mr. Md. Khayrul Bashar; Sk. Md. Waliul Islam; Dr. Lokiat Ullah and Ms. Mohammodi Khanam.

Standing Committee on National Energy Strategy for Private Sector Development, Environment, Global Warming, Renewable Energy, Carbon Trading and Pollution Control" 2016

The standing committee on "National Energy Strategy for Private Sector Development, Environment, Global Warming, Renewable Energy, Carbon Trading and Pollution Control"-2016 of DCCI acted as a platform to provide relevant policy direction, strategies and recommendations to Government for development of power and energy sector, environmental sustainability and tackle impact of climate change. During the year 2016, the committee organized two meetings. Based on the recommendations of the meetings, total two seminars were organized by this standing committee.

The first seminar was organized focusing on prospects and challenges of energy and power sector in line with our economic growth target set in the 7th Five-Year Plan. Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, BB, Hon'ble Adviser to the Prime Minister on Power, Energy & Mineral Resources Affairs graced the seminar as the Chief Guest. Dr. Mohammed Tamim, Professor Department of Petroleum & Mineral Resources Engineering, BUET delivered Key Note paper at the seminar.

The second seminar was organized focusing on a contemporary issue which identified as key cause for delaying the commercial operation of power projects. The title of the seminar was "Issues & Challenges of Financial Closure of large and mega Power Projects". Dr. Mashiur Rahman, Economic Affairs Adviser to the Hon'ble Prime Minister, graced the occasion as the chief guest. Mr. M. Fouzul Kabir Khan, Former Secretary, Power Division, GoB presented Key Note Paper at the seminar. Moreover, representative from banks, financial institutions, IPPs and relevant government agencies participated in the seminar. The seminar focused on the challenges and issues of financial negotiations, deals and sourcing faced by local Banking and financial companies and local IPPs which affect the smooth financing and commencement of commercial operation of large scale projects in power sector resulting in decelerate expected power sector development of Bangladesh.

Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President of DCCI was the Coordinating Director of the committee. Engr. Md. Nurul Aktar was the Convener and Mr. Iqbal Hussaiyn was Co-Convener of the Standing committee for the year 2016.The Members of the standing committee were Mr. A K M Nurul Huda Pintoo, Mr. Shahzada A. Hamid, Mr. Md. Saifur Rahman and Mr. Md. Ahasanul Kabir.

"ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটি, ২০১৬

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬ এর কার্যপরিধিতে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, উন্নত যুবসমাজ গঠন, চোরাচালান রোধ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে সরকারের নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করাও এ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতেই এই কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, আহ্বায়ক খন্দকার শহীদুল ইসলাম ও সহ-আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান-এর উপস্থিতিতে কমিটির কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের বিষয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চেম্বারের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মাঝেও এবছর এই কমিটির দুটি সভা ও একাধিক প্রস্তুতিমূলক সভাসহ একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও এই কমিটির আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর "প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

এই কমিটির মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মাদক ব্যবসায়ী ও তরুণ সমাজে মাদক গ্রহণের প্রবণতা, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, হত্যা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ডাকাতি ইত্যাদি বিষয়ে এবং পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, আমদানিকৃত পণ্যের পরিবহন খরচ এবং ঢাকা-শহরে সর্বত্র বিশেষ করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র এবং কূটনৈতিক এলাকায় অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরা স্থাপনসহ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন এবং এলাকাভিত্তিক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মহলকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়।

এই কমিটির কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমন্বয়কারী পরিচালক ও আহ্বায়ক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে গত ৪ জুন, ২০১৬ তারিখে "রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। এই মতবিনিময় সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এর সম্মানিত কমিশনার জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান মিয়া, বিপিএম, পিপিএম। এই সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়াউর রহমান এবং নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ছিলেন ঢাকা জেলা প্রশাসক এর এডিসি। এছাড়াও ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানি, এফসিএ এবং পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ সহ চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দ এবং এই কমিটির আহ্বায়ক খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সহ-আহ্বায়ক ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন রকম সমস্যার কথা তুলে ধরা হয় এবং সমস্যা সমাধানে সরকারের সহযোগিতার জন্য আহবান জানানো হয়।

জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, সমন্বকারী পরিচালক, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, আহ্বায়ক এবং জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই, আবসার করিম চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই, এ কে মোঃ শামসুদ্দিন, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই, দ্বীন মোহাম্মদ, সুমন তালুকদার, মোঃ ইকরাম ঢালি, ক্যাপ্ট. মোঃ নুরুল হক (অবঃ), মোঃ দেলোয়ার হোসেন, হাজী আব্দুর রাজ্জাক, আশফাকুর রহমান, নান্না মিয়া, মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ।

Standing Committee on "Blue Economy, National Communication, Transportation and Infrastructure Development and Port, Shipping and ICD/EPZ/SEZ" - 2016

This Standing Committee deals with multidisciplinary issues such as emerging opportunities of blue economy, physical infrastructure, transportation and communication network of Bangladesh with an aim of improving business and investment enabling facilities and strengthening position of Bangladesh in global infrastructure competitiveness index.

During the year 2016, three meetings were held of this Standing Committee. Diverse issues related to harnessing the untapped opportunities of Blue Economy, operationalizing pamngoan ICT, marine cooperation with India, Sri Lanka, Thailand, full-fledge operation of Pangon Inland Container Terminal were discussed in the meetings.

Upon recommnadation of the meeting, a seminar titled "New Investment Horizon: Blue Economy" was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) on 20th August 2016 at DCCI Auditorium. Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, BB, Adviser to the Prime Minister on Power, Energy & Mineral Resources Affairs graced the occasion as the Chief Guest. Rear Admiral (Retd.) Md. Khurshed Alam, ndc, psc, Secretary, Maritime Affairs Unit, Ministry of Foreign Affairs and H.E. Ms. Marcia Stephens Bloom Bernicat, Ambassador, U.S. Embassy in Bangladesh graced the event as the special guests. The recommendations emerged from this seminar placed to the concerned Government agencies with a view to equip Bangladesh through policy ecosystem as well as capacity for exploiting the emerging opportunities of blue economy.

Representatives of this committee participated in various meetings at different Ministries/departments of the Government. Members of this Standing Committee participated in DCCI trade delegation to various countries headed by the President, DCCI.

Mr. Mohammad Shahjahan Khan, Former President DCCI as Coordinating Director; Mr. Shahzada A. Hamid as Convenor and Mr. Md. Habib Ullah Tuhin, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. Nazir Hossain, Former Director, DCCI; Mr. M. Bashir Ullah Bhuiyan, Former Director, DCCI; Major Md. Yead Ali Fakir (retd), Former Director, DCCI; Capt. Md. Nurul Haque (Retd); Mr. Md. Anwar Hossain Mondal; Mr. Md. Delwar Hossain; Mr. Shantanu Das; Mr. Md. Ahasanul Kabir; Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA; Mr. Md. Ikram Dhali; Syed T. Hossain Jahangir and Mr. Md. Munir Hossain.

Standing Committee on "Industrial Labour Relations, Factory Compliance and Corporate Social Responsibility" - 2016

This Standing Committee deals with the matters related to Industrial Labour Relations, Factory Compliance and Corporate Social Responsibility. This committee focuses on ways to improve labour relations in industries for sustainable business growth, interact with government on the development of the law and support DCCI members' factory compliance, provide services for CSR policy development and corporate governance.

During the year 2016, two meetings were held of this Standing Committee. Under this committee a study of anomalies between Bangladesh National Building Code and Accord Building Standard has been prepared by DCCI Research Department. The committee has proposed to organize a seminar based on this study paper. The objective of the seminar was to prepare policy based on the difference between Accord / Alliance policy and other buyers Compliance.

Representatives from this committee have participated in various meetings at different Ministries/departments of the Government and various organizations. Members of this Standing Committee participated in DCCI trade delegation to various countries headed by the President, DCCI.

Khandakar Abdul Muktadir, Director, DCCI as Coordinating Director; Ms. Safina Rahman, Convenor and Mr. M.A. Mannan, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI; Ms. Samsun Nahar; Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA; Mr. Abdus Sobhan; Mr. Mohammed Sohel; Sk. Md. Waliul Islam and Mr. Nanna Miah.

Standing Committee on "Projects, BBA College, DBI, Education, Research, Library and Knowledge Center"-2016

In short, the main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on "Projects, BBA College, DBI, Education, Research, Library and Knowledge Center-2016" of DCCI are:

1. To formulate appropriate policies and oversee the preparation of Annual DBI Training Calendar and professional academic courses like BBA and MBA to provide need-based education services.
2. To consider and evaluate viable projects in cooperation with National and International Partners of progress.
3. To guide DCCI Research Cell, Knowledge Centre, Library and DCCI in its activities.

Three meetings of the Standing Committee were held on February 23, 2016, April 25, 2016 and September 20, 2016 respectively. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

1. Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre undertaken during the year 2016 are given below:

As recommended by the Standing Committee, the DBI Training Calendar 2016-17 (April-March) was prepared, published and distributed among the target groups. Regarding Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM(P), 19th batch (January-June, 2016) and 20th batch (July-December, 2016) of Certificate Course were successfully started with forty three (43) and fifty (50) participants respectively. In addition, 21 and 18 participants have registered for Advanced Certificate and 14 & 13 participants for Diploma courses respectively in 2016. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them increase their knowledge, efficiency and advance better job opportunities. Examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in April, August & October, 2016 successfully. Total number of examinees were 223 modules/participants in April, 232 modules/participants in August and 184 modules/participants in October, 2016. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction. As to short training courses from January to September, 2016, Sixteen (16) training courses were held. In these courses 261 (two hundred and sixty one) trainees participated with an average of 16.31 participants per course. During the same period fourteen (14) daylong workshops were held by Knowledge Center and 188 (One hundred and eighty eight) trainees participated in the workshops with an average of 13.42 participants per workshop.

2. Activities of BBA College are summarized below:

DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors since its inception. At present, 5 batches are running at a time and DBI College is taking necessary steps to welcome its 6th batch. Besides class lectures- individual and group presentation, case study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students' potential. Much efforts have been taken to enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity. It is worth mentioning that DBI College has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. Accordingly, Class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee, Media & Communication Committee etc have been developed.

Under Counseling Committee, students are counseled regularly to resolve their issues regarding academic and morality. As a result, their self-motivation process has been improved. **Mention may be made that 4 (four) students of 1st batch have been selected as Interns at Bangladesh Bank for which DBI College has conveyed thanks and gratitude to the proper authority of Bangladesh Bank. Besides, other students have also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Mercantile Bank Ltd., City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd., & some other IT firms.**

Steps are being taken to attract and retain good students in large group. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals but with a cautions disposition, even though National University has shown confidence the ability of DBI College for running the BBA Professional Programme successfully.

3. The Activities of DCCI Research & Development (R&D) Department are summarized below:

Arranged Seminar/RTD/Workshop/Unveiling program-13; Call On Meeting-5; Speech/Talking Points (Both at Chamber and Outside)- 70; Proposals on National Budget 2015-16 -138; Power Point Presentation – 05; Summary Outcome/Report- 13; Participation of Research Department officials in different Meetings, Seminars etc.- 30; Research/Investigative Study on Industrial Sector & Private Sector Development- 11; Prepare Key Note Paper/ Thematic/Topical Paper- 2; Message for various publications of DCCI and others- 05; Updated Bilateral Trade Statistics of Bangladesh-223 (Countries); Comments/Proposals/Recommendations on National Issues – 04; Review of MoU signed between DCCI & Others- 04; Other Comments/Inputs- 8; Publications- 05; Project Activities – 04; Economic Indicators of Bangladesh – 02; Standing Committee (10) Meetings – 28; Other Activities: Minutes of the 54th AGM (2015) of DCCI; DCCI Annual Report-2015 Activities: i) Prepared Report of the Board of Directors of DCCI-2015, ii) Compiled DCCI Comments/Proposals on National Acts/Policies, iii) Compiled Summary Outcome/Report of various Seminars/RTDs/Workshops; Prepared Reports of Annual Activities of 10 Standing Committees of DCCI; Prepared Annual Activity Calendar of DCCI, 2015; DCCI Tax Guide, 2016-17 Related Activities; Tax and Trade Related Information Dissemination along with services to the Distinguished Members of DCCI; Tax and Trade Related Information Dissemination along with services to the Distinguished Members of DCCI; Prepared and sent various letters to different Ministries, Divisions, Agencies, Private Organization both local and Multi-national; Regular e-mail correspondences with various stakeholders; Any other Task as and when requested by the President and Management of DCCI.

4. The activities of Library are summarized below:

Dhaka Chamber has a well equipped library. DCCI Library has been serving satisfactorily to its honorable members, faculty members, students and its office staff since its inception. It is the backbone of the research and development activities of DCCI and DBI College having a good collection of Reference books, Directories, Magazines and BBA course related books. It has also an archive section with rare collections including government & non-government publications, national & international business & commercial publications with study space. In total the library has about 5293 books. DCCI members also use it particularly for International tenders and consulting International Directories. Allow users especially for students to borrow a good number of books and also serve to the Library members regarding various business information from internet.

The following activities were undertaken in the Library and Information Department in 2016:

1. Collection

- Collection of trade publications from Private & Public sectors and dissemination of the same among members by providing photocopy facilities.
- Collection of International Trade and Business Directories, Journals, Magazines and business literature for reference service.
- Collection and preservation of Govt. Documents, Acts, Ordinances, Policies, etc.
- Collection and Preservation of Training Papers, Research Papers, Reports on Workshops, Conference, Seminar, Symposium held at the DCCI, in the Country and Abroad.
- Purchase of BBA Course related Books for BBA Students.

During October, 2015 to September, 2016 the following Documents were collected in the Library:

- Text Books (Classification, Accessioning and shelving)-157
- Reference Books (Directories, Magazines, Journal, etc)-1060
- Tender Documents: 1) Tender Received Schedule- 488 and 2) Tender Letter issued- 291
- Training Materials- 29

2. USER SUPPORT

On an average 10-15 business member, 40-50 students, 4-6 faculty members, 8-10 In house staff and Others use the library everyday.

K. Atique-E-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee; Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI convenor and Mr. Saeed Uz Zaman Co-Convenor of the Standing Committee respectively. The other members of the Standing Committee are: Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Anwarul Haque (Former Director, DCCI:); Mr. Md. Shahjahan Siddiqui, Syed Almas Kabir, Mr. Md. Mamunur Rahman and Dr. Khalilur Rahman.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং - ২০১৬

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয় যা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এ কমিটি সরকারি মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশ এখনও গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি এর যতটা আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন সেটিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে অনেক সময় নিতে দেখা যায় না। তদুপরি ব্যবসায়ী সমাজের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতার (Corporate Social Responsibility or CSR) বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এ কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপুঞ্জী প্রস্তুত করা হয় যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক,

সহ-আহ্বায়ক ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে মতামত প্রদান করে থাকেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, বিপণন ও মূল্য স্থিতিশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই-এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব কে জি করিম। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন বিষয়ে গণশুনানিতে ডিসিসিআই-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ অধিকার (Protection of Consumer Rights)

প্রাথমিক ধারণা এবং আওতা (Primary Concept Paper & Scope)

ভোক্তা অধিকার কি এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকারসমূহঃ

- পণ্য, সেবা, ঔষধপত্র, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের রয়েছে কিছু মৌলিক অধিকার। সেগুলো সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার।
- আজ তাই ভোক্তা অধিকার কোন শ্লোগান নয়, একটি মানবিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যু। ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রত্যেক ভোক্তার প্রাপ্য।
- মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ভোক্তারা বা ক্রেতা-সাধারণ একটি শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতাকে ভোক্তার পছন্দের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।
- তত্ত্বগতভাবে একজন বিক্রেতা এবং সেবা প্রদানকারীর প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড ভোক্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে এটা স্বাভাবিক এবং তিনি সচেষ্ট হবে কিভাবে ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। এক কথায়, ভোক্তার সন্তুষ্টি লাভের অধিকারই ভোক্তা অধিকার।

জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত ক্রেতা-ভোক্তার অধিকারসমূহ:

০১। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরনের অধিকার;
০২। নিরাপদ পণ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার;
০৩। পণ্যের উপাদান, ব্যবহারবিধি, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি তথ্য জানার অধিকার;
০৪। ন্যায্য মূল্যে সঠিক পণ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার;
০৫। অভিযোগ করার ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার;
০৬। কোন পণ্য বা সেবা ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার;
০৭। ক্রেতা-ভোক্তা হিসেবে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভের অধিকার;
০৮। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ ও বসবাস করার অধিকার।

ভোক্তার দায়িত্বসমূহ: (Consumers Responsibilities)

ক) সংহতি; (Solidarity)
খ) সমালোচনামূলক সচেতনা; (Criticism Awareness)
গ) কার্যক্রম; (Action)
ঘ) সামাজিক দায়বদ্ধতা; (Social Concern)
ঙ) পারিপার্শ্বিক / পরিবেশ সচেতনতা (Environmental Awareness).

এ কমিটির মাধ্যমে যে সমস্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়, তা হচ্ছেঃ

০১। "প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং" অ্যান্ড "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিসিয়েটিভ" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে যৌথ সভা আয়োজন করা এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন।

০২। **"চোরাচালান, দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মূল্য বৃদ্ধি"** বিষয়ক একটি সেমিনার অথবা গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন এর প্রস্তাব রাখা হয়।

০৩। বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর মেয়রদ্বয়কে আমন্ত্রণ জানানো অথবা সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মেয়রদের সাথে দেখা করা।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটি ইতোমধ্যে ১টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা এবং একটি ল অ্যান্ড অর্ডার স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে যৌথ সভা আয়োজন করে। কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ জনাব কে জি করিম, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব দ্বীন মোহাম্মদ, আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন জনাব এ কে মোঃ সামছুদ্দিন, জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন; শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম; জনাব মোঃ ছাখায়েত উল্লাহ; জনাব আশফাকুর রহমান; জনাব এম এ রাজ্জাক; জনাব হাজী মোঃ মিয়া হোসেন; জনাব বিল্লাল হোসেন; জনাব মোঃ শরিফুল আলম; জনাব মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ।

এ কমিটিতে কো-অপ্ট সদস্যবৃন্দঃ আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই; খন্দকার শহীদুল ইসলাম, প্রাক্তন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই; জনাব এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই; জনাব হোসেন এ সিকদার, প্রাক্তন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই; জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান।

এসএমই এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন অ্যান্ড ইটুকে স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬

এসএমই এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন অ্যান্ড ইটুকে বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে সুদীর্ঘ ছয় দশক যাবৎ এর সদস্যগণকে এবং সর্বোপরি ব্যবসায়ী সমাজকে বহুমুখী সেবা প্রদানসহ সরকারকে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণী সহায়ক সুপারিশ/মতামত প্রদান করে আসছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত সঠিক নীতিমালা এবং পদক্ষেপের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং বিগত প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ৬ শতাংশের অধিক হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা এ যাবৎ ৭.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ৭ম বার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপিতে এর অবদান ৩২% এ উন্নীতকরণ এবং দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১২.৯ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের ১৮-৪০ বৎসরের ৬০ মিলিয়ন কর্মশক্তিকে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখা সম্ভব।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটি বাস্তবধর্মী বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা এবং অধিক হারে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৩ সালে **"ডিসিসিআই ইটুকে"** নামে দেশের বৃহত্তম ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়নের মহতী কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং জুন ২০১৪ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদ্যোক্তা ও ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে Mega Expo আয়োজন করা হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ঢাকা চেম্বারকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সরকারের সঠিক দিক-নির্দেশনায় বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে ঢাকা চেম্বার এর **"ডিসিসিআই ইটুকে"** প্রকল্প দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কাঙ্খিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠন যেমনঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প; যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর; ইয়ুথ ফোরাম; বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম, ব্যাংক; আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ডিসিসিআই উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী গতিশীল রয়েছে। এরই চলমান প্রক্রিয়ায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ২০১৬ সালে ২ (দুই) দিন ব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা এবং নবীন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে SME Exposition আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত SME Exposition এ নবীন উদ্যোক্তা এবং ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে স্টল বরাদ্দ দেয়া হবে। স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে Cottage, Agro-based Industries, Jute, ICT, Leather etc কে প্রাধান্য দেয়া হবে। এতে উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক তাদের পণ্য প্রদর্শন এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মতামত, ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ থাকবে। এ **SME Exposition** এর মূল উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতায় উদ্যোক্তা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ করে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন। কিন্তু ঢাকা চেম্বারের একটি মেগা ইভেন্ট **"New Economic Thinking: Bangladesh 2030 Beyond"** চলতি বছরের ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে আয়োজন করা হবে বিধায় ডিসিসিআই সভাপতি মহোদয়ের পরামর্শে উল্লেখিত মেলাটি ২০১৭ সালের প্রথম দিকে আয়োজন করা হতে পারে।

এসএমই এন্ট্রাপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন অ্যান্ড ইটুকে বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে অন্যান্য যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, তা হচ্ছেঃ

০১। ইটুকে প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন বাংলায় প্রকাশ করা।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের শিল্প নীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) বিষয়ক যে সমস্ত সুপারিশ, নিয়ম নীতি, পরামর্শ আছে তা সংগ্রহ করে ইটুকে প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসিসিআই তে সংরক্ষণ ও সম্মানিত সদস্যদের সেবা প্রদান করা।

০৩। ডিসিসিআই ইটুকে প্রকল্পকে আরো গতিশীল ও এর কার্যক্রম প্রসারিত করার জন্য প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমান বাজেট নির্ধারণ ও অনুমোদন নেয়া।

০৪। ইটুকে প্রকল্পে জরুরীভাবে ওয়েবসাইট উন্নয়ন এবং বাংলায় প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

০৫। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিষয়টি অনেক বড় শিল্প হিসেবে বিবেচিত বিধায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য এ মূহুর্তে বিগত বছরের প্রস্তাবিত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল নিয়ে সেমিনার আয়োজন করা সমীচীন হবে না।

০৬। ইটুকে প্রকল্পে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন পাওয়ার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ডেমো প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণের কার্যক্রম পুনরায় আরম্ভ করা যেতে পারে।

০৭। বিভিন্ন ট্রেড লাইসেন্স এর উপর প্রায় ৩/৪ গুণ বেশি টাকা বর্তমানে আদায় করা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ইতোমধ্যে ডিসিসিআই এ বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করেছে কিন্তু তা ফলোআপ করা আবশ্যক।

০৮। ডিসিসিআই এসএমই স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে প্রতি বছরই অন্ততঃ ২/৩ দিনের এসএমই মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। উক্ত মেলা আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প সম্পৃক্ত থাকার জন্য আবেদন জানানো। প্রস্তাবিত মেলায় পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে কিছু খাতভিত্তিক প্রজেক্ট প্রোফাইল উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১০। বীমা সেবা শিল্প বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করার প্রস্তাব করা হয়। সেমিনার আয়োজনে বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিজিং কোম্পানীর সাথে এমওইউ (সমঝোতা স্মারক) স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

এ কমিটির সম্মানিত সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, সহ আহ্বায়ক, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সভা, সেমিনার এ ডিসিসিআই পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এ কমিটির ২০১৬ সালে ৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা, ২টি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব মামুন আকবর, সমন্বয়কারী পরিচালক, ডিসিসিআই; জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না, আহ্বায়ক; জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন: জনাব এম আনওয়ারুল হক, সদস্য ও প্রাক্তন পরিচালক; মিসেস সুরাইয়া আলম, সদস্য; জনাব সারমাদ মনসুর, সদস্য; জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সিএফসি, সদস্য; মিসেস নাসরিন আনোয়ার চৌধুরী, সদস্য; জনাব এ কে মিজানুর রহমান, এফসিএ, সদস্য; জনাব মোস্তফা কামাল আহমেদ, সদস্য; জনাব মামুনুর রশিদ মোস্তফা, সদস্য; জনাব এ এন এম খালেকদাদ খান, সদস্য; মিসেস কাজী মুন্নি।

টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬

টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস্ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর অটোমেশন বিষয় অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রীন চেম্বার হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা, বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় সরকারের নীতি, বিধিমালা বিষয় প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা ও পরামর্শ দেয়া এ কমিটির উদ্দেশ্য ও আদর্শ। এ বছর কমিটি ৩টি সভা, ২টি ওয়ার্কিং কমিটির সভা এবং ই-কমার্স বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করেছে।

ডিসিসিআই কে পূর্ণাঙ্গ ইআরপি করার লক্ষ্যে পর্ষদে ইতোমধ্যেই অটোমেশন, গ্রীন চেম্বার, আই এস ও ৯০০০ ইত্যাদি বিষয় কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কমিটির সুপারিশক্রমে বিভিন্ন শাখায় যেমন হিসাব বিভাগ, মেম্বারশীপ, গবেষণা, ডিবিআই, বিবিএ, লাইব্রেরী, জনসংযোগ, কমন সার্ভিস, এইচ আর, প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্টোর, এস্টেট প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সফট্ওয়্যার ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ডিসিসিআইতে পূর্ণাঙ্গ ইআরপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিটি এবং সহ-সভাপতি মহোদয় আলাপ করেছেন এবং ইতোমধ্যে ডেবনেট (Devnet Limited) প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ডিসিআইকে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

এ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

০১। এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর মডেল অনুযায়ী যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে ডিসিসিআই-এর স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ সে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করার উদ্দেশে কাজ করবে। ডিসিসিআই-এর সংশ্লিষ্ট সকল স্ট্যান্ডিং কমিটি সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ, ভিশন, মিশন প্রস্তুত করতে পারে। জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত এবং বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন বিষয় (Sustainable Development Goals (SDG) of United Nations) কর্মকাণ্ডের সাথে ডিসিসিআই একই উদ্দেশ্যে ও আদর্শে কাজ করে যাচ্ছে।

০২। এ কমিটির মাধ্যমে গত ০৫ জুন, ২০১৬ ইং তারিখে "Transforming Wholesale & Retail Business through e-Commerce" বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ অধিদপ্তরের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

০৩। কমিটির সুপারিশক্রমে বর্তমানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল এবং ই-মেইল এর পাশাপাশি গুগল ক্যালেন্ডার এর মাধ্যমে আরো দ্রুত বার্তা প্রেরণ করার জন্য ইতোমধ্যেই অফিসকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বর্তমানে তা চালু আছে।

০৪। আগামীতে এ কমিটির সুপারিশক্রমে ক) "Prospects & Challenges of e-Commerce: Opportunities for SMEs" খ) "Cyber Security & Mobile Financial Service" গ) "Intellectual Property Rights" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করার প্রস্তাব করা হয়।

০৫। এ কমিটির মাধ্যমে আরো সুপারিশ গৃহীত হয় যে, ডিসিসিআই হিসাব বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল শাখায় পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে, যেমন: এইচ আর, মেম্বারশীপ, স্টোর, লাইব্রেরী ইত্যাদি।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব রিয়াদ হোসেন, সমন্বয়কারী পরিচালক, সৈয়দ আলমাস কবির, আহ্বাহক এবং জনাব আসিফ মাহমুদ, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন: জনাব সালাউদ্দিন আবদুলাহ্, জনাব টি আই এম নুরুল কবির, জনাব শামীম আহসান, সৈয়দ মামনুন কাদের, জনাব আসরাফুল এইচ চৌধুরী, জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন, জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, জনাব রেজওয়ানুর রব জিয়া, মিসেস লুৎফুননিসা সাউদিয়া খান, জনাব এস এম রফিকুল হাসান, জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার, জনাব এ এন এম খালেকদাদ খান, সৈয়দ হাবিব আলী, জনাব মোহাম্মদ নায়েম আব্দুল্লাহ, সৈয়দ সাইফুল ইসলাম, ইঞ্জিঃ মো নুরুল হুদা, জনাব মোঃ নাজমুল হক, জনাব মোঃ আহসানুল কবির, জনাব আজিজুর আবেদিন এবং জনাব সুমন তালুকদার।

ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং শিল্পপণ্যের বিকাশে দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণে এ কমিটি কাজ করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা এবং দেশের বাণিজ্য পরিবেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে এ কমিটি সব সময় সচেষ্ট। এছাড়া দেশিয় পণ্য ও বিভিন্ন সেবাসমূহ নিজ ও অন্য দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের সামনে উপস্থাপনে সরকারী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এ কমিটি সারা বছর কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ, ওয়ের সাইট, নোটিশ বোর্ড, জেনারেল সার্কুলার, ই-মেইল এর মাধ্যমে সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়। দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় এ কমিটির মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ ইপিবিতে বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

২০১৬ সালে চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রণে চীনের কুনমিং এ অনুষ্ঠিত ১১তম চায়না সাউথ-এশিয়ান বিজনেস ফোরাম এবং বিসিআইএম কনসালটেটিভ ফোরামে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশিদ যোগদান করেন।

কমিটির সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট এবং প্রাক্তন পরিচালক মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির গত ২১ জুলাই, ২০১৬ তারিখে ভারতে অনুষ্ঠিত ৭ম বিমসটেক বিজনেস ফোরামে যোগদান করেন।

কমিটির সুপারিশক্রমে এ বছর ১-৪ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার ক্ল্যাং-এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ মালয়েশিয়া ক্ল্যাং আন্তর্জাতিক এক্সপো'তে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল যোগদান করেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব এম আবু হোরায়রাহ, কমিটির সদস্য জনাব লকিয়ত উল্লাহ্, জনাব সারমাদ মানসুর, জনাব মাহমুদ হাসান, জনাব নান্না মিয়া, হাজী মোঃ মিয়া হোসেন এবং জনাব মাহমুদ হোসেন।

এ কমিটিতে এ বছর জনাব আসিফ এ চৌধুরী, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), আহ্বায়ক, জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ জনাব মোঃ রাশেদ আলী, জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, লায়ন্স মাহমুদ হাসান, জনাব মোঃ মামুনুর রহমান, জনাব মোঃ জামিল মাহমুদ, জনাব মামুন উর রশিদ মোস্তফা, জনাব এ এন এম খালেকদাদ খান, মিসেস সুরাইয়া আলম, জনাব সারমাদ মানসুর, মিসেস নাসরিন আনোয়ার চৌধুরী, জনাব মোস্তফা কামাল আহমেদ, এসিএ, জনাব শান্তনু দাস, জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী, জনাব এম এ মান্নান, জনাব নুরুল আমিন, জনাব পারভেজ আহমেদ, জনাব মোহাম্মদ ওসমান ফারুক, মিসেস সাবিনা বেগম, জনাব হাসিব বিন হাসেম, জনাব নান্না মিয়া, ইঞ্জিনিয়ার এম এ ওয়াহাব, জনাব গাজী হুমায়ুন কবির, জনাব আব্দুর রহমান সাগর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম (অবঃ), জনাব শাহজাদা এ হামিদ, জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব এম মোশাররফ হোসেন, জনাব মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন তালুকদার, জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, জনাব মোহাম্মদ হানিফ, জনাব মোঃ কবীর হোসেন, জনাব নূর হোসেন, জনাব মোহাম্মদ ওসমান গনি, জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন, জনাব মোঃ রমজান আলী, জনাব দ্বীন মোহাম্মদ, জনাব এম এ রাজ্জাক, জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হক, জনাব গোলাম জিলানি, ড. লকিয়ত উল্ল্যাহ, ড. এনায়েত করিম, জনাব মুনির হোসেন, জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন, জনাব এম এ হামিদ, জনাব মমীন উদ দৌলা, মিসেস আইরিন আক্তার, জনাব মোঃ শামীম ভূইয়্যা এবং মিসেস সুপ্রিয় কুমার চক্রবর্তী।

ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৬

ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পর্ষদের নির্দেশনায় আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বর্তমান বছরে এই কমিটি ৯টি সভা করেছে। ২০১৫-১৬ সালে এই কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সকল কাজসমূহ সম্পন্ন করেছে তা হলঃ ঢাকা চেম্বারের হিসাব ও হিসাব-বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন করেছে, চেম্বারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক নীতি নির্ধারণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেটারী নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখেছে, চেম্বারের অর্থের লাভজনক বিনিয়োগে কার্যকরী সুপারিশ প্রদান করেছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব হোসেন আখতার, সমন্বয়কারী পরিচালক এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, জনাব হোসেন এ সিকদার, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ, জনাব এম. আনওয়ারুল হক এবং জনাব সাঈদ-উজ-জামান।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)
DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programs in keeping with its Training Calendar 2016-17 (April-March). The Training Calendar was prepared under the guidance of the DCCI Standing Committee related to DBI and approved by the Board of Directors of DCCI. Later the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI has continued to organize Certificate/ Advanced Certificate/ Diploma courses and hold Examinations on "Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCMP)", in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and participants. The responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory. In addition it has also been implementing forty two (42) short training courses and forty one (41) daylong workshops for the development of forward-looking entrepreneurs and business managers. DBI has also continued 4-year BBA Professional Course under the National University, Gazipur.

The Vision & Mission of DBI are:

Vision: to emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a Center of Excellence.

Mission: DBI plans to conduct short, medium and long term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged Business School for Entrepreneurs & Professionals.

The main activities of the DBI for 2016 are narrated below:

01. Cooperation with ITC, Geneva for conducting MLS-SCM(P) Certificate/Diploma Courses:

DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 2004, to conduct Certificate and Diploma Courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCMP) and to hold examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2014 it was again renewed for another period of three (3) years upto 2017. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2016, DBI has successfully conducted the MLS-SCM(P) courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised markets both at home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train participants how to obtain quality inputs at the most competitive prices and keep the customers satisfied and reach organizational goal. The slogan of the MLS-SCM(P) course is "Purchasing into Competitiveness" where "P" of MLS-SCMP denotes power of Purchasing. The MLS-SCMP course has the following eighteen (18) modules which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing of raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management:

1. Understanding the Corporate Environment; 2. Specifying Requirements & Planning Supply; 3. Analysing Supply Markets; 4. Developing Supply Strategies; 5. Appraising & Short-listing Suppliers; 6. Obtaining & Selecting Offers; 7. Negotiating; 8. Preparing the Contract; 9. Managing the Contract & Supplier Relationships; 10. Managing Logistics in the Supply Chain; 11. Managing Inventory; 12. Measuring and Evaluating Performance; 13. Environmental Procurement; 14. Group Purchasing; 15. E-Procurement; 16. Customer Relationship Management; 17. Operations Management; and 18. Managing Finance along the Supply Chain. More modules are in the process of development.

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of MLS-SCM(P) for quick and effective learning of the participants. Then they can help concerned companies achieve excellence in the supply chain management make them competitive in international market.

During 2016, 19th batch (January-June, 2016) and 20th batch (July-December, 2016) of Certificate Course were successfully started with forty three (43) and fifty (50) participants respectively. In addition, 21 and 18 participants have registered for Advanced Certificate and 14 & 13 participants for Diploma courses respectively in 2016. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them increase their knowledge, efficiency and advance better job opportunities. Examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in April, August & October, 2016 successfully. Total number of examinees were 223 modules/participants in April, 232 modules/participants in August and 184 modules/participants in October, 2016. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

The turn up of participants in the MLS-SCM(P) certificate course in 2016 exhibits the popularity of MLS-SCM in DBI, despite the fact that many other competitors like BRAC University, UK-based Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) and USA-based International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) Bangladesh have entered into Bangladesh market with Diploma in Supply Chain Management Courses. MLS-SCM course of ITC/DBI is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead time and become competitive in the Global Market. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of (20) twenty experienced trainers through holding seven (7) ToT Workshops for conducting Certificate/Diploma Course in MLS-SCM(P). For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in ToT workshop. They were trained not only about the content of the course but also how to design a course and deliver them effectively. A number of Trainers of DBI were awarded the Certificate of the Best Success Story Winner from ITC in the Global Roundtable Conferences held by ITC from time to time. They demonstrated that they had contributed to significant savings in total cost in purchase (more than 15%) in a year by using the tools and techniques of MLS-SCM(P) in their respective organizations apart from other benefits.

Glorious Achievement of DBI in MLS-SCM(P):

After taking necessary preparatory steps for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering regular MLS-SCM(P)courses from 2007. Up to July, 2016, 766 participants participated in Certificate, 355 in Advanced Certificate and 253 in Diploma courses. Out of them 221 have already received International Certificates, 106 received International Advanced Certificates and 77 received International Diplomas in MLS-SCM(P). In 2016, 93 participants have been admitted for the certificate course. Diploma holders of DBI are the champions of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh. Many of them are working as Heads of Procurement and Supply Chain Departments of many government organizations, NGOs and private companies including multinational companies. Bangladesh Army, Navy, Air Force, Police and many other Govt. organizations are sending participants for the course every year.

DCCI Won "MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award" of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva:

It may not be out of place to mention here that DCCI received **"MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award"** of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, among its partner Institutions in 69 countries. The award was given at ITC's "**MLS-SCM(P) Global Network Roundtable",** held at Kuala Lumpur, Malaysia in 2011.

02. Short-term Training Courses in DBI:

In 1991, DCCI started conducting short training courses to provide training services to its members for development of business executives and entrepreneurs under a joint project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva. After the end of the one year project with ITC, DCCI continued the program of human resource development jointly with other partners of progress like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile DCCI upgraded its training centre into the DCCI Business Institute (DBI) in 1999. Since then, DBI has been conducting short-term training courses. It has also started daylong courses and workshops from 2015. During Oct., 2015 - Sep., 2016 Twenty one short training courses were held in DBI:

1. Logistics, Inventory and Store Management; 2. Corporate Etiquette & Grooming for Professionals; 3. Effective Office Management & Filing System; 4. Import and Indenting Procedures; 5. Front Desk Behaviour and Receptionist Skills; 6. Guide to Export, Import & Indenting Business; 7. How to Prepare a Bankable Project Proposal for Getting Loan; 8. Logistics, Inventory and Store Management; 9. How to Operate Export and Import Business; 10. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 11. Branding & Marketing for Business Success; 12. Bangladesh Labour Laws as amended in 2013 & Labour Rules 2015; 13. Shipping Procedures for Export, Import & Customs Formalities; 14. How to Develop Distribution Network for Marketing of Products; 15. Understanding Import & Export Operation & L/C Procedures; 16. Rules & Procedures of VAT & Income Tax; 17. Effective Office Management & Filing System; 18. Front Desk Behaviour and Receptionist Skills; 19. Logistics, Inventory & Store Management; 20. Development of Managerial Leadership Skills; 21. Rules & Procedures of VAT & Income Tax.

In all 21 short courses were held in 2015-16. Total participants in the courses were three hundred twenty eight (328) and total revenue receipts were 13,57,471 BDT. The participants of the courses expressed great satisfaction on the outcome of the courses which enhanced their forward looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue these courses in future.

03. DCCI Knowledge Centre (KC):

DCCI-Knowledge Center (KC) was established in cooperation with South-Asia Enterprise Development Facility (SEDF) in 2004. After expiry of the MoU with them in June, 2008, DCCI continued the activities of KC as an extended wing of DCCI Business Institute (DBI). The objectives of Knowledge Center are to enhance both quantity and quality of training and services, particularly to facilitate the use of Information Technology (IT) for SME development. The goal of Knowledge Center is to provide a "one-stop-knowledge service" to local SMEs, students, academics, NGOs and business service providers. It is also used as online examination hall of MLS-SCM(p) participants and the Computer Laboratory of the students of Professional BBA Course of DBI College, being conducted under National University.

Services of KC: The main services of KC are: (i) Trade & Technology Information service, (ii) CD ROM & Library service, (iii) Training service, and (iv) Development and Communication services. DCCI-Knowledge Center has two main sources of income. These are: (1) ***Sale of Services:*** it includes the income from different services provided by KC, like membership registration fees, internet browsing, printout, photocopy, CD-ROM, scanning etc. and (2) ***Workshop Registration Fees:*** it includes the registration fees from the participants of different workshops conducted by KC. Holding of day-long workshops on weekends (Fridays and Saturdays) is a new initiative of KC. From October, 2015 to September, 2016, following Twenty Two (22) workshops were held in KC:

1. Professional Business Management; 2. Total Quality Management (TQM); 3. VAT & Customs Procedures for Import & Export; 4. Strategic Procurement Skills; 5. Time & Stress Management; 6. Professionalism in Business Communication & Email Writing; 7. Understanding Import & Export Operation and L/C Procedures; 8. Effective Office Management & Secretarial Skills; 9. Effective Warehousing and Distribution Management; 10. Branding and Brand Management; 11. Leadership Skills: Be a Dynamic Leader; 12. Bangladesh Labour Laws as amended in 2013 & Labour Rules 2015; 13. Management Skills for Administrative Professionals; 14. Front Desk Behaviour & Telephone Etiquettes; 15. Material and Inventory Management; 16. Front Desk Behaviour & Telephone Etiquettes; 17. Effective Office Secretary; 18. Key Leadership Techniques for Managers; 19. Effective Office Secretary for MD/CEO; 20. Income Tax Planning to Minimize Tax Burden Legally; 21. Customer Relationship Management (CRM); 22. Shipping, Customs Formalities and Clearance. In all 22 Workshops were held in 2015-16 in KC. Total participants in the workshops were 323 and total revenue receipts were 13, 28, 090 BDT.

04. Professional BBA Course under the National University, Gazipur:

DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors since its inception. At present, 5 batches are running at a time and DBI College is taking necessary steps to welcome its 6th batch. Besides class lectures- individual and group presentation, case study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students' potential. Much efforts have been taken to enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity. It is worth mentioning that DBI College has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. Accordingly, Class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee, Media & Communication Committee etc have been developed.

Under Counseling Committee, students are counseled regularly to resolve their issues regarding academic and morality. As a result, their self-motivation process has been improved. ***Mention may be made that 4 (four) of our students of 1st batch have been selected as Interns at Bangladesh Bank for which DBI College has conveyed thanks and gratitude to the proper authority of Bangladesh Bank. Besides, other students have also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Mercantile Bank Ltd., City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd., & some other IT firms.***

Steps are being taken to attract and retain good students in large group. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals but with a cautions disposition, even though National University has shown confidence the ability of DBI College for running the BBA Professional Programme successfully.

DCCI BUSINESS INSTITUTE (DBI) COLLEGE

(A BBA College with a Difference)

Introduction

1. DCCI Business Institute (DBI) College, with a difference, has been consistent with its overall effort to emerge as a leading business school in the country. Since its commencement, DBI College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors. Accordingly, it has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. In addition to that, National University of Bangladesh has recognized the huge potential that DBI College could manifest in the implementation of BBA (Professional) Programme. However, the overall achievement in 2016 seemed to be steady requiring more synergy programme and concerted effort from all of its stakeholders.

Academics

2. Society expects quality graduates from business school. To prepare managers and entrepreneurs, DBI has been contemporary and efficient. Therefore, academics have been the main focus of concentration. Simultaneously, all other activities supportive to academic excellence have been given due preference. Significant progress has been achieved in the following areas of interests.
   a. **Teaching Methodology:** In addition to lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning has been introduced to explore, expose and develop the potentiality and creativity of the students.
   b. **Academic Calendar:** Academic Calendar or detailed year calendar, containing dates of holidays, examination schedule, socio-cultural events, visits, etc are being prepared and implemented.
   c. **Syllabus and Textbooks:** Syllabus and Textbooks are given by the College to the students for better preparation and to complete the exercise. To ensure the activities of classes "Class Monitoring Committee" has been made.
   d. **Examinations:** Results of the public exams have been satisfactory. Several students of 1st Batch, 2nd Batch, 3rd Batch and 4th Batch are getting CGPA above 3.50. To look after the Exam related issues Exam Committee has been made.

Internship Program

Internship is a part of BBA (Professional) Program. Students go through this program in their last semester. 04 of our students of 1st batch have been selected as Inters at Bangladesh Bank. Besides, other students have also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Mercantile Bank Ltd., City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd., & some other IT firms.

Administration

4. College administration has been considerate to include educational leadership, the capacity to bring about shared vision, collaborative decision- making ability and managerial skills.
   a. **Governing Body:** Regular Governing Body has been constituted and required papers are being sent to the National University.

b. **Principal:** Ms. Khodeza Begum is the Principal of DBI College. She has been running the College satisfactorily consistent with its goals, mission and vision.

c. **Teaching and Supporting Staff:** Two new teachers (Accounting & Marketing) have been appointed. Recruitment of new Faculty member is under process. A Junior Officer has been providing front desk services and student relations supports.

d. **New Admission:** Steps are underway to attract and retain more good students for 6th Batch in 2017.

Facilities/Logistics

5. Provision of appropriate facilities is an important component for maintaining environment conducive to effective learning and growth. DCCI has been fully supportive in providing all sorts of facilities including accommodation, furniture, security and maintenance. College has been committed to provide state of art classroom. As such new Furniture; 21 single Desks, 35 Double Desks were purchased and 85 chairs were repaired for the class room. One Desk computer has been purchased for the facilitations of administrative affairs.

Extra- Curricular Activities

6. Extra- Curricular activities are helpful and important for the development of students. Only thing they have to keep in mind is that how much is too much. They have been exposed to some of the public speaking events, namely debate and group presentation in this year and industrial tour will be arranged soon.

Students' Affairs

7. A BBA college like DBI deserves considerable attention and resources because students here are mature and divergent having multifarious requirements. These matters should be reflected in code of conduct, safety, discipline and job placement assistance etc for the students. There is "Student Counseling Committee" under which students are counseled on a regular basis.

Conclusion

8. DBI College has been unique of its kind with versatile possibilities. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals. The National University has shown confidence in the ability of DCCI for running the BBA (Professional) Programme in DBI. We are confident that with the able guidance and cooperation of DCCI and National University, DBI College will reach a glorious phase and upgrade itself into a University College.

DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo (E2K) Project

Introduction

DCCI E2K project was initiated with a view to creating 2000 entrepreneurs by announcing a press conference held at Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) on 25 May, 2013. Total 42 universities were reached by road show held in 7 Divisions of Bangladesh as a motivational program of entrepreneurs.

Several MoUs were signed with related bodies to accelerate the process of creating entrepreneurs like Junior Chamber International (JCI) Bangladesh, BASIS, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Small and Cottage Industries Training Institute (SCITI), BD Venture, Rotary District 3281, Bangladesh Institute of ICT in Development (BIID), Daffodil International University, The Future Leaders Ltd. (The FLL), UK, Institution of Diploma Engineers Bangladesh (IDEB), Heckathon (World Bank Project), International Finance Corporation (IFC) and Grameen Phone Ltd.

02. Inauguration of Entrepreneurship Development Program

The inauguration ceremony of "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" was held on 06 November, 2013 at the Grand Ball Room of Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.

The Honorable President of the People's Republic of Bangladesh H.E. Md. Abdul Hamid graced the occasion as the Chief Guest.

03. DCCI Help Desk & Handbook of Entrepreneurship Development

To cooperate, assist and provide guidelines to the new entrepreneurs DCCI Help Desk was established and a guide book namely "Hand Book of Entrepreneurship Development" was published.

04. Enrollment of Entrepreneurs, Project Submission, Training & Loan Sanction

Total 3029 entrepreneurs enrolled/registered their names with DCCI. Training was conducted in cooperation with International Finance Corporation (IFC)-World Bank and Small & Cottage Industries Training Institute (SCITI) of BSCIC. The training course was on "Developing a Business Plan". Duration of each training course was for two days. The main objectives of the training were to make the participants understand the importance of business plan, marketing management, production management, organizational management, components of financial plan, risk of a project and developing a business plan. The participants had the opportunity to present their project plans before the trainers and bankers as well as other guests present. That enabled them to share ideas and experiences and to get suggestions/advice for improvement. 862 entrepreneurs received training and some bankable projects submitted amongst them got sanction of loan by different banks forwarded from DCCI E2k project.

05. Mega Expo

"DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" was held on 22 & 23 June, 2014 at Bangabandhu International Conference Center (BICC), Dhaka. The entrepreneurs from all over Bangladesh participated spontaneously in the Mega Expo. 24 Banks/NBFIs & 25 Entrepreneurs set up stalls in the Expo. They showcased their products and services in that two day exhibition. The new entrepreneurs got various information regarding project financing and shared ideas. The expo helped to make a bridge between the entrepreneurs and the Banks/NBFIS under a common umbrella.

06. Cooperation from Bangladesh Bank

DCCI got active support and cooperation from Bangladesh Bank throughout the program in arranging training, seminars and organizing the mega expo. Bangladesh Bank issued circular No. 01 dated 26 June, 2014 regarding allocation of 100 Crore Refinance Fund for the new entrepreneurs under cottage, micro and small enterprises.

07. Accreditation by Bangladesh Bank

Bangladesh Bank was pleased to award accreditation to DCCI as a number one platform to work for Entrepreneurship Development/Training Organization.

08. Work Plan to continue the E2K Project Activity as an ongoing project

DCCI has taken a very pragmatic decision to continue the E2K as an ongoing project considering its national importance.

As a result following activities are continuing:

1) Activities

New enrolment is continuing.

Entrepreneurs can submit proposals as per the following criteria prescribed by Bangladesh Bank:

- Women Entrepreneurs
- Entrepreneurs with Creative and Innovative Ideas
- ICT Sector
- Import Substitute Enterprises
- Export Oriented Enterprises
- Enterprises of Entrepreneurs having Technical & Vocational Training

2) Training & Services

The following training and services are being provided to the Entrepreneurs:

a. Orientation & Motivation
b. Sector-wise effective training
c. Skill Development Training for different category of Entrepreneurs
d. Training on Business Plan focusing Marketing Strategy (product, pricing, promotion & distribution), Production Plan, Organizational, Management & Financing Plan
e. Techniques for preparation of Project Profile
f. Aspect of Feasibility Study comprising of the following:
    - Management Competence
    - Technical Competence & Technical Feasibility
    - Economic & Financial Feasibility
g. Refreshers/Follow-up Training Course for the trained entrepreneurs periodically to get feedback and to address the relevant issues
h. Entrepreneurs are being familiarized with the common Loan Application Form/Template to enable them to correctly prepare/fill in the Loan Application Form for submitting to Banks/NBFIs
i. During training Entrepreneurs are provided with a common checklist of papers/documents to be submitted to the Banks/Financing Companies with Loan Application

j. During training Entrepreneurs are acquainted with the required papers, documents including charge documents to be filled in and submitted to the Banks/Financing Companies for availing loan

k. Training Program facilitatees sharing ideas with the established/prominent business magnets of the society to enable the trainee new/fresh entrepreneurs understand the efforts need to be taken to initiate/start a business and to motivate them to be successful self-employed entrepreneurs

l. During Training there is arrangement for Mentors to guide & share experiences with the entrepreneurs

m. During training arrangement is being made for Audio-Visual Presentation of successful projects of entrepreneurs selected by E2K Team, DCCI from which participants are benefited

n. Training Program facilitate opportunity to the participant entrepreneurs to present their projects and sharing ideas with the bankers of different Banks/NBFIs to have opinion/impression about their projects and also to get fair knowledge as to how to prepare a loan proposal to get sanction

3) Training Services to Rural Areas

It has been observed that entrepreneurs from rural areas cannot afford to come to Dhaka to receive training due to:

- Accommodation Problem
- To and Fro Travel Expenses
- Lodging & Food Expenses

Initiative will be taken in phases to arrange providing training services covering rural areas involving District Chambers/Other Authorities.

4) Innovation Center

Efforts are there to create Innovation Center in different areas of the country to sourcing the innovative/creative ideas for the fresh/new entrepreneurs.

5) Cluster-based Entrepreneurship Development

All out efforts are being taken for Cluster-based Entrepreneurship Development in different areas in the country on the basis of scope and potentiality.

6) Incubator Centre

There is plan to create Incubator Centre at DCCI where selected & deserving entrepreneurs will get the opportunity for research work and to develop their products. These entrepreneurs will be treated as Experts in respective fields and will work as Mentors to impart practical training to the new/fresh entrepreneurs to help them become successful entrepreneurs. A team of Mentors will make a bridge between the entrepreneurs for product development, marketing through sourcing and supplying i.e. Demand-Supply Chain.

7) Talent Hunt Initiative

E2K Team, DCCI has an idea to take special initiative in hunting talents from among the entrepreneurs throughout the country who have developed innovative/creative ideas, can contribute to the GDP growth of the country and looking for support to become successful entrepreneurs.

8) Endeavor for making the projects sustainable

All necessary steps including follow up, getting feedback from the entrepreneurs (Trained under E2K Program and/or availed loans from Banks/NBFIs) addressing the problems will be taken up as far as practicable from E2K Project, DCCI to make the projects of the entrepreneurs sustainable.

09. Different initiatives taken and programs organized by E2K Project so far

1) Understanding with PM Office's Access to Information (a2i) Project

Officials of a2i project of Prime Minister's Office visited DCCI President to see the possibilities of working together in respect of entrepreneurship development. Several meetings were held in this respect. On an occasion, for selection of projects submitted to a2i by the entrepreneurs, Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI & Kazi Md. Shafiqur Rahman, Consultant, E2K Project, DCCI were given the responsibility of distinguished Jury Board there. A2i officials have informed that if there is any scope to work together with DCCI, they will prefer to do that.

2) Understanding with Directorate of Youth Development

Officials of Jubo Unnayan Adhidaptar while visiting DCCI were pleased to see the initiative, logistics and other facilities with regard to training & development of entrepreneurs. They expressed their keen interest to work jointly with DCCI, E2K Project as and when they get opportunity of necessary approval from their Ministry.

3) Bakers' Meeting organized at DCCI on E2K Project

A bankers meeting was organized on 13-08-2015 at the DCCI Auditorium to exchange views and share ideas with bankers about entrepreneurship development. Mr. Hossain Khaled, President, DCCI chared the occasion. Mr. Ali Reza Iftekhar, Chairman, Association of Bankers' Bangladesh & MD, Eastern Bank Ltd, Mr. Md. Nurul Amin, Chairman, Bangladesh Foreign Exchange Dealers' Association (BAFEDA) & MD, Meghna Bank Ltd. attended as special guests. Managing Directors and representatives of different banks also attended the program. Valuable opinion & suggestions received from them during open discussions were recorded for future implementation.

4) Global Youth Entrepreneurs Summit, 2015 jointly organized by DCCI & DYDF

Global Youth Entrepreneurs Summit was jointly organized by DCCI & Dhrubotara Youth Development Foundation (DYDF) during 20-22 November, 2015 at Bangladesh Krishibid Institute, Farmgate, Dhaka. A good number of young entrepreneurs (male & female) from Turkey, Jordan, India, Pakistan, Nepal & the host country Bangladesh attended the summit. Entrepreneurs of each country gave Power Point Presentation of different ideas & projects, exchanged views towards development of entrepreneurship keeping in view the global perspective.

Mr. Hasanul Haque Inu, Hon'ble Minister, Information Ministry attended opening program as the Chief Guest while in concluding program Mr. Asaduzzaman Nur, Minister for Cultural Affairs was present as the Chief Guest. Mr. Hossain Khaled, President, DCCI Chaired the Opening Session. His valuable deliberation highlighting the activities of E2K Project was motivating & inspiring to all the entrepreneurs participated in the Global Summit. Mr. K. Atique-e-Rabbani, FCA, Vice President, DCCI, Mr. Sameer Sattar, Director, DCCI, Mr. Sabur

Khan, Former President, DCCI, Mr. S. Rumi Saifullah, Director, DCCI & Kazi Md. Shafiqur Rahman, Consultant, E2K Project, DCCI gave deliberations in different Sessions of the Summit. As a result, role of DCCI and activities of E2K Project were highlighted in this Global Summit.

5) Banking Mela at Bangla Academy organized under the initiative of Hon'ble Governor, Bangladesh Bank

A Banking Mela, first of its kind was organized at Bangla Academy Premises at the initiative of Hon'ble Governor, Bangladesh Bank during 24-28 November, 2015 where all the banks set up stalls to let people know their products & services.

There was a session for the entrepreneurs to make them aware of financial services being offered by the Banks/NBFIs and to know the problems the entrepreneurs are facing with Banks/NBFIs.

As per advice of the President, DCCI, Kazi Md. Shafiqur Rahman, Consultant, E2K Project attended that program session as a Panel Discussant & highlighted the activities of DCCI, E2K Project.

Mr. Nirmal Chandra Bhakta, Executive Director, Bangladesh Bank, who conducted the session spoke high of E2K Project & advised the entrepreneurs to avail the services of DCCI, E2K Project. He also advised the officials of Banks & NBFIs to cooperate DCCI, E2K Project from their perspective.

6) Feature published in the Daily "Kaler Kantho"

A feature on the Entrepreneurship Development Activities of E2K Project, DCCI was published in the Daily "Kaler Kantho" on 02/12/2015. This created a positive response and entrepreneurs from different areas of the country visited DCCI E2K office to know about E2K activities. The entrepreneurs were provided with required information and advice for developing entrepreneurship.

7) Seminar jointly organized by DCCI & Bangladesh Bank at Jessore

A JICA assisted Seminar at Jessore on Entrepreneurship Development was jointly organized by DCCI & Bangladesh Bank on 19/12/2015. Mr. Swapan Kumar Roy, GM, SME & Special Programmes Department, Bangladesh Bank attended the seminar as Chief Guest. Mr. S. M. Mohsin, DGM, Bangladesh Bank & JICA Consultant also attended the seminar. Kazi Md. Shafiqur Rahman, Consultant, E2K Project, DCCI presided over the seminar.

There was a large number of participation of entrepreneurs from surrounding area. Representatives from all the banks of Jessore attended the seminar. The seminar was very purposeful since the Bankers & Entrepreneurs could interact with each other. They could know in detail the steps taken by Bangladesh Bank for financing the entrepreneurs through Banks/NBFIs at lower rate of interest.

Consultant, E2K Project, DCCI gave a power point presentation detailing the activities of E2K Project which was highly appreciated by Bangladesh Bank Officials, JICA Consultant, Entrepreneurs & all the Bankers present.

8) Bangladesh Youth Fest, 2016 (Inspiring the Nation's Future) jointly organized by DCCI & Bangladesh Brand Forum

DCCI E2K Project organized Bangladesh Youth Fest, 2016 under joint initiative with Bangladesh Brand Forum. Formal Launching of the Program was announced through a Press Conference on 10/02/2016 by the President, DCCI, and Mr. Shariful Islam, Founder of Bangladesh Brand Forum. There were competitions among the youths presenting innovative & creative ideas of various segments in the universities of 7 (seven) Divisions of the country. Each Divisional Competition culminated in a day-long program consisting Lecture Series, Knowledge Sessions & Knowledge Hub. Women Entrepreneurship was given special preference to encourage and participating female students. Total 49 teams participated in the Final Competition held at North South University (NSU), Dhaka in May, 2016. Seven Final Wining Teams consisting of 14 members were selected for participating to Spikes Asia, Singapore, the largest festival of creativity in South Asia held in September, 2016. All participating teams have the opportunity of availing training on "Developing a Business Plan" under E2K Project. Shortlisted acceptable ideas would be supported by DCCI, E2K Project by mentoring to set up, access to finance & run business by the entrepreneurs.

9) Seminar for Women Entrepreneurs organized at DCCI Auditorium

A Seminar for Women Entrepreneurs (Cluster Group) dealing with Cottage & Jute Diversified Products of different parts of the country was organized under E2K Project on 28-02-2016 at DCCI Auditorium. Honorable Governor, Bangladesh Bank attended the program as the Chief Guest. The program was chaired by Mr. Hossain Khaled, President, DCCI. There was an understanding that these entrepreneurs after orientation under E2K Program would be provided practical training by one of the trained entrepreneurs (Mr. Afjal Hossain, owner of "Jute Crafts" under DCCI E2K Project who would also create a Supply Chain for them to become sustainable.

10) Seminar on "Material Flow Cost Accounting" at DCCI Auditorium

A seminar on "Material Flow Cost Accounting" was jointly organized by DCCI E2K Project & Social Responsibility (SR) Asia. The target participants were manufacturing & production sectors. Mr. Mosharrof Hossain Bhuiyan, ndc, Senior Secretary, Ministry of industries, Govt. of the People's Republic of Bangladesh graced the program as the Chief Guest. Mr. Hiroshi Tachikawa, International Expert, Material Flow Cost Accounting, SR Asia joined on SKYPE in the presentation on the topic.

10. Routine Job of E2K Desk

- New Entrepreneurs are being encouraged to get registered under E2K Project
- Interested youths are visiting E2K Office & they are being provided with advices & different queries are being attended up to their satisfaction.
- Project Profile/Business Plan Format is being provided to the entrepreneurs & E2K Desk is helping them in understanding & preparing the Business Plan
- Submitted projects are being processed & viable projects after scrutiny by the Screening Committee are being forwarded to Banks/NBFIs for sanction of loan.

  It may be mentioned that Screening Committee at DCCI consists of DGM, SME & Special Programmes Department, Bangladesh Bank, one representative each from State Owned Bank, Private Commercial Bank, Islami Sharia Based Bank, NBFI and three representatives from DCCI of which Vice President being Chair Person, Consultant E2K as Member Secretary and Joint Secretary, Common Service as Member.
- Attending meetings called by Bangladesh Bank and related other Seminar/Meetings organized by different Organizations/Institutions.

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

প্রথম আলো

সংক্ষেপ

হোসেন খালেদ আবার ঢাকা চেম্বারের সভাপতি

হোসেন খালেদ

হোসেন খালেদ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এর আগে ২০০৭, ২০০৮ ও ২০১৫ সালে সংগঠনটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। গতকাল শনিবার ডিসিসিআইয়ের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১৬ সালের জন্য সংগঠনের নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। ঢাকার মতিঝিলে চেম্বার মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন কমিটিতে হুমায়ুন রশিদ ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি পুনর্নির্বাচিত হন। আর সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানী। ঢাকা চেম্বারের নির্বাহী পর্ষদে পরিচালকের সংখ্যা ১৮ জন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও দুজন সহসভাপতি নির্বাচিত হন। প্রতি বছর ছয়জন করে নতুন পরিচালক নির্বাচিত হন তিন বছরের জন্য। সে অনুযায়ী এবারে নির্বাচিত ছয় পরিচালক হলেন খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানী, কামরুল ইসলাম, মামুন আকবর, আলাউদ্দিন মালিক, রিয়াদ হোসেন ও সেলিম আকতার খান।
● বিজ্ঞপ্তি

ভোরের কাগজ

ঢাকা ■ রোববার ■ ১৭ এপ্রিল ২০১৬

বাজেট : ২০১৬-১৭

করমুক্ত আয়ের সীমা সাড়ে ৩ লাখ টাকা চায় ডিসিসিআই

কাগজ প্রতিবেদক : আগামী অর্থবছরের (২০১৬-১৭) বাজেটে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা আড়াই লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা করার দাবি জানাবে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এ ছাড়া কর্পোরেট কর হার কমানোসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে একগুচ্ছ প্রস্তাব দেবে চেম্বারটি।

আজ রোববার বিকেল ৩টায় এনবিআরের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় আগামী অর্থবছরের জন্য ডিসিসিআইয়ের প্রস্তাব তুলে ধরা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। নতুন অর্থবছরের বাজেটে ব্যক্তি শ্রেণির করমুক্ত আয়ের সীমা সাড়ে ৩ লাখ টাকা করার পাশাপাশি ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত ১০ শতাংশ, ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ১৫ শতাংশ, ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত ২০ শতাংশ, ৩০ টাকা পর্যন্ত ২৫ শতাংশ এবং তার ওপরে আয়ের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ আয়কর নির্ধারণের প্রস্তাব দেবে ডিসিসিআই। এ ছাড়া মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লাখ ৭৫ টাকা টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দেবে ব্যবসায়ীদের এ সংগঠনটি।

আয়কর সীমা বাড়ানোর বিষয়ে ডিসিসিআইর যুক্তি হচ্ছে- বর্তমানে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির ফলে মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যয়সহ অন্য ব্যয় বেড়েছে। এ কারণে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো প্রয়োজন। ডিসিসিআইয়ের প্রস্তাবে মার্চেন্ট ব্যাংক, তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও ব্রোকারেজ হাউসের কর হার কমানোর দাবি জানানো হবে। এর মধ্যে মার্চেন্ট ব্যাংকের করের হার সাড়ে ৩৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৫ শতাংশ, তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট আয়কর হার ...

ডিসিসিআই মনে করছে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ও তাদের পুঁজি হারিয়েছেন। এখনো ব্যবসায়ীরা নানারকম প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। বিনিয়োগ উৎসাহিত হচ্ছে না। ব্যাংকে অলস টাকার পাহাড় দিন দিন উঁচু হচ্ছে। এ কারণে করমুক্ত সীমার ঊর্ধ্বে আয়ে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

করদাতাদের ন্যূনতম আয়কর ৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৩ হাজার টাকা, জেলা সদরের পৌরসভায় ৪ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ২ হাজার টাকা এবং অন্য এলাকায় ৩ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ১ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দেবে ডিসিসিআই। এ ছাড়া স্থায়ী আমানতের ওপর থেকে সার চার্জ কমিয়ে টিআইএন ধারীদের জন্য ২ শতাংশ এবং টিআইএন বিহীনদের ৩ শতাংশ ...

সুদের উপর ক্ষেত্র বিশেষ ১০ থেকে ১২ শতাংশ কর দিতে হয়।

ডিসিসিআই মনে করছে, স্থায়ী আমানতের ওপর এই নীতি অমানবিক। এই আমানত মধ্যবৃত্ত ও নিম্ন মধ্যবৃত্ত মানুষের ক্ষুদ্র সঞ্চয়-এর একটি অংশ। তাই স্থায়ী আমানতের অমানবিক নীতি পরিহার করা উচিত। বাড়িভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের ৪০ শতাংশ মেরামত ব্যয় হিসেবে বিবেচনার প্রস্তাব দেয়া হবে। বাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয়বৃদ্ধিসহ আনুষঙ্গিক অন্য খাতে খরচ বেড়ে যাওয়ায় এ প্রস্তাব দেয়া হবে। বর্তমানে বাড়িভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের ২৫ শতাংশ মেরামত ব্যয় ধরা হয় এবং এ আয়ের ওপর কর দিতে হয় না।

এ ছাড়াও ডিসিসিআইর পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা (এসএমই), রপ্তানিকারক বা প্রতিষ্ঠানের অগ্রিম আয়কর রহিতকরণ, চেম্বার ও ট্রেড এসোসিয়েশনের সব ধরনের আয়কে করমুক্ত ঘোষণা, ঋণ ফেরত না দেয়া আয়ের আয়করমুক্ত সীমা ৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে ১০ লাখ টাকা, এসএমইর ফাইবার আমদানির ওপর থেকে অগ্রিম আয়কর বাতিল, পরিবহন খাতে কর অবকাশ সুবিধা দেয়া, শিক্ষা খাতকে কর ও মূসকের আওতামুক্ত রাখা, ট্রাভেল এজেন্টদের উৎসে কর কমানোসহ বেশকিছু নীতি, আইন ও বিধিতে পরিবর্তন আনাসহ মোট ৯২টি প্রস্তাব দেয়া হবে। এ প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আয়কর আইন ও বিধি সংক্রান্ত ১৫টি, আয়কর হার পরিবর্তন সংক্রান্ত ১৫টি, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক নীতি আইন বিধি সংক্রান্ত ৮টি, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক হার পরিবর্তন সংক্রান্ত ৪৮টি, মূল্য সংযোজন কর নীতি, আইন ও বিধি সংক্রান্ত ৩টি এবং মূল্য সংযোজন কর হার পরিবর্তন সংক্রান্ত ৩টি প্রস্তাব রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২২
১৩ ডিসেম্বর ২০১৫

হোসেন খালেদ হুমায়ুন রশিদ আতিক-ই-রাব্বানী

হোসেন খালেদ ডিসিসিআই'র সভাপতি পুনঃনির্বাচিত

হোসেন খালেদ ২০১৬ সালের জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি এবং হুমায়ুন রশিদ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। একই সাথে আতিক-ই-রাব্বানী ২০১৬ সালের জন্য সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ডিসিসিআই মিলনায়তনে গতকাল অনুষ্ঠিত ৫৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ ঘোষণা দেয়া হয়। ২০১৬-২০১৮ মেয়াদের জন্য নবনির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ হলেন কামরুল ইসলাম, মামুন আকবর, মো. আলাউদ্দিন মালিক, রিয়াদ হোসেন এবং সেলিম আকতার খান। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বণিক বার্তা

ডিসিসিআই গতকাল ইরানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ঢাকা চেম্বারে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে

ঢাকা চেম্বারের সঙ্গে মতবিনিময়

সিমেন্ট ও চামড়া খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ ইরানের ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ইরানের ব্যবসায়ীরা সিমেন্ট, ক্লিংকার, রেলপথ যোগাযোগ, পলিমার, চামড়া, পাদুকা, কেমিক্যাল প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তারা এ আগ্রহের কথা জানান।

ঢাকা চেম্বারে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় ইরানের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট দলের নেতৃত্ব দেন ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা মোহাম্মদ রেজা মগুদুনী। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভেইজি উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ ইরানের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের ঢাকা চেম্বারে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রয়েছে। তিনি তাদের বাংলাদেশে তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, জাহাজ নির্মাণ, চামড়া ও পাদুকা, ফার্মাসিউটিক্যাল, প্লাস্টিক, সিমেন্ট ও পর্যটন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যকার কৃষিজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, তৈরি পোশাক প্রভৃতির প্রবেশাধিকারের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি দুই দেশের মধ্যে সরাসরি ব্যাংকিং লেনদেন এবং প্রযুক্তি-বিষয়ক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও ইরানের আমদানি-রফতানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ লাখ ১০ হাজার ও ৪ কোটি ৯৮ লাখ মার্কিন ডলার

প্রতিনিধি দলের নেতা এবং ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা মোহাম্মদ রেজা মগুদুনী ইরান-বাংলাদেশ যৌথ চেম্বার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য নিয়মিতভাবে প্রতিনিধি দল প্রেরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভেইজি দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য সম্প্রসারণে সব প্রকারের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ইরানের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সিমেন্ট, ক্লিংকার, রেলপথ যোগাযোগ, পলিমার, চামড়া, পাদুকা, কেমিক্যাল প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ডিসিসিআইয়ের ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি হুমায়ুন রশিদ, সহসভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, পরিচালক এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, রিয়াদ হোসেন, সেলিম আকতার খান, এস রুমি সাইফুল্লাহ, ...

সমকাল

রোববার
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ১৬ ফাল্গুন ১৪২২

বিদেশের সঙ্গে ৩২শ' কোটি টাকার বাণিজ্য বিরোধ

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তত ৪০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ তিন হাজার ২০০ কোটি টাকার বাণিজ্য বিরোধ রয়েছে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) মাধ্যমে এসব বিরোধের সুরাহা করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। এ জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সংগঠন এসএআরসিওর সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি। অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তিতেও এডিআর শক্তিশালী করা হবে জানিয়ে তিনি এ জন্য সাবেক বিচারপতিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করার কথা জানিয়েছেন।

রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার মিলনায়তনে আঞ্চলিক বাণিজ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্র হিসেবে এসএআরসিওর ভূমিকা শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গতকাল শনিবার এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী। এসএআরসিও, ঢাকা চেম্বার ও বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিআইএসি) যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে। এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হাসান আরিফ, সাবেক প্রধান বিচারপতি তোফাজ্জল হোসেন, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের (আইসিসিবি) সভাপতি মাহবুবুর রহমান, এসএআরসিওর মহাপরিচালক খুসাস্থ্র উইজেমানা ও পরিচালক মালিক ইমরান আহমেদ প্রমুখ। সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ফিদা এম কামাল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনার সঞ্চালনা করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হোসেন খালেদ।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক সেমিনারে আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আর্থিক বিরোধ রয়েছে। ...

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হাসান আরিফ বলেন, এডিআর ভালো উদ্যোগ হলেও তা দেশে বাস্তবায়নে বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। বিবদমান পক্ষগুলো নিজেদের বিরুদ্ধে গেলে কেউ রায় মানতে চায় না। বাস্তবায়নের সব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সাবেক বিচারপতিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন তিনি। বিচারপতি তোফাজ্জল হোসেন বলেন, এডিআরে আগের তুলনায় গতি বেড়েছে। এখন প্রথম বৈঠকেই নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু দুর্বলতা থাকলেও মোটামুটি আড়াই মাসের মধ্যে প্রক্রিয়া শেষ হয়। মূল প্রবন্ধে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ফিদা এম কামাল বলেন, আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরীণ আইন যথেষ্ট নয়। বরং জাতীয় আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও চর্চার সঙ্গে মিল রেখে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ প্রয়োজন। তবে অভ্যন্তরীণভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত আদালত ব্যবস্থার বিপরীতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি খুব বেশি কার্যকর করা যায়নি। এমনকি দেশে এ ব্যবস্থা চালুর পর গত এক যুগে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সঠিক তথ্যও জানা যাচ্ছে না। এডিআর কার্যকর করতে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন তিনি। মাহবুবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে সাফল্য না আসার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো দুর্বলতা নেই। বরং সংশ্লিষ্ট পক্ষের দুর্বলতায় এ ব্যবস্থা খুব কাজে আসেনি। এসএআরসিওর মহাপরিচালক খুসাস্থ্র উইজেমানা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় এডিআরের মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্যে গতি আনার চেষ্টা করছেন তারা। হোসেন খালিদ বলেন, এ ব্যবস্থাকে ...

সকালের খবর

www.shokalerkhobor24.com

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক

বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ চাইল ডিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিনিয়োগবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিবেশ বজায় রাখা, বৈশ্বিক অর্থনীতির সূচকে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা, এমডিজি বাস্তবায়ন, রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়নে দেশীয় শিল্পের বিকাশ, ঢাকাকে বাসযোগ্য করাসহ সাতটি বিষয়ে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

গতকাল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা জানায় ব্যবসায়ীদের সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংগঠনটির নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে এ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদের নেতৃত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশিদ, সহ-সভাপতি আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান খান, একেডি খায়ের মোহাম্মদ খান, আসিফ এ চৌধুরী, হোসেন আকতার, কামরুল ইসলাম, এফসিএ, খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, কেজি করিম, মামুন আকবর, মো. আলাউদ্দিন মালিক, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, রিয়াদ হোসেন, এস রুমি সাইফুল্লাহ, সামির সাত্তার এবং ডিসিসিআই মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির।

এ সময় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সাতটি বিষয়ে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিসিসিআই। এ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়নে দেশীয় শিল্পের বিকাশ, টেক্সটাইল, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, জাহাজ শিল্প, ওষুধ, অবকাঠামো, অটোমোবাইল, কৃষিভিত্তিক প্রসেসিং, প্লাস্টিক পণ্য, পাট ও পাটজাত শিল্প, আইসিটি ও পর্যটন শিল্পে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগের গতি বাড়াতে উৎসাহব্যঞ্জক, কার্যকরী পরিবেশ ও সমন্বিত উদ্যোগ।

The Financial Express

29 .. 16

SME women entrepreneurs for easy access to loans

FE Report

Women entrepreneurs of small and medium enterprises (SMEs) sought on Sunday easy access to bank loans and proper training for them to help their business flourish.

They also laid emphasis on formulating a women-friendly business policy, giving separate industrial plots to them and reducing the stall fees for participation in foreign fairs.

Their observations came at the inaugural programme for skills development of women entrepreneurs involved in producing handicrafts and diversified jute products.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) organised the event at its auditorium in the city.

... preneurs 2000 (E2K) programme of DCCI Kazi Md Shafiqur Rahman delivered the address of welcome.

Founder of Peace Foundation Afjal Hossain displayed a power point presentation for the women entrepreneurs.

President of DCCI Hossain Khaled said the trade body (DCCI) has initiated a move to create some 2000 new entrepreneurs in line with its E2K scheme.

Dr Atiur Rahman said the central bank has taken a project to create 10,000 entrepreneurs.

Relating to difficulties in getting loan by women entrepreneurs he said, "You need to build up confidence. Bank is ready to provide you loans".

He, however, advised them to directly contact the SME section of ...

He said the BB has created a fund of Tk 1.0 billion (Tk 100 crore) for giving loans to new entrepreneurs.

He said SME loan was 19 per cent of total bank loans in 2009. It has now increased to 24 per cent. Some 4,455 entrepreneurs were financed Tk 7.90 billion (Tk 790 crore) last year under the refinancing programme of BB.

He said the SME sector has created employment opportunities for over 1.5 million (15 lakh) people thanks to continued financing by the banks for the entrepreneurs.

Senior Vice-President of DCCI Humayun Rashid offered the vote of thanks. Deputy General Manager (DGM), SME and Special Programme of BB, S M Mohsin Hossain and women entrepreneurs Nilufar Yasmin ...

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ৩ ফাল্গুন ১৪২২
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ইও বাংলাদেশ চ্যাপ্টার-এর উদ্বোধন করেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ -ইত্তেফাক

পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ হবে ৩০ বিলিয়ন ডলার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এমপি গতকাল রবিবার এন্টারপ্রেনিয়ার্স অর্গানাইজেশন (ইও) বাংলাদেশ চ্যাপ্টার-এর উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি বলেন, আমাদের দেশের মানুষ জন্মগতভাবে চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করে, যা একজন উদ্যোক্তার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী। তিনি বলেন, নানা ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর বড় উদাহরণ হলো- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থান অর্জন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ইতোমধ্যে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং আগামী ৫ বছরে তা ৩০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। এছাড়া আমাদের ৫টি কয়লা খনি রয়েছে, যেখানে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের কয়লা মজুদ আছে।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইও-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের যাত্রা শুরু হয়। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি হোসেন খালেদ ইও-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান এবং সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ইও বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের উদ্বোধন

... কার্যক্রমে উদ্যোক্তা তৈরির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান বলেন, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে মানুষের চাহিদা ও পণ্যের যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য করে থাকেন উদ্যোক্তারা। বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা নানামুখী প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে সচল রেখে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, আমাদের উদ্যোক্তাদের শক্তির প্রেক্ষিতে "প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি" তৈরি করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা বর্তমানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করতে পারছেন।

ইও-এর গ্লোবাল চ্যাপ্টার-এর চেয়ারম্যান [illegible] বলেন, বিশ্বের ৪৯টি দেশে ইও-এর ১৫৪টি চ্যাপ্টার কাজ করছে এবং বাংলাদেশে চালু হওয়া ইও-এর নতুন চ্যাপ্টারটি এ দেশের উদ্যোক্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপনে সহায়তা প্রদান করবে।

ইও-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হোসেন খালেদ বলেন, এ সংগঠনের সকল সদস্যের বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৫৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন, অন্যান্য দেশের উদ্যোক্তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাবেন। ...

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

The New Nation
Dhaka, Thursday, March 24, 2016 13

DCCI for restoration of BB's image

Staff Reporter

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Wednesday called upon the authorities concerned to take effective measures to ensure cyber security in the Bangladesh Bank (BB) for the sake of country's economy as well as restore image of the bank in global arena.

The trade body came up with the call after the cyber heist from BB's foreign exchange reserve account with the US Federal Reserve Bank.

"Such an incident has raised serious concern over the multiplier economic impacts. It is likely to hit the Balance of Payment, repayment of external borrowing, downgrade the credit rating of Bangladesh and above all weakening the exchange rate and macro-economic slowdown," it said in a statement.

The DCCI said, the foreign exchange reserve is likely to fall resulting currency devaluation and spending hike in import trade leading to wider negative balance of trade. Besides, import-led export growth trend will continue to decline having higher cost of doing business in international business, it opined.

On the other hand, central bank led range of dollar denominated investment schemes including EDF (Export Development Fund) in local market, higher local private sector lending target of monetary policy may be hampered above all plunging remittance inflow, added the trade body. Contd on page-11- Col-4

daily sun
29-02-16

Bangladesh Bank Governor Dr Atiur Rahman speaks at the inaugural session of a workshop on 'Enhancing Skill of Women Entrepreneurs' organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) at the DCCI auditorium in Dhaka on Sunday.

The Financial Express
29-02-16

BIAC and SAARC Arbitration Council (SARCO) signed an MoU recently for resolution of commercial disputes through ADR methods at DCCI Auditorium, Dhaka where Minister for Law, Justice & Parliamentary Affairs, Anisul Huq, MP was present. Muhammad A (Rumee) Ali, Chief Executive Officer, BIAC & Thusantha Wijemanna, Director General, SARCO signed the MoU on behalf of their respective organizations. Malik Imran Ahmed, Director, SARCO, BIAC Chairman, Mahbubur Rahman and DCCI President, Hossain Khaled seen.

BIAC signs MoU with SARCO

Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with SAARC Arbitration Council (SARCO) to co-operate in facilitating ADR in each others' services at a seminar held Saturday at DCCI Auditorium.

"I am passionately confident that substantial practice of ADR in form of mediation, arbitration and conciliation within the business community will ensure the fairness and excellence in business leading to irresistible economic development", said Law, Justice & Parliamentary Affairs Minister Anisul Huq as the chief guest at the seminar.

As a special guest of the event, BIAC Chairman Mahbubur Rahman said that "both BIAC and SARCO have been providing and will continue to provide confidence to foreign investors and the local business community."

Former Attorney General and the keynote speaker of the event, Barrister Fida M. Kamal in his presentation mentioned that institutional arbitration may be considered to be the most preferred method to resolve differences and disputes as quickly as possible. "The leading chambers in Bangladesh, namely, ICC-B, DCCI & MCCI together with specialized institutions like BIAC have the requisite skills and tools to offer in this regard", he added.

BIAC is a not-for-profit organization started operating from 2011 under a license from the government. BIAC does arbitration and mediation and published its rules in 2012 and 2014 respectively.

SAARC Arbitration Council, Islamabad (SARCO) is a body under South Asian Association for Regional co-operations and is mandated to provide a legal framework/forum within the region for fair and efficient settlement of commercial, industrial, trade, banking and other relevant areas. Thusantha Wijemanna, Director General and Malik Imran Ahmed, Director, SARCO gave presentations at the event.

Former Chief Justice Latifur Rahman, Former Chief Justice Tafazzul Islam, Former Justice, Awlad Ali, Former Justice Syed Amirul Islam, Former Justice Abdus Salam Mamun, Former Attorney General A.F. Hassan Ariff, lawyers and business leaders were also present at the event and participated in the deliberations, said a statement.

সংবাদ
১৪-০৩-১৬

বিমানে পণ্য পরিবহন নিষেধাজ্ঞা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে রপ্তানিতে : ডিসিসিআই

সংবাদ
১৪-০৩-১৬

বিমানে পণ্য পরিবহন নিষেধাজ্ঞা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে রপ্তানিতে : ডিসিসিআই

সমকাল
রোববার
৬ মার্চ ২০১৬ ২৩ ফাল্গুন ১৪২২

শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জ্বালানি চান ব্যবসায়ীরা

ঢাকা চেম্বারের সেমিনার

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৪ মার্চ ২০১৬
১০ চৈত্র ১৪২২

ঢাকা চেম্বারের বিবৃতি

রিজার্ভ হ্যাকিং অর্থনীতিতে বহুমুখী প্রভাব ফেলবে

যুগান্তর রিপোর্ট

রিজার্ভ হ্যাকিংয়ের ঘটনায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুমুখী প্রভাব ফেলতে পারে। এ ঘটনার ফলে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, ক্রেডিট রেটিং ব্যবস্থায় বাংলাদেশের স্থান অবনমন, এক্সচেঞ্জ রেটের ক্ষেত্রে টাকার মূল্যমানের অবনমন এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে নিম্নমুখী ধারা সৃষ্টি হতে পারে বলে আশংকা করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। একইসঙ্গে এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

বুধবার ডিসিসিআই থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্যাকিংয়ের কারণে বাংলাদেশী মুদ্রার মূল্যমানের অবনমন, রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের বৈশ্বিক বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রবণতা বাড়তে পারে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে আমদানি নির্ভর অর্থনীতির রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অপরদিকে

The Daily Star
DHAKA TUESDAY MAY 10, 2016

DCCI backs undeclared funds in real estate

EYE ON BUDGET: 2016-17

Star Business Report

The government should allow the investment of undeclared income in productive sectors to discourage money laundering, Dhaka Chamber of Commerce and Industry said yesterday.

"We urge the government to keep the scope of investing undeclared income in productive sectors, including real estate, by way of imposing additional taxes so money laundering is discouraged," said the chamber in its budget proposal.

A delegation of the chamber led by its President Hossain Khaled submitted the proposals to Finance Minister AMA Muhith at his secretariat.

The chamber said most of the undeclared income is sent abroad through illegal channels. "The existing faulty tax system should be upgraded to put off money laundering."

On April 28, the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry said people should be allowed to invest their undeclared incomes in the real estate sector without disclosing the source of the money to any government agency.

At present, one can invest undisclosed money in constructing or purchasing a building or an apartment without explaining the source of the income to the National Board of Revenue.

The present rules do not guarantee that other government agencies will not raise questions about the source of the funds.

If undisclosed money is allowed to be invested in real estate with a broader amnesty for 5 to 10 years, the sector will be able to come out of its current sluggish trend, the FBCCI said in its budget proposal. As a result, more revenue will be generated, it added.

The DCCI also called for fixing income tax at a minimum of 5 percent from 10 percent now and at a maximum of 20 percent from 30 percent at present.

READ MORE ON B3

DCCI backs undeclared funds in real estate

The corporate tax rate should be brought down to 35 percent from 45 percent, as the cost of doing business has gone up, it said.

In his speech, Khaled proposed complete withdrawal of advanced income tax on micro, small and medium exporters, and calculation of the income tax rate on them on the basis of gross income. The rate should be a maximum of 3 percent, he said. The chamber said capital gains from stock trading should be tax-exempted until the amount crosses Tk 30,000.

The package VAT for micro, small and medium enterprises should be brought down, taking into consideration their contribution to the economy, the DCCI said.

daily sun
DHAKA | TUESDAY | 5 JULY 2016

MARKET DIGEST

DCCI strongly condemns killings of hostages

Staff Correspondent

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) have expressed profound condolence at the killings of 20 innocent and unarmed foreign and Bangladeshi nationals by some derailed militants on the fateful night of last Friday at Gulshan in Dhaka.

The chamber body shared its solidarity with the entire nation to express sympathy to the members of the bereaved families who lost their beloved ones.

DCCI made the expression at a statement issued to the media on Monday.

"We condemn such heinous act of killings

মানবজমিন
মঙ্গলবার
১০ই মে ২০১৬

বাজেটে ডিসিসিআই'র ৯২ প্রস্তাব

The New Nation
Dhaka, Sunday, March 6, 2016 13

Uninterrupted energy in industries to ensure 8 pc GDP: DCCI

Economic Reporter

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on "Prospects & Challenges for Industries in Energy and Power sector of 7th five year plan" at DCCI in the city on Saturday.

Adviser to the Prime Minister Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, Bir Bikram was present as the chief guest while Member of Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) Rahman Murshed was present as special guest in the seminar. DCCI President Hossain Khaled chaired the seminar.

In the address of welcome DCCI's senior vice president Humayun Rashid said that secure, reliable and effordable energy and power is the gateway and oxygen for structured, sustained and inclusive and efficient economic growth. He said for the development of our economy and to achieve the 8% GDP target government has set 7th five-year plan where contribution of industry is more important. He also urged that to attain 8% GDP growth uninterrupted supply of power, energy and gas to industries must be ensured. He said cost of doing business may be increased in the context of LNG import. He emphasized more on local generation of power and gas for competitive price.

Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, Bir Bikram urged the businessmen to invest in special economic zones as government will ensure uninterrupted power and gas supply in the SEZs in future. 70% of the total population is now in electricity coverage in Bangladesh. He stressed for co-generation of electricity and energy efficiency. He underscored the need of research in power and energy sector. He added that government has already established Bangladesh Power and Energy Research Council (BPERC). He expected that by the year 2019, 10,000 megawatt power could be added in the national grid from Matarbari power project. He said that according to the 6th five year plan, power and energy sector witnessed a remarkable progress and likewise there will be a huge investment opportunities for private sector in terms of 7th five year plan. To attain 8% GDP growth by the year 2030, Bangladesh will be in need of minimum 34000 megawatt power by that time. He urged the private sector to grab this opportunities of investment in this sector. He also informed that government plans to ensure continuous power supply to industries rationalizing with the fertilizer industries.

DCCI President Hossain Khaled said a large number of entrepreneurs have already invested in industries including establishing in infrastructure but without gas, these industries could not go for production. He urged the government to provide gas in those industries who already applied for gas. He also urged the government to establish power generation projects near special economic zones so that industries could get electricity connections comparatively in a cheaper rate. He said that we have to reduce transmission and distribution loss in power and energy sector. He said that businessmen are in favour of installing Economical Power and Energy Measurement (EPM) tools in industries for metering accurate power and energy supply. He said that we have to increase energy efficiency which is now 35%. We should focus on clean, sustainable energy for future, he added.

Member of Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) Rahman Murshed said that we have to adjust with the present price of power and energy as it is not possible to reduce the price as it was before. He said that for energy efficiency we have to cut system loss and distribution loss. BERC Member said that it is the right time to think about alternative energy as deposit of natural gas is not infinite. Moreover, we should focus on generating power and energy from our locally explored coal. He urged the businessmen to be partner of the government in generation and distribution process of power and energy. He said that we should discourage importing power and coal rather encourage local generation of both.

Dr. Mohammed Tamim, Professor, Department of Petroleum & Mineral Resources Engineering, BUET presented the keynote paper. He urged for more exploration of gas and said that if we totally stop exploring gas now then the reserve of gas will end by the year 2023. He said that for achieving 8% GDP growth, we have to generate 34,000 megawatt electricity by the year 2030.

daily observer
16-03-16

Seminar on Material Flow Cost Accounting Held

Thrust on reducing cost of doing business

Staff Correspondent

Secretary of the Ministry of Industry Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan on Tuesday said the government has taken strategic measures to make the state-owned industries profitable.

"The state-run industries need to adopt modern technology for making more profit," said the secretary while speaking as the chief gust at a seminar on "Material Flow Cost Accounting (MFCA) held in the capital.

MFCA is a management tool that assists organisations in better understand the potential environmental and financial consequences of their material and energy practices and seeks to improve them via changes in those practices.

Presided over by DCCI Acting President Humayun Rashid the seminar was jointly organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Social Responsibility (SR) Asia Bangladesh.

DCCI Vice President K. Atique-e-Rabbani, FCA, Director AKD Khair Mohammad Khan, former Senior Vice President Alhaj Abdus Salam, former Vice President Absar Karim Chowdhury, former Director Rafiqul Islam Khan, Co-convenor Capt. Md. Nurul Haque and Secretary General AHM Rezaul Kabir spoke in the open discussion session.

Secretary of the Ministry of Industry Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan speaking at a seminar on Material Flow Cost Accounting (MFCA) organised jointly by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Social Responsibility (SR) Asia Bangladesh in Dhaka on Tuesday.

Mosharraf Hossain Bhuiyan said that Industries Ministry facilitates the local industries to flourish and try to establish a good bondage with the industrialists and manufacturers while the government has taken initiative of establishing new special economic zones and export processing zones to accommodate more industries in one specialized dedicated place.

"In line with the rapid industrialization, we need to focus on skill development, infrastructure development, reducing cost of doing business and reducing environmental threats," he said.

He underscored the need of realistic sector-specific market research before establishing heavy industries for sustainability.

Humayun Rashid said Bangladesh has achieved remarkable progress in social and economic frontier but now we are lagging behind in the context of environmental issues.

One of the reasons for falling behind is that the material flow of industrial and manufacturing process which is source of environmental degradation is not monitored meticulously, he mentioned.

The application of material flow cost accounting (MFCA) in industries can act as motivating factor for entrepreneurs as it benefits reducing material cost and lessening adverse environmental impact.

Country Director of SR Asia Bangladesh Sumaya Rashid presented the keynote paper. She highlighted that the concept of MFCA was first implemented in Germany back in 1990. Later this concept became mostly popular in Japan.

MFCA is a cost reduction tool in a manufacturing organisation. It helps identify material loss or wastages in factory. MFCA fulfills gaps between economic aspects and environmental aspects, assisting business turn to green business. MFCA concept is implemented now in Japan, Malaysia and India.

She also said that internationally renowned organisations like Canon, Panasonic and Mitsubishi have also implemented MFCA concept and they are successful to reduce their cost of production as well as hidden cost.

Consultant of DCCI E2K project Kazi Md. Shafiqur Rahman gave the welcome address while DCCI's Vice President K. Atique-e-Rabbani, FCA delivered the concluding remarks.

গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরায় হত্যাকান্ডের ঘটনায় ডিসিসিআই'র গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সকল সদস্য এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে সম্প্রতি একদল পথভ্রষ্ট জঙ্গি কর্তৃক গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরায় বাংলাদেশী সহ বিদেশী ২০ জন নিরপরাধ মানুষকে অমানবিক ভাবে হত্যা করার ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছে। সমগ্র জাতির সাথে সাথে ঢাকা চেম্বার নিহতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার, এ ধরনের জঘন্য হত্যাকান্ড কে মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড বলে মনে করে। মুসলিম অধ্যুষিত জাতি হিসেবে আমরা বাংলাদেশীরা মনে করি, এ ধরনের পাশবিক কর্মকান্ড আমাদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি ও দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি কে ধ্বংস করছে।

এ ঘটনার পিছনে জড়িতদের চিহ্নিত করার পাশপাশি তাদের কে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে ঢাকা চেম্বার সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে। এ ধরনের কর্মকান্ডের পিছনের শক্তি, যারা কিনা সামাজের যুব সমাজকে মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে ভুল পথে পরিচালিত করছে, তাদের কে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের জনগনকে সুসংগঠিত করার জন্য ডিসিসিআই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সদয় আহবান জানাচ্ছে।

ডিসিসিআই বিশ্বাস করে, সরকার এ হত্যাকান্ডের বিষয়ে জাতির বৃহত্তর অর্থনীতির স্বার্থে দ্রুতই একটি স্বচ্ছ ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে করে দেশি ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিনিয়োগে আস্থার অভাব না ঘটে।

দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাবসমূহ

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এক মত প্রকাশ করে দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সব সময় সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে গঠনমূলক সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে সরকারকে সহযোগিতা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই এ বছর সরকারের কাছে পেশকৃত সুপারিশসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. বাজেট ২০১৬-১৭ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা

ঢাকা চেম্বার প্রতি বছরের মত এবারও নিজস্ব সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বাজেট প্রস্তাবনার আলোকে চেম্বারের ট্যাক্সেশন সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা বিশ্লেষণপূর্বক বাস্তবভিত্তিক আয়কর, আইন ও বিধি সংক্রান্ত ১৫টি, আয়কর সংক্রান্ত ১৫টি, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক নীতি, আইন ও বিধি সংক্রান্ত ৮টি, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত ৪৮টি, মূল্য সংযোজন কর নীতি, আইন ও বিধি সংক্রান্ত ৩টি এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত ৩টি সহ সর্বমোট ৯২টি প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে, যা ইতোমধ্যে বিগত ১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সফ্টকপিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

১. **চেম্বার ও ট্রেড বডির উপর কর প্রত্যাহারঃ** দেশের চেম্বার সমূহ মূলত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, বিধায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ আয় ও লাভের পরিমাণ অত্যন্ত কম। চেম্বারগুলো তাদের আয়ের একটি বড় অংশ ব্যবসায়ীদের সাহায্যার্থে গবেষণা, প্রকাশনা প্রভৃতি খাতে ব্যয় করে থাকে। **কিন্তু বর্তমানে চেম্বার এবং ট্রেড বডিসমূহের সুদ বা মুনাফা আয় এবং ব্যবসা আয়ের উপর কর আরোপ করা হয়েছে** (এস.আর.ও. নং ২১০-আইন-আয়কর/২০১২, তারিখ ঃ ০১-০৭-২০১৩ ইং)। **এ ধরণের করারোপের ফলে বেসরকারিখাত কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সার্বিকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।** চেম্বারের সকল ধরনের আয়কে পূর্বের ন্যায় অলাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর মুক্ত ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

২. **প্যাকেজ ভ্যাটঃ** অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩০ শতাংশের বেশি অবদান রাখে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME) খাত। বেসরকারিখাতের ৭৫% ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এ খাত সংক্রান্ত। দেশের কর্মসংস্থানের ৭৫% হয় SME খাতের মাধ্যমে এবং শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের ৮০ শতাংশই SME ভিত্তিক। তাই বর্তমানে SME উদ্যোক্তাদের কথা বিবেচনা করে ২০২১ সাল পর্যন্ত নিম্নলিখিত হারে "প্যাকেজ ভ্যাট" নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

		প্রস্তাব	বর্তমান
ক)	ঢাকা ও চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১৫,০০০/-	১৪,০০০/-
খ)	অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১২,০০০/-	১০,০০০/-
গ)	জেলা শহরের পৌর এলাকা	৮,০০০/-	৭,২০০/-
ঘ)	দেশের অন্যান্য এলাকা	৪,০০০/-	৩,৬০০/-

এই হার পরবর্তীসময়ে প্রতি বছর **২০২১ সাল পযর্ন্ত ১০% হারে** বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩. **Electronic Cash Register (ECR) : ECR** কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট Software-টি পরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ হওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যথায় এ অপরিপূর্ণ উদ্যোগ ভ্যাট প্রদানে ব্যবসায়ীদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করবে, যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে ব্যাহত করবে।

৪. **অপ্রকাশিত ও অঘোষিত আয় :** প্রচলিত আয়কর ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আয়কর রিটার্ন জমা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রায় করযোগ্য আয়ের বিভিন্ন উৎস অপ্রকাশিত থাকায় সরকারের কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় হ্রাস পায়। ত্রুটিপূর্ণ এই ব্যবস্থার উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়েছে, যা অপ্রকাশিত আয়ের প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করবে।

৫. **Tax Cardঃ** ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে বিগত কয়েক বছর ধরে করদাতাদের সম্মানার্থে সীমিতভাবে Tax Card প্রদান শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে Tax Card প্রদানের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন সহ Tax Card কে Smart Card এ রূপান্তর করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ব্যবসীয়দের ব্যবসা সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ের সকল কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করবে।

৬. **করদাতার আওতা বৃদ্ধিঃ** মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩ কোটি মানুষ করযোগ্য আয়সীমার মধ্যে থাকলেও মাত্র ১১ লক্ষের কিছু বেশি করদাতা নিয়মিত কর প্রদান করে। তাই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কর হার বৃদ্ধি করার পাশাপাশি করদাতার আওতা বৃদ্ধি করার জোরালো সুপারিশ করা হয়েছে।

৭. **Import Substitute Industry এর সুরক্ষাঃ** আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা, স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Finished Products আমদানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শুল্ক হার আরোপের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ/বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সেই সাথে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির উপর যাতে কোনক্রমেই চূড়ান্ত পণ্যের ন্যায় Duty বা Tax আরোপ করা না হয়, সে ব্যাপারে আরো যত্নশীল হওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। যদি আমদানির উপর ট্যারিফ কমিয়ে এবং সব ধরণের সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করে ১৫% ভ্যাট আরোপ করা হয়, তা দেশিয় Import Substitutitute Industry কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

৮. **Port Charges, Demurrage & Penalties নির্ধারণঃ** বর্তমানে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে বিভিন্ন দীর্ঘসূত্রীতার কারণে অতিরিক্ত **Port Charges, Demurrage & Penalties** বহন করায় ব্যবসায়ীদের **cost of doing business** বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বিদেশী মুদ্রায় **Steve Doering Agency** সমূহকে প্রদান করায় ব্যবসায়ীদের ক্ষতির মুখোমুখী হতে হয়। তাই সকল ধরণের **Port Charges, Demurrage & Penalties** সহনশীল পর্যায়ে পূনঃনির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯. **Automobile এবং Automotive শিল্পঃ** আমদানি নির্ভর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার Automotive শিল্পের উন্নয়নের জন্য এ শিল্পকে Import Substitute শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি এবং এ শিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষ প্রণোদনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে দেশ আমদানি বিকল্প গাড়ি উৎপাদনের পাশাপাশি মটর পার্টস রপ্তানিতেও সক্ষম হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে D-8 সভার আলোচনা সাপেক্ষে Automobile শিল্পের জন্য যে Policy Guideline এবং Roadmap গ্রহণ করা হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে Brand New Passanger Car, Completely Built Unit (CBU) অবস্থায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Glass Guide ব্যবহার করা হয়, যা শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের বাজারের জন্য প্রযোজ্য। যেমনঃ রেঞ্জ রোভার, জাগুয়ার ও মিনি গাড়ির ক্ষেত্রে তাদের দেশিয় বাজারে নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে, যা অন্যান্য বাজারের ক্ষেত্রে বা রপ্তানির মূল্যের দামের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করে না। তাই Brand New Passanger Car, Completely Built Unit (CBU) অবস্থায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Glass Guide ব্যবহার বন্ধ/প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এই সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ার পরবর্তীতে Manufacturer এর মূল্যতালিকা/Invoice এবং/অথবা Manufacturer Owned Trading Company এর মূল্যতালিকা/Invoice গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সঠিক মূল্যমান নিশ্চিত করে ফি এর মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার এই ধরণের যাচাই-বাছাই এবং তথ্যানুসন্ধানের কাজ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যেখানে সরকার কিংবা আমদানিকারক কারও কোন ধরণের লোকসান হবে না।

১০. **ঔষধ শিল্পঃ** স্থানীয় **API** উৎপাদনকারীদের সুরক্ষা ও রপ্তানিমুখী ঔষধ শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য আমদানিকৃত API পণ্যের উপর ৩০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা **WTO TRIPS** এর আওতায় ২০৩৩ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১১. **ষ্টিল ও রি-রোলিং খাতঃ** এ খাতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক বজায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, কারণ ষ্টিল রি-রোলিং খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রমবর্ধমান শিল্প। এই শিল্পের স্থানীয় উপযোগিতা অবকাঠামোগত উন্নয়নে ও আবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখাতে প্রায় ৪০০ এর অধিক স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশিয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এ শিল্পের কাঁচামাল বিলেটস্ (**Billet**) এর চাহিদা এখনও বহুলাংশে আমদানি নির্ভর। তাই এ শিল্পের অগ্রগতি, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও আবাসন খাতের সমৃদ্ধির স্বার্থে বর্তমান অর্থবছরে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক (যা ৭০০০ টাকা প্রতি টন) আগামী অর্থবছরেও বজায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়া, এখাতে স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে **'SAFTA'** অন্তর্ভুক্ত জিরো ট্যারিফ পণ্য তালিকা হতে **Billet** এর অন্তর্ভূক্তি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২. **আবাসন খাত:** জমি বা গৃহ সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্যের উপর বিদ্যমান ৪% **Gain Tax** সহ মোট ১১% **Tax** ও **Registration Fee** চার্জ করা হয়। এ ছাড়াও ফ্লাটের আকার ভেদে সর্বোচ্চ ৪.৫% ভ্যাট চার্জ করা হয়। এ খাতের সমৃদ্ধি ও ফ্লাট ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থে **Gain Tax** হ্রাস করে যোক্তিকীকরণ এবং **Registration Fee, Stamp Duty** প্রত্যাহার করে **Transfer Fee** আরোপ করার প্রস্তাব সহ ভ্যাট ১% থেকে ২.৫% এ পুনর্নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৩. **Anti-Dumping, Countervailing & Safeguard Measures:** বর্তমানে দেশিয় পণ্যের বাজার সুরক্ষায় Anti-Dumping, Countervailing & Safeguard Measures এর সঠিক প্রয়োগ না থাকায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। তাই উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বাঁচাতে এবং রাজস্ব বাড়াতে ট্র্যারিফ কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪. **আয়কর আইন ১৯৮৪ ও বিধি সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ**

১৪.১ ধারা ১৬ সিসিসি অনুসারে কোম্পানি শ্রেণির করদাতার ২০১৫-২০১৬ করবর্ষে ০.৩০ শতাংশ হারে সর্বনিম্ন কর আরোপের বিধান করা হয়েছে। কোম্পানির মোট প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে এ সর্বনিম্ন কর আরোপ করা হয়। উক্ত করবর্ষে লাভ লোকসান নির্বিশেষে এ করের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট করবর্ষে মোট প্রাপ্তির ০.৩০ শতাংশের কম হবে না, যা আয়কর আইনের পরিপন্থী। আয়কর আইন অনুসারে আয়ের উপর আয়কর পরিশোধ করতে হয়। তাই ১৬ সিসিসি বিলোপ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪.২ ধারা ৩০ (এম) এর অধীনে ব্যাংক বহির্ভূত চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে ১ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ নন-ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ লেনদেন করে থাকেন এতে ক্ষুদ্র লেনদেন বৃদ্ধি পাবে।

১৪.৩ ৫২এএ ধারা অনুযায়ী "অন্যান্য সেবার" ক্ষেত্রে উৎসে কর কতর্নের হার ১০%। উৎসে কর কর্তনের যে বিধান বর্তমানে চালু আছে তা করদাতা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরাট বোঝা স্বরুপ। তাই "অন্যান্য সেবার" ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ৫% পর্যন্ত হ্রাস করে এটাকে **Final Assessment** হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪.৪ মামলার জট কমানোর জন্য বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (ADR) মাধ্যমে যে সকল বিষয় গুলো নিস্পত্তি হয়ে যায়, তা করদাতা বা আয়কর কর্তৃপক্ষ কেউ চ্যালেঞ্জ করতে না পারার বিধান (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৫২ও এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১৫২পি) থাকলেও আয়কর কর্তৃপক্ষ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিস্পত্তি হওয়া বিষয়ের উপর পূণরায় নোটিশ জারি করে। যা ADR এর মূল উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্থ করে। তাই মামলার জট কমানোর জন্য ADR এর মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত কর মামলাগুলোর সাথে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১২০ সমন্বয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং কার্যকরী **ADR Process** এর জন্য সকল **Stakeholder (Judiciary, NBR, Business Community, Consumer)**-দের নিয়ে, বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি **ADR Panel** গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪.৫ আয়কর আইন ১৯৮৪ রুল ২৫ এর অধীনে আয়কর রিটার্ন ফরমে ৬ নং পৃষ্ঠায় করদাতার নিজের, স্ত্রী/ স্বামীর (রিটার্ন দাখিলকারী না হলে), নাবালক ও নির্ভরশীল সন্তানদের পরিসম্পদ ও আয় উপরি উক্ত বিবরণীতে প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু উক্ত রিটানের ৫নং পৃষ্ঠা (আইটি ১০বি) তে ১ হতে ১৮ পর্যন্ত যে কলাম রয়েছে সেখানে স্ত্রী/ স্বামীর (রিটার্ন দাখিলকারী না হলে), নাবালক ও নির্ভরশীল সন্তানদের সম্পদ ও আয় দেখানোর কোন কলাম নেই। ফলে করদাতার উক্ত করবর্ষের মোট সম্পদ এবং পূর্ববর্তী করবর্ষের সম্পদের সমন্বয়ে জটিলতা দেখা দেয়। ফলে কর নির্ধারনে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এ জটিলতা নিরসনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪.৬ মূসক আইন ১৯৯১, ধারা (২) এর (ঙঙঙঙ) এ যেভাবে **Export** এর সংজ্ঞা দেয়া আছে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এ সেভাবে **Export** এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ সংজ্ঞা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৫ আয়কর সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

১৬.১৫ ব্যক্তি শ্রেণির করঃ বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও ব্যাপক মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার কর মুক্ত আয়ের সীমা সর্বোচ্চ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে বাড়িয়ে ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, মহিলা করদাতা ও বয়স্ক নাগরিক (৬৫ বৎসর) করদাতার ক্ষেত্রে কর মুক্ত আয়ের সীমা ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৭৫,০০০/- (তিন লক্ষ পচাঁত্তর হাজার) টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,২৫,০০০/- (চার লক্ষ পচিঁশ হাজার) টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.১৬ এলাকাভেদে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য ন্যূনতম আয়করের হার ৩,০০০, ২,০০০, ১,০০০ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.১৭ অতিক্ষুদ্র, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা **(MSME)** রপ্তানিকারক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অগ্রীম আয়কর সম্পূর্ণ রহিতকরন এবং প্রতিষ্ঠানের বা মালিকের আয়কর বার্ষিক নিট রপ্তানির সর্বোচ্চ ৩% মোট আয় **(Gross Income)** ধরে নিষ্পন্ন করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.১৮ ব্যক্তি পর্যায়ে করদাতাদের ক্ষেত্রে আয়করের হার মোট আয়ের উপর ভিত্তি করে ১০% থেকে ৩০% পর্যন্ত বিদ্যমান। জীবনযাত্রার ব্যয় ও মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় রেখে, আগামী অর্থবছরে ব্যক্তিখাতের আয়ের উপর ভিত্তি করে আয়করের হার ৫% এবং ২০% এ হ্রাস করে যৌক্তিককরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বর্ধনশীল Cost of Doing Business ও মূল্যস্ফীতির কারণে প্রাতিষ্ঠানিক করহার বিদ্যমান সর্বোচ্চ ৪৫% থেকে ৩৫% পর্যন্ত হ্রাস করে যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.১৯ Engineering, Procurement and Construction (EPC) ব্যবসার ক্ষেত্রে ৫% Cash incentive প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.২০ Merchant Bank এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৭.৫% থেকে হ্রাস করে ৩৫% করার অনুরোধ করছি। Brokerage Operations এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৫% থেকে হ্রাস করে ৩০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.২১ **Corporate Social Responsibilityঃ** সামাজিক দায়বদ্ধতা বা Corporate social Responsibility (CSR) এ ব্যয়কৃত অর্থ সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত করতে হবে। CSR এর জন্য আলাদা একটি অনুমোদিত খাত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.২২ **Financial Reporting Act (FCA)** একটি ভালো উদ্যোগ হলেও এই আইন এখন প্রয়োগ করা হলে ৯৯% ব্যবসায়ী এই আইনের আওতায় **Non-Compliant** হিসাবে পরিগণিত হবে। এই আইন প্রয়োগের পূর্বে, এই আইনের প্রয়োগ ও ব্যবহার সর্ম্পকে ব্যবসায়ীদের মাঝে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাই কার্যকারী **Financial Reporting Eco-System** প্রতিষ্ঠা করার পর এই আইন প্রয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.২৩ পুঁজিবাজার তালিকাভুক্ত কোম্পানি হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ আয় ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.২৪ **General Purchase** এবং **Sales** এর উপর উৎস কর ৫% থেকে হ্রাস করে ২.৫% পূণঃনির্ধারন করে **Final Assessment** হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.২৫ **'Advisory & Consultancy'** সেবার ক্ষেত্রে উৎসে কর প্রয়োগের হার ৩০% যা ১০% এ হ্রাস করে যৌক্তিককরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬.২৬ সরকার ঘোষিত নতুন পে স্কেলে অনেক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিদ্যমান আয়কর সীমার আওতায় এসেছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আয়করের আওতা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৬ শুল্ক সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

১৭.১৬ দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প-পণ্যসমূহের সুরক্ষার জন্য বছর-ভিত্তিক পর্যালোচনাপূর্বক সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণ, আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে **Finished Products** এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শুল্ক হার আরোপের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ/বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৭.১৭ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের উন্নয়নের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান রেয়াতি শুল্কহার আগামী অর্থবছরেও বজায়ে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৭.১৮ শুল্ক কাঠামোতে ঘন ঘন পরিবর্তন আনয়নের ফলে দেশের সাবলীল শিল্পোন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হয় এবং আমদানিকারক ও ভোক্তাশ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। বাজেট ঘোষণার পর S.R.O জারিকরণের মাধ্যমে শুল্ক করের হার হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ যথাসম্ভব পরিহার করার প্রস্তাব করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষে, দীর্ঘমেয়াদি শুল্ক কাঠামো (ন্যূনতম ৫ বছর) তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৭.১৯ **আমদানিকারক ও উৎপাদকগণের স্বার্থ সংরক্ষণঃ** আমদানিকারক ও একই পণ্যের স্থানীয় উৎপাদকগণের স্বার্থ বিপরীতমূখী। এমনকি যেখানে এক শিল্পের কাঁচামাল অপর শিল্পের উৎপাদিত পণ্য। এদের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শুল্কহার নির্ধারণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের কমিটি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ Liquid Glucose, Urea Liquid Resins, Carbon Rods, Poultry Breeder Machines, Particle Board, Boiler, Transformer ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শুল্কহার নির্ধারণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি নিয়ে **Tariff Commission** এর আওতায় একটি **Special Task Force** গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৭.২০ **আন্তর্জাতিক দরপত্রে কর সমতা বিধানঃ** আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তা/বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কর সমতা বিধান করতে হবে। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশ নেওয়া বিদেশি প্রতিষ্ঠানের আমদানি শুল্ক সরকার পরিশোধ করায় দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো মূল্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এবং এতে দেশিয় শিল্পগুলো একধরনের করবৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এই ধরনের সকল করবৈষম্য দূর করে সকল ক্ষেত্রে কর সমতা বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৭.২১ **পাট পণ্য রপ্তানি খাতে Duty Draw Back পদ্ধতি সহজীকরণঃ** পাটপণ্য রপ্তানি খাতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের উপর Duty Draw Back দেয়ার বিধান থাকলেও বর্তমানে DEDO Office কার্যক্রমটি স্থগিত করে রেখেছে। পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে সাধারণত Secondary Buyer এর উপর PRC ইস্যু করায় DEDO Office, Duty Draw Back কার্যক্রম বন্ধ করে রেখেছে, যা আইনের পরিপন্থী। তাই DEDO Office এর হয়রানি এবং জটিলতা দূর করে কার্যক্রমটি পুনরায় চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৭ মূসক সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

১৭.১ নতুন ভ্যাট আইনের অষ্টম অধ্যায়ে, ধারা ৬৩ এ টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়ে তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তি যোগ্য ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভারের উপর ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদান করার বিধান করা হয়েছে। এই নতুন আইনে টার্নওভার কর সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় ক্ষুদ্র উদোক্তাদের পক্ষে টিকে থাকা কষ্টসাধ্য হবে। শুধু তাই নয় অধিকাংশ সময় টার্নওভার আশানুরূপ না হলেও আইনের কারণে ব্যবসায়ীদের বাধ্যতামূলক ভাবে টার্নওভার কর প্রদান করতে হবে। যা ব্যবসায়ীদের উপর বোঝা সৃষ্টি করবে। তাই নতুন এবং বিদ্যামান আইনে, যেকোনো করযোগ্য পণ্য সরবরাহকারীর বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীর বার্ষিক টার্নওভার এক কোটি টাকার নিম্নে হইলে তাহাকে বার্ষিক টার্নওভারের ওপর ২% হারে টার্নওভার কর প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই হারে টার্নওভার প্রদান করলে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভ্যাট প্রদানে অধিক উৎসাহিত হবে, যা সরকারের রাজস্ব বহুগুন বাড়িয়ে দিবে।

১৭.২ শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি করবর্ষের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একবারই নিরীক্ষা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি নিরীক্ষা সংস্থা স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষা দপ্তর, মূসক গোয়েন্দা ও নিরীক্ষা দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটের নিরীক্ষা দল পৃথক ভাবে একাধিক বার শিল্প সমূহের মূসক সংশ্লিষ্ট হিসাব নিরীক্ষা করে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত হলে নিরীক্ষা আপত্তির হয়রানি এবং এ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা হ্রাস পাবে।

১৭.৩ মূসক আইনে বিদ্যমান মূল্য ঘোষণা এবং মূসক দপ্তর কর্তৃক তা অনুমোদনের বিধান সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ও রহিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যে মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হবে, তার উপরেই মূসক প্রদান করতে হবে; এই বিধান প্রয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। মূসক সহ যে কোন কর ব্যবসার উপজাত। কর কর্তৃপক্ষ যদি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই মূল্য রেশন শপের মত শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ করতে হয়, তাহলে মূসক হয়ত থাকবে কিন্তু কোন ব্যবসায়িক কার্যক্রম শ্লথ হয়ে যাবে।

১৭.৪ **Advanced Trade VAT (ATV)**ঃ বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত সকল Finshed Products এর ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় ১৫% হারে মূসক ছাড়াও ৪% অগ্রিম Trade VAT আদায়ের বিধান রয়েছে। এই Advanced Trade VAT কে চুড়ান্ত হিসেবে গণ্য করে এবং পরবর্তী সময়ে পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় পর্যায়ে নতুন কোন VAT আরোপ না করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. শিল্পনীতি-২০১০ সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিসিসিআই-এর প্রস্তাবসমূহ

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
১	শিল্পনীতিকে গেজেট আকারে প্রকাশ করে এর আইনগত অবস্থান দৃঢ় করা যেতে পারে।	বর্তমানে শিল্প নীতি গেজেট আকারে প্রকাশ করা নেই।	শিল্পনীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য এ নীতিমালাকে আইনী সমর্থন দিয়ে গেজেট আকারে প্রকাশ করে এর আইনগত অবস্থান দৃঢ় করা যেতে পারে।
২	শিল্পনীতিতে অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা বাস্তবায়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর/এজেন্সি এর সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন। আর এজন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	বিদ্যমান শিল্পনীতির প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর/এজেন্সি এর সাথে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	এতে করে শিল্পনীতির প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অনেকটা সহজ হবে।
৩	পরিবহন শিল্পের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় থাকতে পারে যেখানে এখাতের প্রতি বিশেষ করে রেল, সড়ক ও নৌ-পরিবহনে বিরাজমান সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর থাকবে। তাছাড়া নৌপথে কন্টেইনার পরিবহন সুবিধার উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত যাতে এটি শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। নদীর পাশে কন্টেইনার সুবিধা যেমন Inland Container Port (ICP) গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। একই সাথে PPP মডেলে দক্ষ যোগাযোগ এবং যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। একই সাথে নৌ-পথে চলাচল নিরাপদ করার স্বার্থে নৌ-টহল গার্ড (Internal Riverine Guard) সৃষ্টি করে যাত্রীবাহী নৌযানের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	বিদ্যমান শিল্পনীতিতে পরিবহন শিল্প নিয়ে পৃথক কোন অধ্যায় নেই।	এতে পরিবহন শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৪	বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে একটি পৃথক অধ্যায় থাকতে পারে যেখানে এনআরবি বিনিয়োগ কৌশল ও বিনিয়োগ খাত সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে। এ ব্যাপারে দেশের চেম্বার সমূহের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাস সমূহের যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।	বিদ্যমান শিল্পনীতিতে এনআরবি বিনিয়োগ কৌশল ও বিনিয়োগ খাত সম্পর্কে পৃথক কোন অধ্যায় নেই।	এতে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।
৫	**অধ্যায় ৪** এ উল্লেখিত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাবগুলো আরো স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন (ধারা ৪.১ থেকে ৪.৬)। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে আরো সক্রিয় করা দরকার। শিল্পনীতিতে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের অধীনে বিরাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট কর্মসূচীর উল্লেখ থাকা বাঞ্ছণীয়। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারিকরণ কমিশনের সাথে দেশের চেম্বারসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।	**অধ্যায় ৪** এ উল্লেখিত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাবগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই।	এতে করে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে আরো সক্রিয় করা সম্ভব হবে।
৬	**ধারা ২.৩৮** শিল্পনীতিতে রুগ্ন শিল্পের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।	**ধারা ২.৩৮** বিদ্যমান নীতিতে রুগ্ন শিল্পের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া নেই।	এতে রুগ্ন শিল্প সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।
৭	**ধারা ২.৩৮ (সংশোধন)** কোন শিল্প যাতে রুগ্ন না হয় সে ব্যাপারে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার। এ লক্ষ্যে একটি ***রুগ্ন শিল্প কমিশন*** গঠন করা হবে। যে সকল শিল্প রাজনৈতিক সমস্যা, এনার্জি বা বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে রুগ্ন হয়ে পড়েছে সেগুলো পুনরায় চালুর ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের ঋণ কোন ডাউন পেমেন্ট ছাড়া পুনঃতফশীলিকরণের সুযোগ দেয়া হবে। জবাবদিহিতাসহ বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনান্তে এ সকল শিল্প পুনরুদ্ধারে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে।	**ধারা ২.৩৮** রুগ্ন শিল্পের সমস্যা থেকে দেশকে পরিত্রাণ পেতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে রুগ্ন শিল্প আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। যে সব রুগ্ন শিল্প পুনরায় চালু করার সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই, সেগুলো সনাক্ত করা হবে।	রুগ্ন শিল্প কমিশন গঠন করা হলে এ শিল্পের উদ্যোক্তাদের পুনরায় উজ্জীবিত করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৮	**ধারা ২.৩৯ (সংশোধন)** দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে। তবে দেউলিয়াত্বেও জবাবদিহিতা নিরূপণ স্বচ্ছ থাকতে হবে।	**ধারা ২.৩৯** দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।	দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হলে তা ফলপ্রসূ হবে।
৯	**ধারা ২.৩৭ (সংশোধন)** দেশে ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে গতি সৃষ্টি করতে সরকার ***বাংলাদেশ পর্যটন নীতি অনুসরণ করে*** পর্যটন কর্পরেশনের মাধ্যমে বিশ্ব ইকো-ট্যুরিজম মার্কেটিং প্রসারের ক্ষেত্র তৈরি করবে। তাছাড়া, ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে পিপিপি অনুসরণ অগ্রাধিকার পেতে পারে।	**ধারা ২.৩৭ (সংশোধন)** দেশে ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে গতি সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশ্ব ইকো-ট্যুরিজম মার্কেটিং প্রসারের ক্ষেত্র তৈরি করবে।	ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে বাংলাদেশ পর্যটন নীতি অনুসরণ করা দরকার।
১০	**ধারা ২.৪৫** বস্ত্রখাতের সরকারি মালিকানাধীন বস্ত্রকলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার কাজ **কোন কর্তৃপক্ষ করবে তা সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা যেতে পারে।** বস্ত্র কলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির সংস্কারে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বিবেচনা করা যেতে পারে।	**ধারা ২.৪৫** বস্ত্রখাতের সরকারি মালিকানাধীন বস্ত্রকলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার করে বস্ত্রকলগুলো চালু রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এই ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।	এতে অস্পষ্টতা হ্রাস পাবে।
১১	**অধ্যায়-৩ ঃ সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিন্যাস ঃ** শিল্পনীতিতে ৯ (নয়) ধরনের শিল্পের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড সেই ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত হলেও আর একটি ক্যাটাগরিতে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির সমপর্যায় ভূক্ত হলে তাকে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত করা হবে শিল্পনীতিতে এমন বিধান রাখা হয়েছে। ***এ ধরনের সংজ্ঞা শিল্পের শ্রেণি বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভুল বোঝা বুঝি সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এ সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে উচ্চতর শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত না করে নিম্নতর শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে।***	শিল্পনীতিতে ৯ (নয়) ধরণের শিল্পের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেগুলো হলো ঃ বৃহৎ, মাঝারী, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, হাইটেক, সংরক্ষিত, অগ্রাধিকার এবং নিয়ন্ত্রিত শিল্প। প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড সেই ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত হলেও আর একটি ক্যাটাগরিতে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির সমপর্যায় ভূক্ত হলে তাকে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত করা হবে শিল্পনীতিতে এমন বিধান রাখা হয়েছে।	এতে অস্পষ্টতা দূর হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
	এ ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের অবদান বিবেচনায় ক্যাটাগরীভূক্ত করার বিধান করা যেতে পারে।		
১২	বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এসএমই ফাউন্ডেশন, এনবিআর এ সকল ক্ষেত্রে শিল্পের একই সংজ্ঞা ব্যবহার করা প্রয়োজন।	বর্তমানে বিভিন্নভাবে শিল্পের সংজ্ঞা ব্যবহৃত হচ্ছে।	শিল্পের একটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা থাকলে তার বি-বিধান বাস্তবায়ন সহজ হবে।
১৩	**ধারা ২.৪১ (সংযোজন)** চালু সরকারি পাটকলগুলোর অতীতের অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুনরায় লাভজনক করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দেশিয় এ শিল্পকে পরিবেশ-বান্ধব দেশজ উৎপাদের প্রধানতম কাঁচামাল এবং বিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।	**ধারা ২.৪১** চালু সরকারি পাটকলগুলোর অতীতের অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুণরায় লাভজনক করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।	চালু সরকারি পাটকলগুলোর অতীতের অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুনরায় লাভজনক করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবেন।
১৪	**ধারা ৩.১০.৪** অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা রপ্তানি নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত।	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ পরিবেশিত হয়েছে।	এতে আলাদা দুই নীতির সাথে সামঞ্জস্য থাকবে।
১৫	**ধারা ৩.১১.১** **নিয়ন্ত্রিত শিল্পঃ** অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ কমিশন হতে অনুমোদন/অনাপত্তিপত্র ইত্যাদি গ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা পরিহার করা উচিত এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত।	প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল শিল্প সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/ কমিশনের (যেমনঃ সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে বেসরকারিখাতে স্থাপন করা যাবে।	অযথা হয়রানি দূর করা গেলে বেসরকারিখাত দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণে আরো বেশি উৎসাহিত হবে।
১৬	**অধ্যায় -৪ (সংযোজন)** ..... এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে শেয়ার অফলোডের মাধ্যমে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় *বা নতুন কোন কোম্পানী আইন প্রণীত হলে তার আওতায়*	**অধ্যায় -৪** **ধারা ৪.৩** রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে এবং এই সব শিল্প খাতের	নতুন কোম্পানী আইন প্রণীত হচ্ছে যা এ নীতিতে অন্তর্ভূক্ত থাকা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
	অথবা অন্য কোন আইনী প্রক্রিয়ায় সরকারি ও দেশি-বিদেশি বেসরকারি অংশীদারিত্বে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরের বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করবে।	প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে চুক্তিভিত্তিক সহযোগিতা প্রদানে দেশি বা বিদেশি সহযোগী বা বিনিয়োগকারীকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে শেয়ার অফলোডের মাধ্যমে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় অথবা অন্য কোন আইনী প্রক্রিয়ায় সরকারি ও দেশি-বিদেশি বেসরকারি অংশীদারিত্বে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরের বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করবে।	
১৭	**ধারা ৫.১** পরিশিষ্ট-৫ এ প্রদর্শিত উন্নত ও অনগ্রসর এলাকার তালিকাটি পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।	**ধারা ৫.১** দেশে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমদানীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ককর সুবিধার জন্য এলাকা বিভাজন তথা উন্নত ও অনগ্রসর এলাকার একটি তালিকা থাকবে (পরিশিষ্ট-৫) এবং সেই অনুযায়ী প্রনোদনা প্যাকেজ থাকবে।	পরিশিষ্ট-৫ এ প্রদর্শিত উন্নত ও অনগ্রসর এলাকার তালিকাটি পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।
১৮	**ধারা ৫.২** জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার তাগিদ শিল্প নীতিতে থাকা দরকার।	৫.২ শিল্পায়নে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহে (বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী) শিল্প স্থাপনে ব্যাপক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিসহ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে। এসব এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হবে।	
১৯	**ধারা ৫.৪ (২)** যেহেতু এ উপ-ধারাটি প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে প্রকাশিত অর্থ বিল এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, তাই এক্ষেত্রে ***"প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে প্রকাশিত অর্থ বিল অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে"*** মর্মে সংশোধন করা দরকার	**ধারা ৫.৪ (২)** (২) এলাকা ভেদে বিদ্যমান কর অবকাশ সুবিধা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে; ৩০/০৬/২০১১ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে সব কর অবকাশ সুবিধা রয়েছে, সেগুলো হলোঃ	

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
		(ক) তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম দু'বছর আয়ের ১০০% ভাগ, পরবর্তী দু'বছর ৫০% ও শেষ (৫ম) বছর ২৫% ভাগ কর অবকাশ। (খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ এবং তিন পার্বত্য জেলায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠাগুলোর জন্য ৭ (সাত) বছর মেয়াদী কর অবকাশের মধ্যে প্রথম তিন বছর কর অবকাশের হার ১০০%, পরবর্তী ৩ বছর ৫০% ও শেষ বছরে (৭ম বছর) ২৫%।	
২০	**ধারা ৫.৬ (সংশোধন)** স্থানীয় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দিকটি মাথায় রেখে সরকার (৫) ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে।	স্থানীয় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দিকটি মাথায় রেখে সরকার ৪ ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে। ভবিষ্যতেও শুল্ক কর কাঠামো প্রণয়নকালে সরকার এই দিকটি বিবেচনায় রেখে বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	বর্তমানে ৫ ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামো বিদ্যমান আছে, তাই এখানে সংশোধন প্রয়োজন।
২১	**ধারা ৫.৭** স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদির আমদানির উপর শুল্ক ও কর এবং আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও করের বৈষম্য এমনভাবে নির্ধারন করা যেতে পারে যাতে তা স্থানীয় শিল্প সহায়ক হয়।	**ধারা ৫.৭** স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদি আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার এসব দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার থেকে বেশি হবে।	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদির আমদানির উপর শুল্ক ও কর এবং আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও করের বৈষম্য এমনভাবে নির্ধারণ করা দরকার যাতে তা স্থানীয় শিল্প সহায়ক হয়।
২২	**ধারা ৫.৭ (গ)** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ইন্টারনেট সার্ভিস **আইসিটি নীতি অনুযায়ী সকল প্রকার শুল্ক ও কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে;** এ বিষয়টি উল্লেখ থাকা দরকার।	**ধারা ৫.৭ (গ)** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ইন্টারনেট সার্ভিস-এর ক্ষেত্রে প্রণোদনা হিসেবে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা ব্যবস্থা নেয়া হবে;	এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আইসিটি সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষা প্রদানে উৎসাহিত হবে এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির কাজও বেগবান হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
২৩	**ধারা ৫.৭ (ঘ)** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট এর উপর কর অব্যাহতি এবং বিনিয়োগকৃত মূলধনের সীমাঃ এ বিষয় শিল্পনীতিতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে জাতীয় বাজেটে ঘোষিত এবং পরবর্তীতে অর্থ বিল-এ অন্তর্ভূক্ত বিধান অনুযায়ী এ সব সুবিধা প্রাপ্য হবে শিল্পনীতিতে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ এ সুবিধাগুলো প্রতি বছরই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয়।	**ধারা ৫.৭ (ঘ)** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর অব্যাহতির সুবিধা অব্যাহত থাকবে। কুটির শিল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত বর্তমান মূলধন পনের লক্ষ টাকা থেকে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে অনধিক পঁচিশ লক্ষ টাকায় সম্প্রসারণ করা হবে। একই সাথে কুটির শিল্পের সুবিধা ভোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপর কোন মুসক নিবন্ধিত স্থানীয় উৎপাদকের ব্রান্ড পণ্য সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত বিদ্যমান শর্ত বিলুপ্ত হবে। উপরন্তু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কাঙ্খিত বিকাশ নিশ্চিত করতে মুসকের বার্ষিক টার্নওভারের সীমা ৪০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬০ লক্ষ টাকায় সম্প্রসারণ করা হবে;	যেহেতু প্রতি বছরই এ সুবিধাগুলো কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয় তাই এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে।
২৪	**ধারা ৫.১০** প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সংরক্ষিত অংশ বর্তমানের ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% করা যেতে পারে।	**ধারা ৫.১০** অনাবাসীরা বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর নতুন ছাড়কৃত শেয়ার/ডিবেঞ্চার ক্রয় করতে পারবে। প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ১০% শেয়ার সংরক্ষিত থাকবে।	এতে অনাবাসীরা বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো এদেশে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে।
২৫	**ধারা ৫.১৫ (সংশোধন)** ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত যে সব বেসরকারি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করবে..... যেহেতু ২০১২ সাল শেষ হয়ে গেছে সেহেতু এখানে সংশোধন দরকার।	২০১২ সালের জুন পর্যন্ত যে সব বেসরকারি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করবে সে সব বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিগুলোর আয়ের উপর থেকে উৎপাদনের দিন হতে ১৫ বছর পর্যন্ত কর অব্যাহতির সুযোগ থাকবে;	যেহেতু ২০১২ সাল শেষ হয়ে গেছে সেহেতু এখানে সংশোধন দরকার।
২৬	**ধারা ৫.১৬ (সংশোধন)** এ ব্যাপারে শিল্পনীতিতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে জাতীয় বাজেট এবং অর্থ বিল অনুযায়ী সুবিধা প্রদত্ত হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	**ধারা ৫.১৬** স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধীকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূলধন লাভের উপর থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি।	যেহেতু এ সুবিধা জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয় তাই এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
২৭	**ধারা ৫.২১ (সংযোজন)** নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রস্তাবিত উদ্যোগের সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিদ্যমান ইপিজেড ***এবং প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল-এ চাহিদা মূল্যায়নপূর্বক কোটা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে তবে এগুলো অব্যবহৃত থেকে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের পর যে কোন উদ্যাক্তা ব্যবহার করতে পারবে এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে।***	**ধারা ৫.২১** নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রস্তাবিত উদ্যোগের সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিদ্যমান ইপিজেড-এ চাহিদা মূল্যায়নপূর্বক কোটা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।	যে সকল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেখানেও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ উদ্যোগ থাকা দরকার।
২৮	**ধারা ৬.১ (সংযোজন)** ..... গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের ধারক বিসিক কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা হবে এবং মাইক্রো শিল্পের ক্রম বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে এবং ***বেসরকারিখাতকে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হবে।*** এক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও টেকনোলজি প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।	.....উক্ত পৃথক নীতি কৌশলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের ধারক বিসিক কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা হবে এবং মাইক্রো শিল্পের ক্রম বিকাশকে **ত্বরান্বিত করা হবে।** এক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও টেকনোলজি প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।	এতে বেসরকারিখাতে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।
২৯	**ধারা ৬.৩ (১২) (সংযোজন)** (গ) রপ্তানি পণ্য ও রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ।	**ধারা ৬.৩ (১২)** (গ) রপ্তানি বহুমুখীকরণ।	রপ্তানি বহুমুখীকরণ বলতে রপ্তানি পণ্য ও রপ্তানি বাজার উভয়কেই বুঝায় তাই এটা সংযোজন করা যেতে পারে।
৩০	**অধ্যায় ৭** এখানে জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ এর রেফারেন্স দেওয়া যেতে পারে।	বিদ্যমান নীতিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ সম্পর্কে কিছু অন্তর্ভূক্ত হয়নি।	নতুন পাশকৃত আইন সম্পর্কে শিল্প নীতিতে উল্লেখ থাকা দরকার।
৩১	**ধারা ৭.৬** ইতোমধ্যে যেহেতু অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ পাশ হয়ে গেছে তাই এ ধারার প্রথম বাক্যটি বাদ দেয়া যেতে পারে।	**ধারা ৭.৬** অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকার একটি বিশেষ আইন তৈরি করবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে সকল ধরণের প্রক্রিয়াকরণ এলাকার সংমিশ্রণ থাকবে।	

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৩২	**ধারা ৮.২ (সংশোধন)** বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ অনুযায়ী মজুরী বোর্ড এর মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করার ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।	**ধারা ৮.২** শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হবে, তা হলে একদিকে শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	এতে করে একদিকে শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
৩৩	**ধারা ১০.৩ (ঘ)** প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের (deemed exporters) সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। (ঘ) এ অনুচ্ছেদটিতে উল্লেখিত সাল সংশোধন করা যেতে পারে।	**ধারা ৬.৩ (১২)** (গ) পশ্চাৎ সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারকারী রপ্তানিমুখী শিল্পকে পূর্বনির্ধারিত হারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকগণকে (deemed exporters) অনুরূপ সুবিধা প্রদান করা হবে। (ঘ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধান মোতাবেক কর অবকাশ সুবিধা অথবা অন্য কোন প্রকার কর রেয়াত সুবিধা ভোগ করছে না এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে রপ্তানি হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০ ভাগ করমুক্ত। এছাড়া একই অধ্যাদেশের বিধানমতে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হতে জুলাই ১, ২০০৮ থেকে জুন ৩০, ২০১১ এর মধ্যে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত।	
৩৪	**ধারা ১০.৬ (১)** নীতি থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।	প্রস্তাবিত পণ্য "নিউ পার্টনারশীপ ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৭"-এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশ সুবিধা পেতে পারে এমন পণ্যের তালিকায় দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহকে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দর কষাকষি করা হবে। এ এ্যাক্টের সাথে কমপ্লাই করার লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতকে তাদের রপ্তানি ভিত্তি বহুমুখী করার জন্য উৎসাহিত করা হবে এবং কারখানা পর্যায়ে কাজের আদর্শমান বা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।	

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৩৫	ইপিজেড/এসইজেড এর জন্য নীতিতে একটি পৃথক অধ্যায় সংযুক্ত হতে পারে।	বিদ্যমান নীতিতে ইপিজেড/এসইজেড এর জন্য আলাদাভাবে কিছু বলা নেই।	
৩৬	**ধারা ১১.৫** এখানে নির্দিষ্টভাবে পরিমাণ উল্লেখ না করে ***"সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন আর্থিক ও অনার্থিক প্রণোদনা যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনে সংশোধন ও সংযোজন করা হবে"*** মর্মে উল্লেখ থাকতে পারে।	কোন বিদেশি বিনিয়োগকারী ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করলে বা ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার কোন স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার করলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীকে স্থায়ী রেসিডেন্টশীপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে ন্যূনতম ৭৫,০০০ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ-এর যে শর্ত রয়েছে, তা বাড়িয়ে ন্যূনতম ১০০,০০০ মার্কিন ডলার করা হবে।	
৩৭	**ধারা ১১.৯ (সংযোজন)** বিদেশী দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড, বেজা এবং বেপজা যৌথভাবে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ব্যবসায়ে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন (পঞ্চাশ লাখ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড, বেজা/বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় "No Visa Required (NVR)" সুবিধা পাবেন।	**ধারা ১১.৯** বিদেশী দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড এবং বেপজা যৌথভাবে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ব্যবসায়ে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন (পঞ্চাশ লাখ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড/বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় "No Visa Required (NVR)" সুবিধা পাবেন।	যেহেতু অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠিত হয়েছে তাই নতুন নীতিতে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
৩৮	**ধারা ১১.১৩** এখানে ..... বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা (BEPZA), ***বেজা (Bangladesh Economic Zones Authority-BEZA) Ges Bwcwe (EPB)*** এক যোগে কাজ করে যাবে মর্মে উল্লেখ থাকা দরকার।	প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ব্যক্তিখাত, বাংলাদেশ দূতাবাস বা মিশনসমূহ ও অন্যান্য সরকারি এজেন্সীর সাথে একযোগে কাজ করবে। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা (BEPZA) এবং ইপিবি (EPB) এক যোগে কাজ করে যাবে।	যেহেতু অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠিত হয়েছে, তাই নতুন নীতিতে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৩৯	**অধ্যায়-১৩, ধারা ১৩.৫ (সংশোধন)** পরিবেশসম্মত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ, ম্যানুফ্যাকচারিং বর্জ্য ও ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণের বিষয়ে ***বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩*** এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানদণ্ড মেনে ..... হবে।	পরিবেশ সম্মত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ, ম্যানুফ্যাকচারিং বর্জ্য ও ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণের বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানদণ্ড মেনে চলা, জমি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রচেষ্টা নেয়া, পরিবেশকে সবুজায়ন করা ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অন্যান্য বৃহৎ আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর ও শুল্ক রেয়াত ইতিবাচক আকারে প্রণোদনা প্রদান করা হবে।	সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০১৩ সম্পর্কে নতুন নীতিতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
	অধ্যায়-১৩, ধারা ১৩.৭ এখানে উল্লেখিত প্যাকেজ প্রণোদনার একটি তালিকা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	উন্নত দেশগুলো থেকে উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ু-বান্ধব প্রযুক্তির হস্তান্তর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেসব কোম্পানি পরিবেশ-বান্ধব প্রকল্পে বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারিখাতের অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিতব্য বড় আকারের প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে সেসব কোম্পানিকে প্যাকেজ আকারে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।	এতে বিনিয়োগকারীগণ উৎসাহিত হবেন।
৪০	**অধ্যায়-১৪, ধারা ১৪.৮ (নতুন ধারা সংযোজন)** বাংলাদেশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি)-তে শিল্প খাতের অবদান সহজীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ইন্ডাস্ট্রিজ স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি) এর কার্যকর ভূমিকাকে গুরুত্বারোপ করা হবে। শিল্প খাতে কি ধরণের দক্ষতা বেশি দরকার সে ব্যাপারে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি)-কে উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে আইএসসি সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া, শিল্প খাতে দক্ষতার গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।		এতে করে শিল্প খাতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে ভূমিকা রাখবে।
৪১	**অধ্যায়-১৫, ধারা ১৫.২ (চ)** এখানে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট দিক্-নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	শিল্প ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ শিল্প ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ যেমনঃ শিল্প	এতে বেসরকারিখাত শিল্প খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহিত হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৪১		মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনিকাল এসিস্টেন্স সেন্টার (বিটাক), ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (স্কিটি), ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন নিট্রেড, বস্ত্র দপ্তরের অধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়/টেক্সটাইল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট/টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সমূহ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ও বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করা হবে।	
৪২	অধ্যায়-১৬, ধারা ১৬.৩.১ জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর সভা প্রতি ছয় মাসে একবার অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ আছে যা বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরী। এজন্য এ পরিষদের সভার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে।	প্রতি ছয় মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। ..... সুনির্দিষ্ট উপখাত বিষয়ক আলোচনা হবে তখন উপখাতের প্রতিনিধি-কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	পরিষদের সভার ধারাবাহিকতা না থাকলে এর মাধ্যমে শিল্প খাতের উন্নয়নের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
	ধারা ১৬.৪ (স্পষ্টীকরণ) (২২) এখানে বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন; এবং এফবিসিসিআই, বিডব্লিউসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিসিআই, এফআইসিসিআই এবং সিসিসিআই এর সভাপতিবৃন্দ।	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, এফবিসিসিআই, বিডব্লিউসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিসিআই, এফআইসিসিআই এবং সিসিসিআই এর সভাপতিবৃন্দ	এতে উপ-ধারাটিতে স্পষ্টতা বৃদ্ধি পাবে।
	ধারা ১৬.৫ বিভিন্ন সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব/অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে গঠিত সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে সভাপতি, ডিসিসিআই-কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	বিদ্যমান নীতিতে এ কমিটিতে সভাপতি, ডিসিসিআই-কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।	যেহেতু ডিসিসিআই দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃহৎ ব্যবসায় সংগঠন তাই এ কমিটিতে ডিসিসিআই-এর অন্তর্ভূক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. বস্ত্র আইন ২০১৬-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বারের-এর সুপারিশমালা

আইন নং	সুপারিশমালা
২.৮	বস্ত্র খাতের বলতে অনুচ্ছেদ ২(১) ও ৭ বুঝিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিকভাবে, বস্ত্র খাতের অন্যতম উপখাত Artificial Fibre যেমন Viscose Fibre, Synthetic Fibre, Polyester Nylon, যা আমাদের রপ্তানি বস্ত্র খাতের প্রায় ২০-২৫% সেই উপখাতকে বস্ত্র খাতের সংজ্ঞায় আনা হয়নি।
২.১০	পোষাক (Sponsoring Authority) কর্তৃপক্ষ বলতে বস্ত্র পরিদপ্তরকে বুঝাবে সকল প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের জন্য। বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড রেজিস্ট্রেশন দিয়ে থাকে। এছাড়া, অন্যান্য ছাড় পত্রের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমনঃ কল-কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, পবিবেশ অধিদপ্তর নিবন্ধন/ছাড়পত্র প্রদান করে। এছাড়া রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান বিজিএমএ ও বিকেএমএ রেজিস্ট্রেশন করে থাকে। পুনরায় বস্ত্র পরিদপ্তরে রেজিস্ট্রেশন ব্যবসায়ের অনুমোদন প্রক্রিয়া জটিল করে তুলবে যেখানে বাংলাদেশ ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের জন্য প্রসেস এবং পলিসি সহজীকরণ ও Cost of Doing Business বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক উদগ্রীব সেক্ষেত্রে, এই বস্ত্র পরিদপ্তরের পোষাক নিবন্ধন বস্ত্র খাতে তেমন কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়।
২.২৫, ২.২৬	ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও হেল্প ডেস্ক গঠনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কিন্তু সকল সংস্থার সহযোগিতায় বিগত দুই দশক ধরে বিনিয়োগ বোর্ড পুরাপুরি One Stop Service চালু করতে সক্ষম হয়নি। তাই এ ব্যাপারে আলাদা One Stop Service না করে বরং বিনিয়োগ বোর্ড ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এই সেবাকে কার্যকর করা উচিত।
	হেল্প ডেস্ক থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানি ও বন্ড সুবিধা সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা ও সুবিধা প্রদান করা হবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাই, এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বস্ত্র পরিদপ্তরে এখতিয়ার বহির্ভূত এবং এর সাথে কখনোই সমন্বয় করা সম্ভব নয়।
৭	বস্ত্র শিল্প সংজ্ঞায়নের শিপিং কোম্পানি সমূহকেও বস্ত্র খাতের শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অপরদিকে বস্ত্র আমদানি, রপ্তানি ও খুচরা বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বস্ত্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অপরদিকে যারা গুদামজাত ও বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত তারাই আবার এ সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত। বস্ত্র শিল্পের সংজ্ঞাটি অনেকটা Contradictory ও অস্পষ্ট।
০৮(১)	বস্ত্রখাতের প্রতিষ্ঠান সমূহ কাজের সুবিধার্থে অনিয়মিতভাবে অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানে সাব-কন্ট্রাকটিংর কাজ করে থাকে দ্রুত রপ্তানি অর্ডার মেটানোর জন্যে ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ঘাটতি হলে। এক্ষেত্রে, নতুন কোন নিবন্ধনের কখনোই জরুরী নয়। সেহেতু, এটি একটি সাময়িক ও অনিয়মিত কার্যক্রম। তাই, পোষাক কর্তৃপক্ষের এ রকম সিদ্ধান্ত নতুনভাবে ব্যবসায়ীদের Business Hassle ও প্রক্রিয়াগত ঝামেলা সৃষ্টি করবে।
৮(৫)	নতুন নতুন ফি ও নবায়ন ফি বস্ত্র খাতের প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক খরচ বৃদ্ধি ও রেগুলেটরী জটিলতা তৈরি করবে।
৮(৬)	বস্ত্র পরিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সেবা সংস্থা ও ট্রেড বডির সদস্যপদ, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণে প্রাপ্য বা যোগ্য হবেন না। ইতোমধ্যে, বিভিন্ন ট্রেড বডি ও চেম্বারে যে কোন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সদস্য পদ ও সুবিধা পেয়ে থাকে যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আইন দ্বারা পরিচালিত। এছাড়া, ব্যাংক, বীমা কিছু আইনের আলোকে সেবা দান ও ব্যবসা পরিচালনা করেন। বস্ত্র আইনের এই প্রস্তাব সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেম্বার, ট্রেড বডি ও ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করবে, যেহেতু এই প্রস্তাবের আলোকে প্রচলিত পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন ও সমন্বয় প্রয়োজন যা এ মূহুর্তে Feasible নয়।
৯(৩)	সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে বস্ত্রখাতে Skill Development'র জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, Vocational ও বেসরকারি ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান সরকারি ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান UGC ও অন্যান্য দেশি ও বিদেশি Accreditation'র মাধ্যমে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশিয় বস্ত্র শিল্পের বিকাশে কার্যকরী ভূমিকাও রাখছে।

আইন নং	সুপারিশমালা
	বস্ত্র পরিদপ্তরে হঠাৎ এই সকল প্রতিষ্ঠানে Co-ordinator'র Role পালন করা প্রশ্নসাপেক্ষ যেহেতু পরিদপ্তর একটি Technical Expert বডি নয়। বরং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বলে সকল কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ, বরং Specialized শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বাভাবিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও গতিকে কিছুটা স্থিমিত করবে। তাই Co-ordinator না হয়ে Facilitator হিসেবে যদি কোন শিক্ষা ও ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান বস্ত্র দপ্তরের অংশগ্রহণ চায় কেবল তখন সহযোগিতা করতে পারে।
১০(২)	বস্ত্রখাতের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী (পোষাক) কর্তৃপক্ষ হিসেবে এখাতের উন্নয়ন, গতি ও ভবিষৎ বাজার, কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিজস্ব রিসার্চ টীম গঠন ও কার্যকর করতে হবে। কল কারখানা অধিদপ্তরে রিসার্চ সেল ও বস্ত্র বিভাগের তথ্য ভান্ডার স্থাপন কখনই কাংখিত ফলাফল আনতে সহায়তা করবে না, কারণ এই তথ্য ও রিসার্চ সেল বস্ত্র দপ্তর নিজেদের মাধ্যমে সরাসরি পরিচালনা করা কার্যকরী ও সহজ।
১০(৩)	এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইপিবি, IECB আমদানি রপ্তানি তথ্য ত্রৈমাসিকভাবে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে জমাদানে বাধ্য না করে বরং নিজ উদ্যোগ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগীতায় সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ ধর্মী রিপোর্ট প্রকাশ করা দ্রুত, সহজ ও কার্যকরী হবে।
১২।	রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন ও গ্রহণ না করলে, ভুল তথ্য জমা দিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিককে ২ বছর সাজা বা ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে প্রদান বা লঘু পাপে গুরু দন্ডের শামিল। এটি আরও সহজ ও বহনযোগ্য ও বাস্তব সম্মত করা যেতে পারে।
১৩।	বস্ত্র পরিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া কোন আদালতে মামলা করা যাবে না। এই প্রস্তাব চরমভাবে যে কোন নাগরিকের Human Right Violation করার শামিল ও প্রচলিত আইন ব্যবস্থার নীতি ও পদ্ধতির বিপরীতধর্মী প্রস্তাব। তাই এটি অনুমোদন না করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।
	এই অপরাধ সমূহ Non-Cognizable ও Non-Bailable এই ধারা ভয়াবহ ও ব্যাপকভাবে হুমকী স্বরূপ বিদ্যমান আইন ব্যবস্থা ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি।
১৭।	বস্ত্র খাতের কোন মামলা বা আপীল নিষ্পত্তির জন্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব পুনরায় আপীল নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপীল পরিচালনা Conflict of interest সৃষ্টিসহ ন্যায় বিচারকে প্রশ্নসাপেক্ষ করে তুলবে। তাই, এক্ষেত্রে আপীল ও মামলা নিষ্পত্তির Judiciary'র কাছে অর্পণ করা উচিত।
১৯।	পোষাক কর্তৃপক্ষের দায়মুক্তি (Immunity) চরমভাবে ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

৪. রপ্তানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর মতামত/সুপারিশমালা

ক্রমিক নং		বিদ্যমান অবস্থা	রপ্তানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা
		প্রথম অধ্যায়	
১	১.১.১৪	আমদানি বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ	
২	১.১.১৫	রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে রপ্তানি নির্ভর বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;	
৩	১.২.৫	রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন, পণ্যের ব্যবসা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্যভিত্তিক গঠিত ৬টি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের কার্যক্রম গতিশীল করার পাশাপাশি প্লাষ্টিক পণ্য সহ অন্যান্য পণ্যের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা।	বিশেষ উন্নয়ন খাতে অন্তর্ভুক্ত বহুমুখী পাটজাত পণ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদত্ত খাতে পাট পণ্যের সাথে একীভূত করা প্রয়োজন। অন্যথায় একই পণ্যের দুটি ভিন্ন খাতে অন্তর্ভুক্তি পরিবর্তীতে প্রদত্ত সুবিধা প্রদানে সমস্যা সৃষ্টি করবে। এছাড়া, পাঁখড়ে, পর্যটন, নারিকেল ছোবড়াকে ভিন্ন খাতে অন্তর্ভুক্তি ও সমন্বয় করণের প্রয়োজন।
৪	১.২.৬	বিদেশে পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কিত তথ্য, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, বাজার সম্প্রসারণ, উচ্চতর মূল্য প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করা এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে শক্তিশালী গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন;	সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতের সংজ্ঞাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন এবং অধিভুক্ত সকল খাতের ব্যবসা ও বাজার অবস্থান এক নয় এই তালিকা হতে প্লাস্টিক পণ্য, হোম ফার্নিশিং লাগেজকে সম্ভাবনাময় খাতে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং তাদের পণ্য আলাদা Benefit প্যাকেজ প্রদান করা উচিত।
৫	১.২.২০	অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুদ হারে রপ্তানি ঋণ প্রদান সহ রপ্তানিকারকদেরকে বিভিন্ন আর্থিক ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা;	
		দ্বিতীয় অধ্যায়	
৬	২.২.১.২ (আ)	এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি রপ্তানিকারক কর্তৃক বার্ষিক সর্বাধিক ১০,০০০ মার্কিন ডলারের পণ্য (ঔষধ ব্যতীত);	
৭	২.২.১.২ (ই) (১)	রপ্তানি এলসি বা ঋণপত্র ব্যতিরেকে কোন নিবন্ধিত রপ্তানিকারক, যারা নিবন্ধিত রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের সদস্য, বৎসরে সর্বোচ্চ ৭০,০০০ মার্কিন ডলার;	

ক্রমিক নং		বিদ্যমান অবস্থা	রপ্তানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা
		তৃতীয় অধ্যায়	
৮	৩.৩.১	সর্বোচ্চ অর্গাধিকার প্রাপ্ত খাত বলতে সেই সকল খাতকে বুঝাবে যেখানে বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে অথচ বিবিধ কারণে এ সম্ভাবনাকে তেমন কাজে লাগানো যায়নি, তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিলে অধিকতর সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। যথাঃ (১) অধিক মূল্য সংযোজিত তৈরি পোশাক এবং গার্মেন্টস এক্সেসরিজ; (২) সফ্টওয়্যার ও আইটি এনাবল সার্ভিসেস, আইটি পণ্য; (৩) ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য; (৪) জাহাজ ও সমুদ্রগামী ফিশিং ট্রলার নির্মাণ; (৫) জুতা ও চামড়াজাত পণ্য; (৬) পাটজাত পণ্য; (৭) প্লাষ্টিক পণ্য; (৮) এগ্রো-প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেসড্ পণ্য; (৯) ফার্নিচার; (১০) হোম টেক্সটাইল ও টেরিটাওয়েল; (১১) হোম ফার্নিশিং; এবং (১২) লাগেজ।	
		চতুর্থ অধ্যায়	
৯	৪.৪.১	<u>রপ্তানির অর্থ সংস্থান ঃ</u> রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (Export Promotion Fund-EPF or Export Development Fund-EDF) থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। EDF এর অর্থ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে;	নতুন নতুন সম্ভাবনাময় ও বিশেষ উন্নয়ন খাত অন্তর্ভুক্ত পণ্য ও সেবা সমূহের জন্য EDF'র আওতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
১০	৪.৫.১	প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্র (---) অথবা নিশ্চিত চুক্তি (--) অধীনে রপ্তানিকারকগণ অথবা চুক্তিতে বর্ণিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ ঋণ পেতে পারে, এ বিষয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অর্গাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবে;	
১১	৪.৭.১	নতুন শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ ব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান ঃ নতুন শিল্পের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহ ব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন হার কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ হতে হবে;	নতুন নতুন শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানিতে Incentive বৃদ্ধি করা উচিত। স্থানীয় সম্পদ ও আভ্যন্তরীণ উৎসের কাঁচামালের স্বল্প মূল্য বিবেচনা করে মূল্য সংযোজন হার ৩০% নির্ধারণ করে যৌক্তিককরণ করা প্রয়োজন।
১২	৪.১০.১	<u>রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা ঃ</u> সরকার শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক-এর পরিবর্তে রপ্তানিমুখী দেশিয় বস্ত্র খাত ও পোশাক শিল্পের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা হিসেবে সাবসিডি (নগদ সহায়তা) দিতে পারে। সহায়তার হার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এই সুবিধা অন্যান্য খাতেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।	RMG সহ অন্যান্য বিশেষ রপ্তানিমুখী শিল্পের অগ্রযাত্রা ধরে রাখার জন্য Bond ও দ্রব্যকে ফ্যাসিলিটি ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং		বিদ্যমান অবস্থা	রপ্তানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা
১৩	৪.১২.১	<u>রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ঃ</u> উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশ রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে এবং এগুলো ব্যাংক ঋণ সহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।	স্থানীয়ভাবে নতুন খাত ও রপ্তানিকারক সৃষ্টি ও উৎসাহের লক্ষ্যে রপ্তানি হার ৫০%-৬০% পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করে যৌক্তিককরণ করার প্রস্তাব করছি।
১৪	৪.১২.৬	প্রধানতঃ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির ১০% খচরা যন্ত্রাংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর শুল্ক মুক্ত আমদানির সুযোগ দেয়া হবে;	খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানির লক্ষ্যে Duty পরিবর্তে ন্যূনতম শুল্ক প্রয়োগের আবেদন করছি।
১৫	৪.১৬.১	<u>গবেষণা ও উন্নয়ন ঃ</u> রপ্তানি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের আমদানি কর মুক্ত রাখার বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরীক্ষা করে দেখবে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র সুপারিশক্রমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সুবিধা ভোগের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে।	এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য, কিন্তু তা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এবং ব্যবহার করার সময় পূর্বনির্ধারিত হতে হবে।
১৬	৪.২৯.৪	<u>বিবিধ ঃ</u> পণ্য ও সেবা খাত ভিত্তিক উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট/ কাউন্সিল স্থাপনে পদক্ষেপ নেয়া হবে। তাছাড়া বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন কোর্সে রপ্তানি পণ্য ও সেবা খাত উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে;	বাস্তবভিত্তিক যুগোপোযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের হওয়া উচিত।
১৭	৪.২৯.১০	কমলাপুর আইসিডি'র মাধ্যমে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় দিনের বেলায় কাভার্ড ভ্যান চলাচলের সুযোগ প্রদান করা হবে;	
১৮	২৯.১২	বিভিন্ন দেশে WTO, APTA, SAFTA-এর আওতায় প্রাপ্ত GSP সুবিধা;	WTO'র কর্মপরিধির মধ্যে কখনও কোন দেশকে GSP প্রদান করতে পারে না। GSP কেবলমাত্র নির্ভর করে দু'টি দেশের পারস্পারিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর। এখনো কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি Regional Trade Development'র ক্ষেত্রে। তাই GSP'র প্রদানের পূর্বে SAFTA কে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া Rule of Origin'র শর্তসমূহ সহজীকরণ ও সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজন।
		রুলস্ অব অরিজিন এর শর্তসমূহ;	

ক্রমিক নং		বিদ্যমান অবস্থা	রপ্তানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা
		পঞ্চম অধ্যায়	
১৯	৫.১.১	**তৈরি পোশাক শিল্প ঃ** বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, এলসিএল পণ্যসহ সকল পণ্য খালাস ও জাহাজীকরণ পদ্ধতি সহজীকরণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সমস্যার সমাধান ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তৈরি পোশাক রপ্তানির 'লীড টাইম' কমিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;	রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সহজীকরণের লক্ষ্যে, লিড টাইম কমানোর জন্য, রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানের সম্বলিত প্রয়াস ও Coordinated Mechanism তৈরি করা প্রয়োজন। এছাড়া, TFA-Trade Foundation Agreement কে দ্রুত বাস্তবায়ন করে রপ্তানি বাণিজ্যের লিড টাইম কখনো সম্ভব।
২০	৫.১.৩	পোষাক শিল্প পল্লীতে বর্জ্য পানি শোধন প্ল্যান্ট (waste water treatment plant) স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	
২১	৫.১.৭	তৈরি পোশাকের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য ব্রাজিল, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, রাশিয়াসহ সিআইএসভুক্ত দেশ ও এসএডিসিভুক্ত বিভিন্ন বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, একক দেশিয় বস্ত্র ও তৈরি পোষাক মেলার আয়োজন, আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;	
২২	৫.১.৮	ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হবে;	
২৩	৫.১.১১	বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে;	
২৪	৫.১.১২	দেশের সকল তৈরি পোশাক কারখানার জন্য বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ধরণের ক্রেতাদের চাহিদা সমন্বয় করে ন্যূনতমভাবে পালনযোগ্য একটি Standard Unified Code of Compliance প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং	
২৫	৫.১.১৩	তৈরি পোশাক ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজসহ সকল রপ্তানি পণ্য উন্নয়ন ও ভবিষ্যত প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গবেষণা ও উন্নয়ন (research & development) কার্যক্রমের উপর জোর দিয়ে গবেষণার উদ্যোগ নেয়া হবে।	তৈরি পোশাক, এক্সেসরিজর ও নতুন পণ্য ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে, গার্মেন্টস শিল্পমালিক সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফোকাস ও বাজারমুখী তৈরি পোশাক ডিজাইন, স্টাইল ও মূল্যায়ন বৈশ্বিক বাজার গতি প্রবাহ নির্ধারণ ও চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা নির্ধারণ, মূল্যায়ন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, যোগাযোগ বাস্তবায়ন রূপরেখা প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

ক্রমিক নং		বিদ্যমান অবস্থা	রপ্তানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা
২৬	৫.৫.১	**পাট শিল্প ঃ** বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বৈদেশিক মিশন সমূহকে গতিশীল করা, বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা;	প্রত্যেকটি মিশনে সনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং নিয়মিত ত্রৈমাসিক বাজার অডিটরিং ও ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন রিপোর্ট জমা ডিদাত হবে।
২৭	৫.৫.৭	বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদানে সহায়তা দেয়া হবে;	চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ধারনের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন ও সুনির্দিষ্ট বাজার সৃষ্টি করে নিয়মিত মেলা ও নেট ওয়ারিং সেমিনার আয়োজন করতে হবে।
২৮	৫.৮.১	**কৃষি খাত ঃ** উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পথ নকশা তৈরি করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিভাগ এবং বিএসটিআই-সহ অন্যান্য মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয় হবে;	
২৯	৪.২৯.৪	আলু, পান, আম ও অন্যান্য ফল-মূল ও শাক-সবজি রপ্তানিতে আমদানিকারক দেশের আমদানি চাহিদা (Phyto-sanitary Requirements) পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বর্তমান Phyto Sanitary Requirements এর কারণে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে অনেক কৃষি ও সবজী, ফলমূল রপ্তানি নিষিদ্ধ রয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় Phyto Sanitary সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্য প্রান্তিক পর্যায়ে যথাযথ ব্যবস্থা ও কৃষক, উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারী কার্যকরীদেরকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫ তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা

১. আমদানি সংক্রান্ত ফিস ঃ

১.১ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতির সাথে সামঞ্জস্য সাধন করে বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার পূর্ণবিন্যাস করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক এবং শিল্পখাতের আমদানিকারকগণ বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত ৬টি শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত হবেন এবং তাদের নিবন্ধন (আইআরসি) ও নবায়ন ফিস নিম্নলিখিত ভাবে পূণবিণ্যাসের সুপারিশ করা হল। উল্লেখ্য নিবন্ধন ফিস কিছুটা বাড়িয়ে হলেও নবায়ন ফিস হ্রাস এবং সহজীকরণ করা দরকার।

শ্রেণি নং	বার্ষিক মোট আমদানির সর্বোচ্চ মূল্যসীমা	প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস	বার্ষিক নবায়ন ফিস
প্রথম	টাঃ ৫,০০,০০০.০০	টাঃ ২,০০০.০০	টাঃ ১,০০০.০০
দ্বিতীয়	টাঃ ২০,০০,০০০.০০	টাঃ ৫,০০০.০০	টাঃ ২,০০০.০০
তৃতীয়	টাঃ ৫০,০০,০০০.০০	টাঃ ১০,০০০.০০	টাঃ ৪,০০০.০০
চতুর্থ	টাঃ ১,০০,০০,০০০.০০	টাঃ ১৮,০০০.০০	টাঃ ৬,০০০.০০
পঞ্চম	টাঃ ৫,০০,০০,০০০.০০	টাঃ ২৫,০০০.০০	টাঃ ১২,০০০.০০
ষষ্ঠ	টাঃ ৫,০০,০০,০০০.০০ এর উর্দ্ধে	টাঃ ৩০,০০০.০০	টাঃ ১৮,০০০.০০

১.২ বিদ্যমান তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯ (২৬)আদেশ অনুযায়ী তিন বৎসরের অধিক সময়ের জন্য নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছেন এইরূপ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইনডেন্টরগণের নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের আবেদন গুনাগুনের ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি কর্তৃক নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। অনেক সময়ে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক বিদেশে অবস্থানের কারণে ব্যবসা পরিবর্তন বা অন্যান্য অনেক কারণে তিন বৎসরের অধিক সময় নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হন। বিষয়টি প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি এর মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হলে তা ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য হয়রানির কারণ হতে পারে। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত প্রমাণসহ কাগজ পত্র উপস্থাপিত হলে সারচার্জ ছাড়াও নবায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২. **পুনঃরপ্তানি ঃ** আমদানি-রপ্তানি নীতিতে পুনঃরপ্তানি নীতি থাকলেও তার সুফল আমদানি-রপ্তানিকারকেরা ভোগ করতে পারছে না, দেশে বিভিন্ন সময় Trade Fair এর আয়োজন করা হয় কিন্তু Trade Fair এর জন্য আমদানিকৃত মালামাল, যেমনঃ মেশিনারী ইত্যাদি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমদানিকারকদের বিশেষভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সঠিক নীতিমালা না থাকার কারণে এ ক্ষেত্রে নানা রকম অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে নীতিমালা যতটা সম্ভব সহজীকরণ করা দরকার তা না হলে এর সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে পারে। ATA carnet পদ্ধতি চালুকরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতা অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে NBR যত দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে যাতে ICC-ই এ মাধ্যমে এ সুবিধা উদ্যোক্তা ব্যবহার করতে পারে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চেম্বারগুলোই এ সেবা দিয়ে থাকে।

৩. আমদানি নীতি আদেশে অনুচ্ছেদ ২৫(১) চূড়ান্ত পণ্য হিসেবে সালফার (আইচ এস কোড ২৮.০২) আমদানি করে শিল্পের কাঁচামাল (এইচ এস কোড ২৫.০৩) হিসেবে শুল্কায়িত হচ্ছে। এই দুটি শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য সালফারের কোড নম্বরে কোনটি চূড়ান্ত পণ্য এবং কোনটি কাঁচামাল তা আমদানি নীতি আদেশে স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন এবং সালফার যেহেতু একটি বিস্ফোরক পণ্য, সেহেতু এই পণ্য শুধু মাত্র সরকারি ভাবে আমদানি করে তা প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন কোম্পানিকে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা যেতে পারে। এতে মিথ্যা ঘোষণা করে আমদানি বন্ধ হবে।

৪. ২০১২-১৫ আমদানি নীতি আদেশে আগরআগর ও পেকটিন এর পাশাপাশি গোয়ার গাম কে সংযোজন করা যেতে পারে। কাজেই ১৩.০২ হেডিং এ নিম্ন লিখিত ভাবে সংযোজন আনা যেতে পারে ঃ "১৩.০২-আফিম আমদানি নিষিদ্ধ। আগরআগর, পেকটিন ও গোয়ার গাম ব্যতীত সকল পণ্য ড্রাগ প্রশাসনের/ পরিচালকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।"

৫. Shipment Inspection (PSI) :

৫.১ PSI Company গুলো কর্তৃক প্রণীত Test Report, Evaluation Report and Test Procedure সংক্রান্ত কাগজ পত্র Clean Report of Findings (CRF) প্রদানের সময় একই সাথে আমদানিকারকদের সরবরাহ করতে হবে।

৫.২ PSI Company দের TOR সমূহ বাধ্যতামূলক ভাবে আমদানিকারকদের অবহিত করা দরকার।

৫.৩ Shipment হওয়ার আগে যে সব Analysis হয় Bangladesh Standard (BDS) নম্বর সহ তা আমদানিকারকগণদের হাতে দেওয়া উচিত।

৫.৪ PSI এর ভোগান্তির কারণে আমদানিকারকদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে PSI ১% করে চার্জ আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে অবদান রেখে থাকে। তাই PSI পদ্ধতি যতদ্রুত সম্ভব Withdraw করে Custom Valuation - এ রূপান্তর হওয়া দরকার। এ লক্ষে NBR official দের Training এর মাধ্যমে Capacity Building যতদ্রুত সম্ভব অর্জন করা যায় ততই মঙ্গল।

৫.৫ বিদ্যমান দ্বিতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫ (৩) কঃ আদেশ অনুযায়ী যে সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ শর্ত রহিয়াছে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। বর্তমানে যেহেতু আমদানিকৃত পণ্যের প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) বিষয়টি ঐচ্ছিক তাই 'অবশ্যই' শব্দের পরিবর্তে 'ঐচ্ছিক' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

৬. T.T. এর মাধ্যমে আমদানি আমাদের দেশে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সহায়ক দেশসমূহ এল.সি তে উৎসাহী না হয়ে T.T. এর মাধ্যমে পণ্য আমদানিতে আগ্রহী। কিছু কিছু বিষয় যেমন Sample, Spare Parts আমদানির ক্ষেত্রে T.T. পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে নমুনা আমদানি সহজ করা দরকার। উল্লেখ্য T.T. এর মাধ্যমে আমদানিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের Permission গ্রহণ একটি বিশেষ সমস্যা এবং কালক্ষেপনের ব্যাপার। এ সমস্ত ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ম যতটা সম্ভব সহজ করা দরকার।

৭. ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়াডিং এজেন্স (সি এন্ড এফ) বা ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার (এফ এফ) বা এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা C & F এজেন্ট বা এফ এফ হিসেবে কাজ করছে তাদের কার্যক্রম যত দ্রুত সম্ভব আগামী দুই বৎসরের মধ্য অটোমেশনের আওতায় আনা দরকার।

৮. অনেক সময়ে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক বিদেশে অবস্থানের কারণে ব্যবসা পরিবর্তন বা অন্যান্য অনেক কারণে তিন বৎসরের অধিক সময় নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হন। বিষয়টি CCI&E এর Discretion এ ছেড়ে দেয়া হলে, উদ্যোক্তাদের হয়রানীর কারণ হতে পারে। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত প্রমাণসহ কাগজ পত্র উপস্থাপিত হলে সারচার্জ ছাড়া নবায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

DCCI's View on CSR for framing comprehensive policy

Corporate Social Responsibility (CSR) philosophy and practices in Bangladesh are being carried out unplanned way underscoring philanthropy and charity activities lacking strategic CSR approach. Amid this background, Bangladesh Bank has undertaken landmark initiative designing and enforcing CSR guideline for banks and NBFIs incorporating a provision of spending certain percentage of their net profits on corporate social responsibility (CSR) activities with the view to integrating social and environmental concerns into their operations engaging local communities along with all stakeholders.

CSR in Bangladesh is at pre-mature stage. In line with the approach of Bangladesh, national level initiative needs to be undertaken to institutionalize the current extemporized CSR activities. In this context, National plan needs to be formulated in promoting CSR activities in cross-section of businesses and individual encompassing sustainability and social inclusion. The draft national CSR guideline preparation under a private sector initiative is also in progress to define the CSR and its span. With the view of the above, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) puts forward the following specific views on CSR:

1. Baseline Study and Beneficiary Assessment Study need to be conducted to assess the current state of CSR and evaluate the effectiveness of CSR spending respectively
2. A legislation and regulation on wide range of CSR issues need to be developed engaging all stakeholders in the consultation process
3. Develop National CSR framework synchronizing development needs, national five- year plan, perspective plan and SDG 2030
4. Prepare a work plan focusing on the range of roles that government can play in providing an enabling environment for CSR
5. In line with the National CSR guideline, sector specific (industry) CSR strategy focusing on adoption and implementation of best practice in CSR need to be formulated, replicating the model of Bangladesh Bank.
6. Apart from Industries and corporate houses, more service businesses can be included
7. Along with private businesses profitable public sector organizations need to be brought under the purview of CSR
8. The Company Act 1994 can create a provision of CSR synchronizing the national CSR policy once endorsed.
9. Guideline suggesting permissible areas and limit for spending on CSR activities need to be formulated.
10. As businesses are under increasing pressure due to raising cost of doing business, expenditure/investment for improving working environment, safety standards, and employees' welfare can be treated as in house CSR activities aligning with permissible areas of CSR
11. Compulsory reporting on CSR for industries and businesses in annual report. General criteria based on annual business turnover, number of employees, net profit can be considered for selection of companies under mandatory CSR reporting
12. CSR index in DSE and CSE can be introduced for encouraging publicly listed companies on CSR. Subsequently, National Rating on CSR endorsed by internationally accredited CSR auditor can be introduced. The CSR rating can be linked for improving credit rating of the company
13. Government should provide incentives and tax rebate to businesses and individuals in order to embrace CSR as comprehensive business strategy and individual social welfare activities
14. The amount spent for CSR shall be fully tax exempted
15. Policy support to businesses in establishing inter-connection between extensive ranges CSR, corporate governance and economic growth with the aim of creating positive branding and national building
16. Since Business CSR, donation happen in scattered manner, Government can take an initiative to develop National CSR fund linking with the National budget. This CSR fund can be spent exclusively for the disadvantaged areas and communities developing focused and result-oriented programs/projects. Developing CSR programs under the CSR fund needs to be determined with full extent of transparency in consultation with key business chambers and stakeholders.

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেমিনারের সুপারিশমালা

1. Seminar on "The Role of SARCO as an Arbitration Center in the Region"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) and SAARC Arbitration Council (SARCO) jointly organized a Seminar on "The Role of SARCO as an Arbitration Center in the Region" at DCCI on 27 February, 2016.

Mr. Anisul Huq, M.P., Hon'ble Minister, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of People's Republic of Bangladesh was graced the occasion as the Chief Guest. **Mr. Mahbubur Rahman,** Chairman, Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) & President International Chamber of Commerce (ICC) Bangladesh and former President of DCCI & FBCCI were remained present as the Special Guest. DCCI President Hossain Khaled chaired the Seminar.

Former Attorney General for Bangladesh **Barrister Fida M. Kamal,** Director General of SARCO **Mr. Thusantha Wijemanna** and Director of SARCO **Mr. Malik Imran Ahmed** were also present in the seminar and presented keynote papers. Chief Executive Officer (CEO) of BIAC **Mr. Mohammad A. (Rumee) Ali** gave the concluding remarks on the occasion.

After a fruitful discussion the following recommendation were come out:

1. Intensifying commercial disputes and delay in dispute resolution process undermines the potential of SAARC to re-emerge as global trade hub.
2. SAARCO should focus on credential and efficient settlement of commercial disputes to transform this region an ideal global growth centre.
3. To resolve trade disputes building trust and confidence in alternative dispute resolution (ADR) system is very important for its effectiveness.
4. For overseeing implementation of the ADR system and sorting out barriers a committee under the Law Ministry need to reform.
5. BIAC and SARCO may work together and ensure disputes are dealt in a cost and timely manner.
6. As the economy and business activities are expanding in Bangladesh, it's important to have the proper mechanism in place for quick and efficient dispute resolution.
7. Establish Single Window to create a one-stop service point for businesses.
8. Establish a transparent and representative consultative mechanism on tariff and tax decisions.
9. SARCO needs to be strengthened with relentless cooperation from its member countries.
10. Quick and efficient dispute resolution in business transaction is required.
11. SARCO can play a catalyst role to be trusted partner of business communities to lower the occurrence of disputes.

2. Seminar on "Prospects & Challenges for Industries in Energy and Power sector of 7th five year plan"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on "Prospects & Challenges for Industries in Energy and Power sector of 7th five year plan" at DCCI on 5th March 2016. Hon'ble Adviser to the Prime Minister on Power, Energy & Mineral Resources Affairs, GoB, **Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, BB** was present as the chief guest while Member of Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) **Mr. Rahman Murshed** was present as special guest in the seminar. **Dr. Badrul Imam,** Professor, Dept. of Geology, Dhaka University, **Dr. M. Shamsul Alam,** Dean, Department of Electrical and Electronic Engineering, Daffodil International University and Mr. Imran Karim, Director, BIPPA were also present in the seminar as designated discussants. **Dr. Mohammed Tamim,** Professor Department of Petroleum & Mineral Resources Engineering, BUET presented the Key Note Paper while DCCI Senior Vice President **Mr. Humayun Rashid** delivered welcome address and DCCI President **Mr. Hossain Khaled** chaired the seminar and gave the concluding remarks on the occasion.

The following recommendations outlined on priority basis emerged in the seminar:

Short term priority:

- In order to ease the pressure on gas, an effective road map needs to be developed to discourage the compressed natural gas (CNG) intensity in Private transport use and diverted to meet the growing industrial demand.
- Private sector should be allowed to invest in transmutation and distribution operation of power sector.
- No new connection to Captive Power generation project.
- A pragmatic approach needs to be designed for increasing investment in R&D in energy & power sector and strengthening collaboration with academicians, sector experts and private sector.
- Focused and result-oriented strategy needs to be undertaken for supply side reform in the power and energy sector to commensurate current electricity demand under the current power generation capacity. The supply side reform includes increasing efficiency of power plant from 30% to 35%, reduces the transmission and distribution loss to 8% from 13%.
- Installation of Economical Power and Energy Measurement (EPM) device in industries and manufacturing units for accurate metering of industrial power and energy consumption which reduce system loss and raise government revenue.

Long Term Priority

- A long term energy master plan needs to be framed for clean, reliable, sustainable and affordable energy future encompassing demand-supply management, identifying financing sources for the proposed projects, energy efficiency, energy conservation, co-generation, demand-side efficiency, Research & Development.
- To attain 8% GDP growth in line with vision 2021, uninterrupted supply of power, energy to industries must be ensured.
- Against the escalating demand of energy consumption in the thrust sector and diminishing gas supply, exploration of gas at both onshore and offshore are essential.

- Strategy needs to be developed to use the exhaustive heat energy to the industrial units. In this connection, power plants can be built within the vicinity of the Export Processing Zones, Industrial Parks and proposed Economic Zones, Special Economic Zones.
- Local coal extraction remains unaddressed in the strategic plan document. Leverage and synergy needs to be developed underscoring the importance of local coal mining along with imported coal.
- A comprehensive study and assessment need to be conducted to determine and identify the best management practice, cost effectiveness and eco- friendly measures for local coal extraction.
- Apparently considering environmental and other socio-economic impact, large-scale open-pit coal mining is not feasible in Bangladesh. However, small-scale undermining coal can be developed in strategic locations to reduce import dependence as well as ensure price competitiveness in the energy input and output level infusing spillover benefits to the economy.
- A counter-plan needs to be developed to face the depletion of gas. In this context, energy diplomacy with Myanmar, India and Iran need to be strengthened to foster and harness regional energy and power cooperation and pipeline energy infrastructure to meet mutual demand.
- The technical capacity of BAPEX needs to be further developed to intensify the gas exploration efforts and drilling capacity. An innovative and non-conventional gas exploration method such as down-hole drilling needs to be focused along with the existing conventional method, up-hole drilling.
- In determining the energy and power tariff in the consumer level, an assessment needs to be undertaken to apprehend the 'consumer level affordability'. Subsidy in power and energy sector also may be designed in line with the affordability of consumer.
- LPG for the domestic use is not user friendly and convenient. It is inevitable to develop an alternative to LPG gas focusing pipe gas or centralized solution for domestic gas for a community or area.
- In order to avoid the conflict of interest in the regulatory apparatus, a clear policy guideline needs to be designed defining the role and responsibilities of up-stream regulator like Ministry and down- stream regulator like BERC. It will ensure good governance and efficient management in the power and energy sector.
- About 2000 applications for new connection of industrial gas from different industrial units have been pending with different distribution companies. Gas connection need be provided to the industries on priority basis which are unable to begin commercial operation.

3. Seminar on "Material Flow Cost Accounting (MFCA)"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Social Responsibility (SR) Asia Bangladesh jointly organized the seminar on "Material Flow Cost Accounting (MFCA)" at DCCI on 15th March, 2016

Mr. Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, ndc, Secretary, Ministry of Industries, Government of the People's Republic of Bangladesh was graced the occasion as the Chief Guest. Country Director of SR Asia Bangladesh Sumaya Rashid presented the keynote paper. Acting President of DCCI **Mr. Humayun Rashid** chaired the seminar.

After a fruitful discussion the following recommendation were come out:

12. Take appropriate steps to increase the resource efficiency avoiding production or business process wastages for ensuring sustainable and efficient industrial eco-system.
13. Reduce operational materials and energy inputs in the industrial activities and business operations.
14. Material flow of industrial and manufacturing process which is source of environmental degradation is not monitored meticulously and unnoticed.
15. Ensure proper care for Industrial material flow such as energy use, Carbon emission, water use, and other materials efficiency.
16. Promote clean and responsible material sourcing and procurement facilitates sustainable economic growth and benefits the whole industry both in achieving environmental standard and economic gain.
17. The application of Material Flow of Cost Accounting in wide-ranging industries in Bangladesh can act as motivating factor for entrepreneurs as it instrumental generating financial benefits reducing material cost and lessening adverse environmental impact improving material efficiency.
18. MFCA can help to assist managers improve production line efficiency and cost savings via accurate waste costing and reduction for corporate sustainability.
19. Organize training that is suited for management group according to their educational level, for maximum understanding and improvements on the lines.
20. The managers should ensure that the machines are not outdated, as this could also lead to an increase in fixed costs.
21. Line operators to be encouraged to participate in the quality checks in their respective duties and communicate any discrepancies.
22. State-run industries need to adopt modern technology for making more profit.
23. In line with the rapid industrialization, we need to focus on skill development, infrastructure development, reducing cost of doing business and reducing environmental threats.
24. Use MFCA method to contribute to the development of new technologies, which would eliminate or mitigate deficiencies of traditional technological processes.
25. Reduced the value of material losses as much as possible while preserving the product quality desired by customers.

4. Seminar on "Enabling Policy Environment for Safe Mango Marketing"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in association with USAID's Agricultural Value Chain (AVC) Project organized a National Dialogue on **"Enabling Policy Environment for Safe Mango Marketing"** at DCCI on 6th June 2016. Additional Secretary, Ministry of Agriculture Mohammad Nazmul Islam has graced the occasion as the Chief Guest while Director General, Department of Agriculture Extension Hamidur Rahman and Additional Secretary, Ministry of Commerce Monoj Kumar were present as special guests. As designated discussants, Former DCCI Vice President Md. Shoaib Chowdhury, Selim Akhter Khan, Coordinating Director of Agro-based Trade and Service Standing Committee, DCCI, Dr. Nur Ahmed Khondokar, Assistant FAO Representative Programme, DCCI's former Vice President Absar Karim Chowdhury and AKD Khair Mohammad Khan, Director, DCCI and Mr. Mozibur Rahman, ADC, Dhaka have participated and Vice President of DCCI, Mr. K. Atque-E-Rabbani, FCA Chaired this session.

After a fruitful discussion the following recommendation were come out:

Immediate issues:

1. Hot Water Treatment Plant for Mango sanitation at Kolarowa in Satkhira for post-harvest mango processing should be established
2. To set up a laboratory in city's Shyampur area for fruit testing
3. Commercial production of mango in compliance with the international market should be taken.
4. Provision of export promotion incentive provided by Business Promotion Center sponsored by Government
5. Establishment of Vapor Heating Plant in Mango produced area like Dinajpur, Chapainobabgonj, and Rajshahi division.
6. To ban the import of health destructive chemical Like Formalin, Cultar, Calcium Carbide etc immediately.
7. The usage of Hot Water Treatment Plant, careful Mango Packaging and Transportation System were given importance.
8. Good Agriculture Practice, (GAP) Good Handling Practices (GHPs) Good Manufacturing Practices (GMPs).

Short-term issues:

1) Making policy for Good Agriculture Practice, (GAP) Good Handling Practices (GHPs) Good Manufacturing Practices (GMPs) in which no policy is in place.
2) Provision of training for the farmer so that the extra usage of insecticide can be reduced.
3) Before introducing new policy, the implementation of old one should be emphasized.
4) There should be increased cooperation between law enforcement official and the farmer and trader to reduce hassle or rumor of formalin use.
5) From production to marketing, the advanced technological support from Ministry of Agriculture can enhance the capacity of the value chain.
6) The natural ripening system and collective action of all stakeholders to increase the export of mango.
7) Implementation of agriculture policy needs to be ensured.

Mid-term issues:

01. To establish a Radar network system to forecast the weather for farming different fruits in different season
02. To raise consciousness among people to change the food habit so that the people be accustomed to domestic fruits.
03. Developing institutional skills and capacities to identify the chemical affected market and to negotiate with international buyer.
04. Take appropriate steps to ensure Integrated Supply Chain of Mango and Mango Processing food in the domestic and international market.
05. Transform traditional subsistence agriculture to commercial agriculture production system.
06. Establishment of a lab in the wholesale market for the quality standard of mango.
07. To start mango gardening and commercial farming of mango in CHT so that cultivable land can be used for crop production

08. For fruit processing and value addition we need to go for technology transfer.
09. Implantation of fruit tree instead of baneful foreign tree beside the road.
10. Easy access for trader and farmer to buy chemical should be restricted by law and policy.
11. Implementation of the MOU with different Chamber of Commerce signed by DCCI for the extension of agribusiness product.

5. Luncheon Meeting on "The achievement of $2 Billion in Bi-lateral Trade between Bangladesh and Canada"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Canada Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (CanCham Bangladesh) jointly organized a luncheon meeting to celebrate "The Achievement of 2 Billion Dollars in Bi-lateral Trade between Bangladesh & Canada in 2015" at DCCI Auditorium on Thursday, 19th May, 2016. His Excellency Mr. Benoit-Pieree Larmee, High Commissioner of Canada to Bangladesh has graced the occasion as the Chief Guest. Special Guest Mr. Masud Rahman, President, CanCham Bangladesh. DCCI President, Hossain Khaled, chaired the Seminar.

President of FICCI Rupali Chowdhury, Ambassador of the Philippines Vincent Vivencio T. Bandalio, Vice President of NORDIC Chamber of Commerce Roger Hubert, DCCI former Presidents MH Rahman, DCCI Vice President K. Atique-e-Rabbani, DCCI Directors Khandakar Abdul Muktadir, Mamun Akbar, Md. Alauddin Malik, Muktar Hossain Chowdhury, Riyadh Hossain and Secretary General AHM Rezaul Kabir were also present.

The following recommendations were come out after fruitful discussion:

1. Canada may support Bangladesh to establish training institute for skill development.
2. Import more skilled human resource from Bangladesh.
3. Joint collaboration in IT and ICT sector for mutual benefits.
4. Enhanced business-to-business linkage between small and medium enterprises in Canada and Bangladesh.
5. Bangladesh needs to focus on saving the environment in the production of textiles and garments.
6. Government needs to improve infrastructure in the country to facilitate trade and diversify exports to reduce overdependence on apparel items.
7. Instant of depending only on garments products we have the opportunity for other products also.

৬. 'রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা

ঢাকা চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক 'রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি, জনাব হোসেন খালেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এর সম্মানিত কমিশনার জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান মিয়া, বিপিএম, পিপিএম এবং নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সভায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ড. মোঃ জিয়াউর রহমান। এছাড়াও সভায় ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ও প্রাক্তন সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দের পাশাপাশি পুরান ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুপারিশমালাঃ

সভায় আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করা হয়ঃ

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণেঃ

১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি বন্ধকরণে, দ্রুত সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানে, যানজট নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে, পণ্যদ্রবের অনিয়ন্ত্রিত মজুদ চিহ্নিত ও বন্ধ করণে এবং বাজার তদারককারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২. সমগ্র দেশে নিয়মিত মূল্য তালিকা হালনাগাদ করা এবং মূল্য তালিকা কার্যকর করা।

৩. টিসিবির মাধ্যমে সমগ্র দেশে খোলা বাজারে সরকারি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে সুষ্ঠ ও স্বচ্ছভাবে এবং ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করা। টিসিবি'র সেবাকে আরো বেশি ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য ই-কমার্সের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা।

৪. খাদ্যে ভেজালরোধে এবং বাজার মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বাজারে রমজান মাসে ঝটিকা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। এছাড়াও রাজধানীসহ প্রতিটি জেলা-উপজেলায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে বাজার মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে দক্ষ ও পর্যাপ্ত বাজার মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা।

৫. ছোলা, চিনি, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ ও রসুনের নেতৃস্থানীয় আমদানিকারকদের উপর বিশেষ নজরদারি রাখা এবং তারা যেন চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে পণ্য বাজারে সরবরাহ করে তা নিশ্চিত করা। যে সকল আমদানিকারক পণ্যের দাম বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পণ্য যথাসময়ে বাজারে সরবরাহ করে না, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।

৬. মিল ও আমদানিকারকদের গুদাম থেকে যথাসম্ভব কম সময়ে যেন পণ্য ট্রাকে লোড করে দেয়া হয় তা নিশ্চিত করা। পণ্য লোডিং এর দেরীর কারণে পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং এর প্রভাব পড়ে দ্রব্যমূল্যের উপর।

৭. খাদ্যে ভেজালরোধে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের নামে ভ্রাম্যমাণ আদালতের দ্বারা সাধারণ ব্যবসায়ীরা যেন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।

৮. জুনে মাসে বিল আদায়ের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস লাইনের মেরামতের নামে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করা হয় এবং এর ফলে রাস্তায় যানজট আরও প্রকট হয়। তাই রমজানের আগে এই ধরণের অপরিকল্পিত রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ করা।

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণেঃ

১. দিন শেষে ব্যবসায়ীরা যাতে তাদের বিক্রির টাকা নিরাপদে ব্যাংকে জমা দিতে পারে সে জন্য রমজান মাসে রাত পর্যন্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখা।

২. বড় অংকের নগদ টাকা পরিবহণে পুলিশি নিরাপত্তা প্রদান করা।

৩. হাইওয়েতে যানজট নিয়ন্ত্রণে, চাঁদাবাজি বন্ধে এবং পণ্যবাহী গাড়ি ছিনতাইরোধে হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি চাঁদাবাজি ও ছিনতাইরোধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা।

৪. বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল, রেলস্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, মার্কেট ও বাজার এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, যাতে করে দোষী ব্যক্তিদের সহজে চিহ্নিত করা যায়।

৫. যানজট ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আনসার বাহিনী ও কমিউনিটি পুলিশ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং এলাকা ভিত্তিক টহল পুলিশের কার্যক্রম জোড়দার করা।

৬. মার্কেট ও শপিংমল কেন্দ্রিক ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং জাল টাকা শনাক্ত করার জন্য শপিংমল ও পাইকারি বাজারগুলোতে যন্ত্র স্থাপন করা।

৭. যানজট নিরসনের লক্ষ্যে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করা এবং যত্রতত্র গাড়ির পার্কিং বন্ধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

৮. বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল এবং রেলস্টেশনসূমহে পুলিশ চেকপোস্ট স্থাপন করা এবং সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন করা।

7. Seminar on "Making Awareness on the Possibility of e-Commerce for Small and Medium Enterprise"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on, "Making Awareness on the Possibility of Commerce for Small and Medium Enterprise on e-Commerce" at DCCI on June 5, 2016. Mr. Zunaid Ahmed Palak, MP, Honorable Co-Minister of ICT Department Government of the People's Republic of Bangladesh has graced the occasion as the Chief Guest. As designated discussants, the ex-president of DCCI Saiful Islam, Mr. Abul Kashem Mohammad Shirin, DMD, Dutch Bangla Bank Ltd, Mr. Razib Ahmed, President E-Cab, Mr. Shamim Ahsan, President BASIS, Mr. Riyadh Hossain, Coordinating Director, DCCI Telecom and ICT Standing Committee have participated.

The recommendations made in the seminar subject to priority are shown below:

Immediate issues:

1. VAT Should be exempted from e-Commerce to encourage the SMEs in online transaction and exchange.
2. Economic policy related to taxation should be stabilized minimum for 5 years
3. Old Dhaka City wholesale dealer and the local retailer should be Prioritized for E-Commerce training for their business stagnation
4. Arranging a seminar on e-Commerce in Old Dhaka City for local businessmen.
5. Arranging a meeting to build up a draft e-commerce policy of Bangladesh with the discussion of e-Cab, DCCI, and Department of ICT.
6. Reduction of Bank Transaction Fee from e-Commerce transaction
7. Making good communicative relationship between e-CAB and DCCI for the expansion of e-commerce in Dhaka City.

Short-term issues:

8. Making the law for the banking sector to allow online payment gateway and online transaction for e-commerce.
9. Take steps to encourage e-commerce both in old Dhaka City and Whole Bangladesh.
10. Time and technical support resources requirements for Bangladesh businessmen to comply with e-commerce should not be longer.
11. Bangladesh Bank should make an ordinance for Banking sector to allow the online payment gateway.
12. NBR may declare tax exemption for 5 years on online transaction that is specially for e-commerce.
13. Trade license for e-commerce must be compulsory.

Mid-term issues:

12. Take appropriate steps to ensure Integrated Supply Chain of goods through e-commerce with the establishment of strong courier system and post department of government.
13. Establish Single Window to solve the unnecessary hassles that arise because of the dishonesty of businessmen in e-commerce transaction and exchange.
14. Create a one-stop service point for consumer right through e-CAB and DCCI initiative.
15. Establish a transparent and representative consultative mechanism on e-commerce through the strong initiative by e-CAB and DCCI.
16. Coordinated policy and law reform to expedite e-commerce all stakeholders to make business and trade friendly trade facilitation initiatives with clarity and transparency.
17. The average delivery time and import time order times needs to be reduced.

18. Proper coordination among the government agencies to monitor the development, the action plan of e-commerce and to oversee the implementation of digitization and online marketing.
19. Empower the ICT and Commerce department, so it can inspect the transparency in transaction and exchange of good through e-commerce.
20. Government officials should be more efficient and technically sound to keep pace with the digital goals of the government to make easier e-commerce.

8. Seminar on 'Accreditation: A Global Tool to Support Public Policy'

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Bangladesh Accreditation Board (BAB) jointly organized a seminar on "Accreditation: A Global Tool to Support Public Policy" on the occasion of World Accreditation Day on 9 June, 2016 at DCCI, chamber building, 65-66 Motijheel C/A. Hon'ble Industries Minister, Mr. Amir Hossain Amu, MP has graced the occasion as the Chief Guest while Mr. Mosharraf Hossain Bhuyian, NDC, Senior Secretary of Ministry of Industries; Mr. Hossain Kahled, President, DCCI; and Mr. Abdul Matlub Ahmad, President, Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (FBCCI) were present as special guests. As designated discussants, Director of BAB Mr. David Paul Khandoker Swapan delivered a welcome speech and Director General of BAB Mr. Md. Abu Abdullah presented the keynote paper while Chairman of BAB Professor Dr. Altaf Hossain chaired the seminar and gave the vote of thanks.

Immediate Issues:

1) Create awareness among businessmen about controlling the quality of products or accreditation for export oriented products.
2) BAB should accredit more laboratories, certification bodies, inspection authorities to facilitate business and provide training for making accreditation expert.
3) MRA (Mutual Recognizing Arrangement) should be brought into effect with the provision of accreditation certificate for more quality controlled domestic industry.
4) Manufacturers and exporters especially in leather sector to attain accreditation certificates from standard and testing laboratories to expand exports of the country.

Short-term Issues:

1) To develop global standard testing laboratory and infrastructures for manufacturing and service sector.
2) To open up training institutes for creating accreditation experts.
3) Implementation of new Quality Policy introduced by ministry of industry

Mid-term issues:

1) Accredited laboratories have been set up in the country for accreditation of export goods
2) The businessmen should obtain standard certificates locally that save huge foreign currencies and time.
3) Easy access to service for exporter and accreditation facilities of getting the higher price through export should be ensured by BAB.
4) Developing global standard testing laboratory and infrastructures in every business hub to extend the provision of services.

9. Seminar on "Issues & Challenges of Financial Closure of Large and Mega Power Projects"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on "Issues & Challenges of Financial Closure of Large and Mega Power Projects" at DCCI on 6th August 2016. Dr. Mashiur Rahman, Hon'ble Advisor to the Prime Minister on Economic Affairs, Government of People's Republic of Bangladesh, graced the occasion as the Chief Guest. Mr. Tariqul Islam, Secretary, Planning Division, Government of People's Republic of Bangladesh was present as the Special Guest.

Engr. Mohammad Hossain Director General Power Cell Ministry of Power, Energy & Mineral Resources GoB, Mr. Ashraf Ahmed Chief Executive Officer Riverstone Capital Limited, Mr. Tanvir A Siddiqui Vice President Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) were attend the seminar as the designated discussants. M Fouzul Kabir Khan Former Secretary Power Division, Ministry of Power Energy and Mineral Resources, GoB presented key note paper at the seminar.

The Recommendations emerged from the seminar are as follows:

<u>Short-term recommendations:</u>

1. Efficiency needs to be improved in conducting technical, legal and environmental due diligence in order to reduce the time lap
2. Adequate risk sharing structure needs to be developed in order to develop win-win business model under PPP arrangement
3. Unified project due diligence procedure aligning the needs to local banks, foreign development financial institutions and Donor Agency.
4. Focus on developing the capacity of sponsor including focusing on balance sheet, track record and bid preparation
5. Removal of hindrance to public-private partnership for facilitating private investment.

<u>Mid- term Recommendations:</u>

6. Lending rate of local financial institutions need to be lowered.
7. Dependency on foreign sources for funding needs be reduced.
8. Lengthy process in providing legal vetting should be reduced.
9. Consistent and attractive taxation policy and skilled management and workforce for setting-up and maintain mega power plants.
10. Policy support to channel insurance fund in funding large and mega power projects

<u>Long-term Recommendations:</u>

11. Capacity of PPP office including project development agencies need to be developed
12. A separate fund needs to be develop to meet-up the upfront cost of the project, even before approval of the project
13. Capital market needs to be well equipped as a source of funding for large and mega power project
14. Power bonds needs to be introduce as long term funding avenue for the power projects
15. Long term Power Financing Funding Facility likewise Investment Promotion & Financing Facility (IPFF) can be replicated for financing power projects

10. Seminar on “New Investment Horizon: Blue economy”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on “New Investment Horizon: Blue Economy” on 20th August 2016 at DCCI Auditorium. Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, BB, Adviser to the Prime Minister on Power, Energy & Mineral Resources Affairs graced the occasion as the Chief Guest. Rear Admiral (Retd.) Md. Khurshed Alam, ndc, psc, Secretary, Maritime Affairs Unit, Ministry of Foreign Affairs and H.E. Ms. Marcia Stephens Bloom Bernicat, Ambassador, U.S. Embassy in Bangladesh were remain present as the special guests.

Mr. Hossain Khaled president of DCCI delivered the welcome address and Professor. Md Kawser Ahmed, Chairman, Department of Oceanography, University of Dhaka presented the keynote paper. Former Presidents of DCCI R Maksud Khan, Aftab-ul Islam, Director and former president M Shahjahan Khan, Director Salim Akhter Khan, MS Siddiqui, Shahjada A Hamid, and former Director Khairul Majid Mahmud, among others, participated in the open discussion session moderated by the President of DCCI.

The Recommendations emerged from the seminar are as follows:

Immediate issues:

1. Action plan needs to be undertaken strengthening inter-ministerial cooperation engaging private sector in order to popularize cruise tourism.
2. Design viable arrangement encouraging local private investment as well as PPP for harnessing marine resources including exploration of sea-based energy and oil.
3. Initiative needs to be undertaken to popularize the uses of river ports for carrying goods from Chittagong port to Dhaka and its surrounding areas.
4. Policy measures to restrict and dismantle hazardous ships.
5. Develop close cooperation between Bangladesh and the United States to ensure the flourishing of Blue economy.
6. Making investment friendly condition for local financial institutions so that they can lend foreign currency with long tenure and grace period.

Mid-term Recommendation:

7. Bangladesh needs to develop capacity for long-line fishing, seaweed aquaculture, sea farming and sea ranching.
8. Develop human resources and technology for deep sea fishing like tuna fish.
9. Feasibility study needs to be conducted focusing on the viability of the power generation from tidal wave and seafront resources.
10. Special attention needs to be given on the academia so that Universities can develop skilled and marine-savvy human resources.
11. Enhance research collaboration encompassing local and international research organizations, universities finding easy and affordable technology for reaping the commercial benefit of blue economy.
12. Exploration in deep sea shore blocs to overcome the energy crisis.
13. Low cost funding facility to support the growing shipbuilding industry as well as increase the dependency on local shipping instead of foreign shipping line.
14. Development of global partnership for harnessing potentials of blue economy.

Long-term Recommendation:

15. Capacity of the sea ports need to be enhanced as trade dependent on sea transportation will increase in line with the growing trend of international trade.

11. Seminar on "National Industrial Policy-2016: Opportunities of Industrialization and Investment in Bangladesh"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on "National Industrial Policy-2016: Opportunities of Industrialisation and Investment in Bangladesh" on 24th September 2016, 3:00 pm at DCCI Auditorium. **Mr. Amir Hossain Amu, Honorable Minister, Ministry of Industries,** Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest.

Mr. Nabhash Chandra Mandal Executive Member of BIDA, **Dr Ashikur Rahman** Senior Economist of Policy Research Institute and **Ms. Yasmin Sultana** Joint Secretary of the Ministry of Industries attended the seminar as the designated discussants. **Dr. Muhammad Ismail Hossain** Associate Professor of Dhaka University presented the keynote paper at the seminar. **Mr. Monoj Kumar Roy** Additional Secretary of Ministry of Commerce, **Mr. R Maksud Khan** former President of DCCI , **Mr. Aftab-ul Islam** former President of DCCI, **Mr Alhaj Abdus Salam** former Vice President of DCCI, **Mr. Kh. Shahidul Islam** former Vice President of DCCI, **Mr. Khairul Majid Mahmud** former Director of DCCI, **Mr. AKD Khair Mohammad Khan** Director of DCCI, **Mr. Salim Akhtar Khan** Director of DCCI, **Mr. MS Siddiqui,** among others, participated in the open discussion. **Mr. Sameer Sattar** Director of DCCI moderated the open discussion session. **Mr. K. Atique E Rabban**i Vice President of DCCI gave Vote of Thanks.

The following Recommendations have emerged in the Seminar:

Immediate Recommendations:

1. Formulate enforceable policy and action plans for solving nagging industrial energy crisis and improving infrastructure & physical connectivity focusing on Economic Zones and Industrial Clusters.
2. Formulate a national innovation cell to encourage new innovations and facilitate start-up with the view to developing sustainable new industrial ventures.
3. Strengthen and intensify coordination among related ministries, stakeholders, trade bodies and chamber for the implementation of the policy.

Mid-term Recommendations:

4. Striking an appropriate balance of bilateral and pluralist trade and investment opportunities/Free Trade Agreement harmonizing the strategic objective of Ministry of Industries and Ministry of Commerce.
5. Targeted interventions and adequate insensitive package need to be developed with the view to facilitate High Priority and Priority industries as identified in the Industrial Policy.
6. Industry specific focused skill development program in order to ensure availability of skilled human resources and productivity.
7. Formulate action plans with the view to improve the position of Bangladesh in “Global Competitiveness Index” and “Doing Business Index.
8. Implementation and exercise of intellectual property right in order to enhance the competitiveness of Bangladesh.

Long-term Recommendations:

9. Co-ordination and navigability of National Industrial Policy with Monetary Policy, Fiscal Policy Import Policy, Export Policy and other applicable policies.
10. Ad-hoc basis power and energy connection for scattered and independent industry is cumbersome and costly for the government agencies. In order to get rid of this, investment are encouraged in Economic Zones, Special Economic Zones and Industrial Cluster where an umbrella facilities ensuring industrial infrastructure, electricity, gas and other utility can be ensured in more structured manner.
11. Industrial policy needs to address the non-tariff barriers in order to spur export diversification as well as boost-up export earnings.
12. Gradually shift towards green productivity and harmonization of standardization certifications with international bodies to increase the global market share of Bangladeshi made products and services.

12. Seminar on “Bangladesh- A Great Potential for Energy Efficient Industry”

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in collaboration with Nordic Chamber of Commerce and Industry (NCCI) the DANIDA’s Energy Efficient Engagement (3E) programme organized a seminar on “Bangladesh A Great Potential for Energy Efficient Industry” at Hotel Six Season, Gulshan, Dhaka. Mr. Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, ndc, Senior Secretary of Ministry of Industries, Government of the People’s Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest while Ambassador of Denmark in Bangladesh H. E. Mikael Hemnity Winther was present as the special guest.

Mr. Hossain Khaled, President DCCI, moderated the open discussion session where Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President DCCI, K. Atique-e-Rabbani FCA, Vice President DCCI, R. Maksud Khan, DCCI's former President, Salim Akhtar Khan, Director, Data Magfur, former Director, Md. Shoaib Chowdhury former Vice President DCCI, Kh. Rashedul Ahsan, Convenor, took part in the session and finallys Rumi Saifullah, Director DCCI gave vote of thanks.

The following recommendations have emerged in the Seminar:

Immediate Recommendations:

1. To promote energy efficiency in industrial practice, a comprehensive and long-term national strategy for achieving efficient use of energy in energy-intensive industries needs to be designed.
2. Provide incentive for Energy efficiency to ensure sustainable and economic development of Bangladesh.
3. Formulate enforceable policy and action plans for solving nagging industrial energy crisis
4. Use LPG for domestic uses can help divert 15-17 percent gas into industries.
5. Establishment of solar energy electricity of rooftop, to provide surplus energy to national grid.

Mid-term Recommendations:

6. Danish expertise can conduct trainings for the industrialists to ensure efficient use of energy.
7. In-terms of energy efficiency, Denmark can share its technology with Bangladesh.
8. Bangladesh can adopt new technology for ensuring energy efficiency along with reduction cost of doing business from DANIDA assistance.
9. Adoption of policies to enhance energy efficiency at the same time lead to sustained economic growth and safeguarding the environment.
10. To reduce the cost of production, coal, gas and electricity, energy efficiency should be ensured.
11. Energy related authorities are needed to make policy guideline with regulatory framework for ensuring efficient use of energy.

Long-term Recommendations:

12. Following Energy Efficient policy, a company can save 16 per cent of energy consumption.
13. Energy efficiency should follow as it can lower costs, support expansion without the need for more energy, and provide a green profile towards international buyers
14. For the savior of energy and save total energy cost, National Energy Efficient policy should be introduced
15. Bangladesh can make an arrangement for knowing experience from Denmark of which they are eager to share with Bangladesh to support its future and sustainable growth.
16. Using water treatment plant, an industrialist can increase energy efficiency.
17. Government can jointly make policy paper for ensuring efficient use of energy in industrial sector in collaboration with DCCI
18. Bangladesh government can provide tax rebate for using energy efficient use and green industry.
19. Alternative energy resources should be introduced like solar, wind and tide energy.

13. Summary Report on "Anti-dumping duty on imports of jute products from Bangladesh by India: Challenges and potential way out"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) has organized a seminar on "Anti-dumping duty on imports of jute products from Bangladesh by India: Challenges and potential way out" on November 15, 2016, at Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka. Mr. Tofail Ahmed, M.P., Honorable Minister, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest and Mr. Mirza Azam, MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Textiles & Jute, Government of the People's Republic of Bangladesh, graced the occasion as the Special guest. In this august occasion, Mr. Mahbubur Rahman, President of ICC-B delivered Welcome Speech and moderated the seminar. President of DCCI, Mr. Hossain Khaled, presented the keynote paper. Mr. Munir Chowdhury, Joint Secretary, Ministry of Commerce, GoB also addressed on post hearing Submission on Anti Dumping Investigation on jute Products. Mr. Sandeep Saraff, President, Jute Products Importers Association of Kolkata, India, Mr. Ahmed Hossain, Chairman, Bangladesh Jute Spinning Association, Dr. Md Mahmudul Hassan, Chairman, Bangladesh Jute Mills Corporation, Mr. Rashedul Hasan, Member of Bangladesh tariff Commission and Mr. Rishi Jalan, Vice President, Jute Products Importers Association of Kolkata, India took part as designated discussants.

The recommendations made in the seminar are given below:

Immediate priority:

1) Request to DGAD for sufficient evidence to establish causal link between dumping and injury.
2) Request Ministry of Finance, GoI, to suspend the imposition of Anti-dumping until the review conducted.
3) Increase export incentive at par with India.
4) Introduce minimum export price through consultation of Government and stakeholders.
5) Bangladesh and India should urgently negotiate to resolve this ADD issue.

Mid-term priority:

1) Request Ministry of Finance of India to review the investigation changing the POI and calculate domestic market share based on three separate product category.
2) Bangladesh may consider of initiation of anti-dumping investigation on import from India.

Long-term priority:

01. Commodity prices of India should be driven by open market system
02. The cost plus profit based pricing for domestic industry by Indian Government should not be encouraged.
03. Indian Government can procure Bangladeshi imported jute and jute products in addition to private sector importers.
04. Improve technical capacity in Anti-dumping and countervailing duty and strengthen Bangladesh Tariff commission.
05. Coordination among the commerce, finance and jute and textile ministries, chamber association and concerned stakeholders is required to ensure the interest of export oriented industry.
06. FTA with India (like Nepal) taking Jute goods in the FTA basket.
07. Seeking negotiation through WTO cell in case of the judicial review and bilateral negotiation fail.

A. QASEM & CO.
Chartered Accountants Since 1953

Gulshan Pink City
Suites # 01-03, Level : 7, Plot # 15, Road # 103
Gulshan Avenue, Dhaka - 1212, Bangladesh.

Phone : 880-2-8881824-6
Fax : 880-2-8881822
E-mail : aqasem@aqcbd.com

Independent Auditors' Report

We have audited the accompanying financial statements of the **Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)** which comprise the statement of financial position as at 30 September 2016 and the Statement of Comprehensive Income and the Statement of Cash Flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Bangladesh Accounting Standards (BAS)/Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of the material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the Financial Statements, prepared in accordance with Bangladesh Accounting Standards (BAS)/Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), give a true and fair view of the state of the Chamber's affairs as at 30 September 2016 and of the operating results and its Cash Flows for the year then ended and comply with the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

We also report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief that were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof.

(b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Chamber so far as it appeared from our examination of those books.

(c) The Financial Statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated: Dhaka
26 November, 2016

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

EY
Building a better working world

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Financial Position
As at 30 September 2016

Assets	Notes	2016 Taka	2015 Taka
Non-Current Assets			
Property, Plant and Equipment	3	38,687,005	37,955,390
		38,687,005	37,955,390
Current Assets			
Accounts Receivable	4	23,877,723	12,338,348
Interest Receivable		28,838,400	21,129,000
Deferred Revenue Expenditure	5	2,139,977	2,469,651
Advance, Deposits and Pre-payments	6	60,598,949	19,040,460
Inventories		1,566,441	1,752,033
Cash and Cash Equivalents	7	561,462,099	494,158,606
		678,483,589	**550,888,098**
Current Liabilities			
Liabilities for Expenses & Services	8	6,804,677	6,534,080
Liabilities for Other Finance	9	45,236,169	24,971,177
Advance Building Rent	10	9,516,330	21,985,420
Short Term Loan Finance		31,069,600	-
		92,626,776	**53,490,677**
Net Current Assets		**585,856,813**	**497,397,421**
Net Assets		**624,543,818**	**535,352,811**
Sources of Funds			
General Fund	11	541,648,245	461,103,535
DCCI Relief & Social Welfare Fund	12	19,608,349	17,577,792
DCCI Development Fund	13	44,802,945	36,155,753
Deferred Liability - Gratuity	14	15,485,435	17,589,545
Grant Received	15	2,998,844	2,926,186
Total Fund		**624,543,818**	**535,352,811**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

A H M Rezaul Kabir
Secretary General

Hossain Akhtar
Coordinating Director

Hossain Khaled
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: Dhaka
26 November, 2016

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 September 2016

Income	Notes	2016 Taka	2015 Taka
Subscriptions	16	33,634,550	27,961,850
Admission fee	17	5,860,750	5,144,838
Bulletin fee	18	1,375,375	1,205,138
Certificate of origin fee		1,542,400	1,467,675
Certification and attestation fee		1,290,300	1,097,323
Rent	19	46,065,747	37,008,922
Income from Investment - interest	20	47,437,368	38,639,846
Celebrating Business		1,500,000	-
DBI (DCCI Business Institute)		11,017,736	11,041,287
Miscellaneous income	21	2,313,912	1,583,361
Total income		**152,038,138**	**125,150,240**
Expenditure			
Pay and allowances	22	28,706,736	28,206,443
Postage and telephone	23	896,992	859,948
Printing and stationery		694,612	847,087
Newspapers, bulletin and publications	24	3,509,054	3,192,063
Travelling & conveyance		261,409	262,990
Repairs and maintenance	25	1,941,017	1,649,826
Fuel and lubricants		442,157	355,327
Entertainment		703,561	698,194
Audit and Legal fees	26	313,698	119,750
Subscription and donation		1,249,997	394,977
Seminar & symposium, conference and delegation	27	2,451,562	2,319,715
AGM, EGM and election expenses		1,116,251	1,059,297
Utility charges	28	2,292,588	1,907,412
Rent -Gulshan Centre		1,344,000	560,000
DBI (DCCI Business Institute)		9,761,022	9,769,664
Iftar party expense		1,543,630	35,739
Rate and taxes		1,231,019	1,292,965
Estate expenses		1,231,396	874,794
Deferred revenue expenses-written off	5	329,674	389,459
Project expenses		1,745,094	1,722,921
Celebrating Business exp.		3,618,703	-
Depreciation	3	3,443,737	3,373,228
Miscellaneous expenses	29	3,052,540	2,040,399
Total expenditure		**71,880,449**	**61,932,198**
Excess of income over expenditure	11	**80,157,689**	**63,218,042**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

A H M Rezaul Kabir
Secretary General

Hossain Akhtar
Coordinating Director

Hossain Khaled
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: Dhaka
26 November, 2016

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 September 2016

	2016 Taka	2015 Taka
Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	80,157,689	63,218,042
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	3,443,737	3,373,228
Loss on sale of assets		156,554
Fixed assets written off	(18,128)	9,183
Gratuity paid against provision	(2,104,110)	-
(Increase) / Decrease in current assets:		
Accounts receivable	(11,539,375)	(1,586,681)
Interest receivable	(7,709,400)	(834,400)
Deferred revenue expenditure	329,674	(2,419,496)
Advance, deposits and prepayments	(41,558,489)	(3,352,193)
Inventories	185,592	50,122
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for expenses & services	270,597	2,053,303
Liabilities for other finance	20,264,992	7,962,217
Short Term Finance	31,069,600	-
Advance Building rent	(12,469,089)	(12,949,680)
Net cash provided by operating activities	**60,323,289**	**55,680,199**
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(4,407,224)	(3,356,008)
Disposal of assets	250,000	33,355
Net cash used in investing activities	**(4,157,224)**	**(3,322,653)**
Cash flows from financing activities		
General Fund	387,021	(1,152,418)
DCCI Relief & Social Welfare Fund	2,030,557	2,243,376
DCCI Development Fund	8,647,192	7,716,472
Grant received	72,658	68,649
Net cash used in financing activities	**11,137,428**	**8,876,079**
Net increase in cash and cash equivalents	**67,303,493**	**61,233,625**
Opening cash and cash equivalents	494,158,606	432,924,981
Cash and cash equivalents at the end of the year	**561,462,099**	**494,158,606**

A H M Rezaul Kabir
Secretary General

Hossain Akhtar
Coordinating Director

Hossain Khaled
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: Dhaka
26 November, 2016

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at / for the year ended 30 September 2016

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1913 (replaced by Companies Act 1994).

1.2 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) under historical cost convention which has been in conformity with the Bangladesh Accounting Standards (BAS) issued by The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB).

2.2 Property, Plant and Equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial Statements.

2.3 Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis excepting that so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended 30 September 2016 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

2.5 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Adequate provisions have been set up in the accounts for Gratuity and for Annual Leave (earned leave) benefits to employees.

2.7 Provision for income tax liability

National Board of Revenue, Bangladesh vide SRO # 234-Ain-Income Tax/2011 dated 6 July 2011, SRO # 216-Ain-Income Tax/2012 dated 27 June 2012 and SRO # 210-Ain-Income Tax/2012 dated 1 July 2013 introduced income tax on Trade Bodies. The issue has been protested by Trade Bodies and the decision from the Government is awaiting. DCCI maintains accounts from October to September. If the above noted SROs stand, DCCI may have to pay tax on its partial income for the year. The matter being unresolved till to date, no provision for income tax has been made.

2.8 Reporting currency

DCCI maintains its Books of Accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in BDT.

2.9 Reporting period

The reporting period of the DCCI cover one year from October to September consistently.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.11 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2016 Taka	2015 Taka
3.0	**Property, Plant and Equipment**		
	(A) At Cost		
	Opening balance	111,838,823	109,207,615
	Add: Additions during the year	4,407,224	3,356,008
		116,246,047	112,563,623
	Less: Disposals / adj. during the year	(2,789,788)	(724,800)
	Closing balance	**113,456,259**	**111,838,823**
	(B) Less: Accumulated depreciation		
	Opening balance	73,883,433	71,035,913
	Add: Charge during the year	3,443,737	3,373,228
		77,327,170	74,409,141
	Less: Acc. depreciation of disposed assets	(2,557,916)	(525,708)
	Closing balance	**74,769,254**	**73,883,433**
	(A-B) Written down value	**38,687,005**	**37,955,390**
	Details are shown in the enclosed Annexure-1		
4.0	**Accounts receivable**		
	Considered good		
	Building rent	8,359,077	3,376,868
	Utility charge (Electricity)	331,439	774,065
	Utility charge (WASA)	25,897	62,125
	Advertisement receivable	152,820	140,000
	Sponsorship income receivable	1,500,000	50,000
	Display centre rent	-	2,000
	Service charge (Modhumoti Bank)	69,300	33,950
	Current A/C with DBI-BBA	10,246,111	5,414,867
	Current A/C with DCCI Foundation	1,848,562	1,139,956
		22,533,206	**10,993,831**
	Considered doubtful		
	Building rent	1,233,039	1,233,039
	Utility charge (electricity)	54,290	54,290
	Utility charge (WASA)	57,188	57,188
		1,344,517	**1,344,517**
		23,877,723	**12,338,348**

4.1 i) The aforesaid doubtful debts of Tk. 1,344,517 include Tk. 725,494, Tk. 236,012 and Tk. 383, 011 receivable from M/s Progressive Plastic Industries Limited, Mir Shafiul Haque (an ex-employee) and Mannujan Textile respectively. Management has taken all possible steps to realize the dues.
(ii) In this respect, cases were lodged with the court which are now in process.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

	2016 Taka	2015 Taka
5.0 Deferred revenue expenditure		
Opening balance	2,469,651	50,155
Expenses/(Income) during the year:		
Commmercial History (Bangla)	-	1,106,485
Estate expenses - Gulshan Centre		1,702,470
	-	2,808,955
	2,469,651	2,859,110
Less:Written off (Note-5.1)	329,674	389,459
	2,139,977	**2,469,651**
5.1 Written off		
DCCI -NRB event	-	48,965
Estate expenses - Gulshan	329,674	340,494
	329,674	**389,459**
5.2 Break up of Deferred revenue expenditure		
Commmercial History (Bangla)	1,107,675	1,107,675
Estate expenses - Gulshan Centre	1,032,302	1,361,976
	2,139,977	**2,469,651**

Management has decided to amortize the aforesaid deferred Estate expenses - Gulshan Centre in five years effective from the year 2016. Deferred Commercial History (Bangla) completed.in 2016 and will be amortized from the year 2017 after decision thereon.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2016 Taka	2015 Taka
6.0	**Advances, deposits and pre-payments**		
	Advances		
	Advance against salaries	161,600	11,550
	Advance against expenses	35,740,570	864,115
	Taxes deducted at source by bank / parties	22,780,805	16,195,766
		58,682,975	**17,071,431**
	Security deposits		
	Gulshan Centre	400,000	400,000
	PDB	314,000	314,000
	T&T	5,540	22,000
	Others	19,360	19,360
		738,900	**755,360**
	Prepayments		
	City Corporation tax	897,884	897,884
	Periodicals	4,969	1,716
	Prepaid insurance premium	37,767	45,432
	Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	28,753	28,750
	Prepaid AGM/ election expenses	41,937	25,789
	Prepaid internet connectivity	8,534	19,626
	Patent & trade marks	120,750	134,550
	DBI expenses	36,480	59,922
		1,177,074	**1,213,669**
		60,598,949	**19,040,460**
7.0	**Cash and cash equivalents**		
	Cash in hand	30,810	27,072
	Cash at bank (Note 7.1)	561,431,289	494,131,534
		561,462,099	**494,158,606**
7.1	**Cash at bank**		
	On Project bank accounts	23,685	23,678
	On Short Term Deposit (STD) accounts:		
	STD accounts -DCCI	13,980,116	3,569,061
	STD account - Custom Automation	2,508,877	2,936,217
		16,488,993	6,505,278
	On Fixed Deposit (FDR) accounts:		
	FDR accounts - DCCI	544,918,611	487,602,578
		544,918,611	487,602,578
		561,431,289	**494,131,534**

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2016 Taka	2015 Taka
8.0	**Liabilities for expenses & services**		
	Salaries payable	2,036,561	2,176,197
	Employer's contribution to Provident Fund	56,263	54,241
	Utility charges (electricity/water/gas)	535,044	534,569
	Rent/Utility suspense (tenants)	119,790	413,529
	Date expired cheque	55,280	39,280
	Provision for annual leave	1,233,009	1,406,372
	Telephone expenses	39,987	28,685
	Bulletin and publications	929,900	559,300
	Newspaper and periodicals	13,292	8,100
	Entertainment	30,480	11,735
	Conveyance	1,275	495
	Gift & presentation	-	600
	Fax & internet connectivity	33,340	12,544
	Audit fee and legal expenses	119,748	119,750
	Postage and stamp	85,880	76,718
	Repairs and maintenance	47,907	11,000
	Printing and stationery	8,450	8,000
	Seminar	131,945	2,600
	Insurance premium	115,286	614,735
	Washing expense and others	9,485	15,855
	ISO expenses	-	62,800
	Estate expenses	40,940	30,000
	Machinery & equipment	127,500	252,000
	Interest Payable	881,666	-
	Conf. & delegation payable	2,700	-
	DBI exp.	148,949	94,975
		6,804,677	**6,534,080**
9.0	**Liabilities for other finance**		
	Employees' contribution to Provident Fund	121,052	115,121
	Staff income tax	100,700	93,700
	Tax / VAT deducted at sources (parties)	30,684	36,612
	Advance subscription (Note 9.1)	8,235,950	7,173,525
	Subscription advance	21,350	11,500
	Security deposits	1,631,172	1,333,062
	Project -METABUILD	11,691,174	-
	Advance advertisement	18,000	18,000
	DBI training fee	1,945,407	1,924,504
	Auditorium rent	5,000	55,000
	Tax Fund	21,435,680	14,210,153
		45,236,169	**24,971,177**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2016 Taka	2015 Taka
9.1	**Advance subscription**		
	Opening balance	7,173,525	6,196,600
	Transferred to income	7,173,525	6,196,600
		-	-
	Adjustment for the year:		
	Subscriptions (note 16)	6,773,250	5,838,000
	Admission fee(note 17)	1,192,500	1,095,250
	Bulletin fee (18)	270,200	240,275
		8,235,950	**7,173,525**
10	**Advance Building rent**		
	Opening balance	21,985,420	34,935,100
	Advance rent received during the year	887,250	-
		22,872,670	34,935,100
	Advance rent adjusted during the year	(13,356,340)	(12,949,680)
		9,516,330	**21,985,420**
11	**General Fund**		
	Opening balance	461,103,535	399,037,911
	Prior year's adjustment	387,021	(1,152,418)
		461,490,556	397,885,493
	Excess of income over expenditure for the year	80,157,689	63,218,042
		541,648,245	**461,103,535**
12	**DCCI Relief and Social Welfare Fund**		
	Opening balance	17,577,792	15,334,416
	Received from members during the year	1,949,400	1,673,200
	Interest on R.S.W.F. FDR	1,528,407	1,566,731
		21,055,599	18,574,347
	Paid during the year against Relief Fund	(1,447,250)	(996,555)
		19,608,349	**17,577,792**
13	**DCCI Development Fund**		
	Opening balance	36,155,753	28,439,281
	Collections during the year	5,280,000	4,590,000
	Interest on Development Fund FDR	3,367,192	3,126,472
		44,802,945	**36,155,753**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2016 Taka	2015 Taka
14	**Deferred Liability - Gratuity**		
	Opening balance	17,589,545	17,589,545
	Provision made during the year	-	-
		17,589,545	17,589,545
	Paid during the year	(2,104,110)	-
		15,485,435	**17,589,545**
15	**Grant received**		
	a) Custom Automation		
	Received from IFC & interest	19,507,707	19,434,474
	Loan given to Datasoft	(15,000,000)	(15,000,000)
	Custom automation expenses	(1,508,863)	(1,508,288)
		2,998,844	**2,926,186**
	b) BUILD Project		
	Received from IFC & interest	18,100,493	18,100,381
	DCCI -BUILD Project STD a/c	(1,632)	(16,339)
	Expenses -BUILD	(18,098,861)	(18,084,042)
		-	-
		2,998,844	**2,926,186**

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2016 Taka	2015 Taka
16	**Subscriptions**		
	New	5,502,500	4,489,250
	Renewal	31,754,500	26,488,300
	Arrear	3,150,800	2,819,100
	Advance adjustment	-	3,200
		40,407,800	33,799,850
	Portion attributable to the period from October 2016 to December 2016 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(6,773,250)	(5,838,000)
		33,634,550	**27,961,850**
17	**Admission fee**		
	Admission fee	5,502,500	4,489,250
	Re-admission fee	1,550,750	1,750,838
		7,053,250	**6,240,088**
	Portion attributable to the period from October 2016 to December 2016 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(1,192,500)	(1,095,250)
		5,860,750	**5,144,838**
18	**Bulletin fee**		
	Current	1,492,575	1,306,463
	Arrear	153,000	138,950
	Advance adjustment	-	-
		1,645,575	1,445,413
	Portion attributable to the period from October 2016 to December 2016 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(270,200)	(240,275)
		1,375,375	**1,205,138**
19	**Rent**		
	Building rent	45,508,247	36,608,922
	Auditorium rent	557,500	400,000
		46,065,747	**37,008,922**
20	**Income from Investment - interest**		
	Interest from Fixed Deposits (Note 20.1)	47,147,836	38,443,517
	Interest from STD and savings account	289,532	196,329
		47,437,368	**38,639,846**
20.1	**Interest from Fixed Deposits**		
	DCCI Fund	40,823,033	33,749,658
	DCCI Scholarship Fund	338,276	346,900
	DCCI Retirement Benefit Fund	1,920,493	1,410,952
	DCCI Research Fund	4,066,034	2,936,007
		47,147,836	**38,443,517**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2016 Taka	2015 Taka
21	**Miscellaneous income**		
	Membership forms fee	100,600	103,000
	Photocopy charge realized	1,949	4,073
	Advertisement income	711,130	324,093
	Services income	1,069,850	460,600
	Commercial History book sale	11,600	3,200
	Projects Income	-	502,350
	Seminar & Workshop	157,553	-
	Other Income -misc	261,230	186,045
		2,313,912	1,583,361
22	**Pay and allowances**		
	Pay and allowances	28,606,507	28,138,443
	Liveries & Uniforms	100,229	-
	Employees insurance premium (Pension)	-	68,000
		28,706,736	**28,206,443**
23	**Postage and telephone**		
	Postage and stamps	299,217	315,168
	Telephone	113,706	112,886
	Fax charges	13,494	11,602
	Internet connectivity	470,575	420,292
		896,992	**859,948**
24	**Newspapers, bulletin and publications**		
	Newspapers and periodicals	129,001	138,233
	Bulletin	2,473,205	2,448,830
	Publication	906,848	605,000
		3,509,054	**3,192,063**
25	**Repairs and maintenance**		
	Car	364,316	675,960
	Computer	220,339	148,650
	Lift	204,760	148,450
	AC	96,500	117,790
	Generator	87,230	57,120
	Building	223,485	54,599
	Others	744,387	447,257
		1,941,017	**1,649,826**
26	**Audit and Legal fees**		
	Statutory audit	74,748	74,750
	Internal audit	180,000	45,000
	Legal exp.	58,950	-
		313,698	**119,750**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2016 Taka	2015 Taka
27	**Seminar & symposium, conference and delegation**		
	Seminar and symposium	1,401,797	631,403
	Conference and delegation	1,049,765	1,688,312
		2,451,562	**2,319,715**
28	**Utility charges**		
	Electricity	5,428,252	4,802,516
	WASA	561,861	454,343
	Gas	21,199	12,500
	Utility reimbursement from tenants (Note-28.1)	(3,718,724)	(3,361,947)
		2,292,588	**1,907,412**
28.1	**Utility reimbursement from tenants**		
	Electricity	3,387,509	3,088,057
	WASA	331,215	273,890
		3,718,724	**3,361,947**
29	**Miscellaneous expenses**		
	Liveries and uniform	-	-
	Gift and presentations	61,903	99,216
	Festival / national day expenses	174,805	56,283
	Washing expenses	14,690	14,131
	Photocopy	-	-
	Photography	9,090	15,580
	Bank charge	9,565	11,174
	Training expenses	-	10,958
	Insurance	95,228	95,830
	Advertisement expenses	89,020	267,926
	Fair	-	168,475
	Commercial History exp.	175	-
	Custom automation expenses	550	1,627
	Loss on sale of assets	(18,128)	156,554
	Fixed assets written off	-	9,183
	Interest on loan from BFIC (note 29.1)	1,449,600	34,734
	Employees Welfare exp.	20,000	-
	In kind contibution (rent) -BUILD	1,008,000	1,008,000
	Patent & trade marks	13,800	3,450
	Pot plant rent & garden maintenance	52,800	49,600
	Others	71,442	37,678
		3,052,540	**2,040,399**

29.1 Interest on loan from BFIC

Under a sanctioned limit of Tk. 3,45,69,600/- for Six months a short term loan was obtained from Bangladesh Finance and Investment Company Ltd. (BFIC) for working capital on 25 April 2016 and the loan interest rate will be @ 1.25 % higher than the weighted average interest rate of the TDR's against lien of three TDR placed with them. The partial loan was repaid on 19 July 2016. Attributable interest of Tk.14,49,600 on loan amount was also paid during the year.

30 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

31 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Annexure-1

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Schedule of Property, Plant and Equipment
As at 30 September 2016

	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV)	
Particulars	As at 01 October 2015	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2016	Rate	As at 01 October 2015	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 September 2016	As at 30 September 2016	As at 30 September 2015
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157	-	-	29,157	-	-	-	-		29,157	29,157
Building	52,298,950	384,540		52,683,490	5%	33,203,992	973,975		34,177,967	18,505,523	19,094,958
Mach. & equipment	8,591,567	912,258	(95,500)	9,408,325	15%	5,006,265	662,458	(14,325)	5,654,398	3,753,927	3,585,302
Furniture & fixtures	7,400,909	92,710		7,493,619	10%	4,284,293	320,933		4,605,226	2,888,393	3,116,616
Books	1,073,571	3,630		1,077,201	10%	883,286	19,391		902,677	174,524	190,285
Electrical inst.	2,227,505	61,750		2,289,255	10%	1,547,661	74,159		1,621,820	667,435	679,844
Sanitary fittings & renov.	755,393	105,000		860,393	10%	489,061	37,133		526,194	334,199	266,332
Air cooler	9,404,516			9,404,516	15%	8,184,920	182,939		8,367,859	1,036,657	1,219,596
Wall clock	2,050			2,050	15%	948	165		1,113	937	1,102
Franking machine	17,500			17,500	15%	17,449	8		17,457	43	51
Sundry assets	617,790	18,436		636,226	12.50%	439,846	24,548		464,394	171,833	177,944
Water installation	126,766			126,766	2.50%	29,001	2,444		31,445	95,321	97,765
Crockery & cutleries	282,876	13,700		296,576	10%	150,115	14,646		164,761	131,815	132,761
Telephone inst.	1,348,705			1,348,705	10%	1,133,795	21,491		1,155,286	193,419	214,910
Lift	10,738,148	2,800,000	(2,694,288)	10,843,860	10%	8,858,321	452,913	(2,543,591)	6,767,643	4,076,217	1,879,827
Auditorium	6,411,030	-	-	6,411,030	5%	3,333,534	153,875		3,487,409	2,923,621	3,077,496
Transformer	1,359,181	-	-	1,359,181	15%	1,182,155	26,554		1,208,709	150,472	177,026
E-mail /internet inst.	476,877	15,200	-	492,077	10%	324,927	16,715		341,642	150,435	151,950
DCCI car	3,951,964		-	3,951,964	15%	2,295,444	248,478		2,543,922	1,408,042	1,656,520
Diesel generator	2,068,090		-	2,068,090	15%	1,435,455	94,895		1,530,350	537,740	632,635
MIS & Software	779,500		-	779,500	20%	479,040	60,092		539,132	240,368	300,460
Island Development	1,445,498	-	-	1,445,498	5%	326,999	55,925		382,924	1,062,574	1,118,499
Gift assets	431,280	-	-	431,280	-	276,926	-		276,926	154,354	154,354
Total	**111,838,823**	**4,407,224**	**(2,789,788)**	**113,456,259**		**73,883,433**	**3,443,737**	**(2,557,916)**	**74,769,254**	**38,687,005**	**37,955,390**
Previous Year (2015)	**109,207,615**	**3,356,008**	**(724,800)**	**111,838,823**		**71,035,913**	**3,373,228**	**(525,708)**	**73,883,433**	**37,955,390**	

Annexure-2

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Comparative Statement of Operating Activities
For the year ended 30 September 2016

Particulars	2016 Taka	2015 Taka
Subscription income	33,634,550	27,961,850
Admission fee	5,860,750	5,144,838
Bulletin fee	1,375,375	1,205,138
	40,870,675	34,311,826
Less: Pay & allowances	(28,706,736)	(28,206,443)
Surplus / (deficit)	**12,163,939**	**6,105,383**
Less: Utilities- net	2,292,588	1,907,412
Printing & stationery	694,612	847,087
Postage and telephone	896,992	859,948
Subscription & donation	1,249,997	394,977
News paper, bulletin & publications	3,509,054	3,192,063
Rates & taxes	1,231,019	1,292,965
Entertainment	703,561	698,194
Seminar & symposi, conf. & delegation	2,451,562	2,319,715
Travelling & Conveyance	261,409	262,990
AGM, EGM & election expenses	1,116,251	1,059,297
Audit & legal fee	313,698	119,750
Repairs & maintenance	1,941,017	1,649,826
Fuel & lubricants	442,157	355,327
Rent -Gulshan Centre	1,344,000	560,000
Iftar Party expenses	1,543,630	35,739
Estate expenses	1,231,396	874,794
Deferred revenue expenses - written off	329,674	389,459
Project expenses	1,745,094	1,722,921
Depreciation	3,443,737	3,373,228
Celebrating Business	2,118,703	-
Miscellaneous expenses	3,052,540	2,040,399
	31,912,691	**23,956,091**
(Deficit)	**(19,748,752)**	**(17,850,708)**
Add: Income		
Certificate of Origin	1,542,400	1,467,675
Certification & attestation fee	1,290,300	1,097,323
Miscellaneous income	2,313,912	1,583,361
	5,146,612	**4,148,359**
(Deficit)	**(14,602,140)**	**(13,702,349)**
Add : Interest income	47,437,368	38,639,846
DBI (DCCI Business Institute) -net	1,256,714	1,271,623
	48,694,082	**39,911,469**
Surplus	**34,091,942**	**26,209,120**
Add : Rent	46,065,747	37,008,922
Excess of Income over Expenditure for the year	**80,157,689**	**63,218,042**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
65-66 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 88-02-9552562 Fax : 88-02-9560830
Email : info@dhakachamber.com
URL : www.dhakachamber.com

DCCI Gulshan Centre
Taj Casilina, Flat- 3C
Plot-SW(I)4, 25 Gulshan Avenue
Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 88-02-9852246

ISO 9001
The First ISO Certified Chamber in Bangladesh